প্রভোরাবির্ভাবপঞ্চশতবার্ষিকীয়-প্রকাশনঃ

ভক্তিসার-সমুচ্চয়ঃ

বাসিশ্রীমন্নরহরি সরকার ঠক্কুরচরণাশ্রিতেন-

দলোকানন্দাচার্য্য-গ্রথিতঃ

Shri KESHABJI GAUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

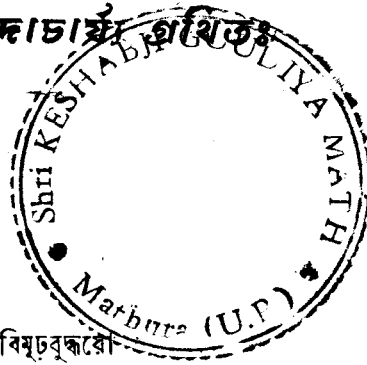

"দুর্ব্বাসনাসক্তি - বিমূঢ়বুদ্ধয়ো
নানাপুরাণ-শ্রবণেক্ষণালসাঃ ।
জিজ্ঞাসবঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
কুর্ব্বন্তি যত্নং পরমত্র সাধবঃ ॥"

শ্রীহরিভক্তদাসঃ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরাবির্ভাবপঞ্চশতবার্ষিকীয়-প্রকাশনঃ

শ্রীশ্রীভক্তিসার-সমুচ্চয়ঃ

শ্রীখণ্ডনিবাসিশ্রীমন্নরহরি সরকার ঠক্কুরচরণাশ্রিতেন-
শ্রীপাদলোকানন্দাচার্য্যশর্ম্মণা গ্রথিতঃ

"দুর্ব্বাসনাসক্তি বিমূঢ়বুদ্ধয়ো
নানাপুরাণ-শ্রবণেক্ষণালসাঃ।
জিজ্ঞাসবঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
কুর্ব্বন্তি যত্নং পরমত্র সাধবঃ॥"

শ্রীহরিভক্তদাসেন সম্পাদিতঃ

শ্রীব্রজকিশোরদাস শাস্ত্রি-
ব্যাকরণবেদান্তবৈষ্ণবদর্শনতীর্থেন প্রকাশিতঃ

শ্রীগুরোস্তিরোভাবতিথি বৈশাখী কৃষ্ণাষ্টমী
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৯৬ ভিক্ষামূল্যং ৪.৫০

সর্ব্বস্বত্বং সংরক্ষিতম্

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) শ্রীব্রজকিশোর দাস শাস্ত্রী
শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির, লুই বাজার
বৃন্দাবন, মথুরা

(২) শ্রীশ্রীপ্রাণগৌর নিত্যানন্দ মন্দির
কেশীঘাট ঠোর, বৃন্দাবন, মথুরা,

(৩) শ্রীগোপালজীউ মন্দির, কৃষ্ণকুঞ্জ
বৃন্দাবন, মথুরা,

(৪) শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস
রাণাপতি ঘাট,

(৫) শ্রীনিতাই গোপাল চন্দ
পোঃ সিঙ্গাই যমুনা
জেলা মেদিনীপুর, (পঃ বঙ্গ)

(৬) শ্রীশ্যামসুন্দর দাস মণ্ডল
২৯/১/৫ রামজী হাওড়া লেন
হাওড়া—১

(৭) শ্রীধর গ্রন্থাগার
গ্রাম কামদেব পুর
পোঃ মোল্লাহাট
জেলা—হাওড়া

"সম্পাদকীয় নিবেদন"

কলিযুগ পাবনাবতার করুণাপারাবার প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীপাদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীচরণানুগ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রবর শ্রীলোকানন্দাচার্য্য বিবিধ দুর্বাসনা নিপীড়িত কলিহত দুর্গত মাদৃশ ভবরোগ গ্রস্ত জীবের কল্যাণ সাধনে শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানাপুরাণ হইতে ভক্তি মহিমা প্রতিপাদক সারভূত পদ্যাবলী পর্য্যায় ক্রমে গ্রথিত, সুখসেব্য, পরমোপাদেয় "শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অতি নিগূঢ় পরতত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনার এক অসামান্য সমুজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়াছেন।

নিখিল শাস্ত্র নিষ্ণাত পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ লোকানন্দাচার্য্য "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" ইহা সম্যগ্ উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রাপ্তির পরমোপায়-স্বরূপ স্বাভীষ্ট ভাবময় শ্রীখণ্ডেশ্বর শ্রীলনরহরি ঠাকুর মহাশয়ের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ কোটি কোটি ভক্তগণ অন্তরদৃষ্টি ও বহিদৃষ্টির দ্বারা যে তত্ত্বকে নিঃসন্দেহে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা মাদৃশ জীবের গোচরীভূত করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার এই "শ্রীভগবদ্ভক্তি সার সমুচ্চয়" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরগত প্রাণ ভক্তগণ সবিশেষ অনুভব করিবেন। এই গ্রন্থ পাঠে

অভক্তগণের ভক্তির উদয় ও ভক্তি জিজ্ঞাসুর ভক্তি জিজ্ঞাসা, তত্ত্ব বিদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নিরসন হইবে এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উপাসকের চিত্তে এক অভিনব আনন্দাতিরেক উদ্দীপন করিবে নিঃসন্দেহ।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অষ্টম বিরচনে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন, ইহার প্রথম বিরচনে ভজনীয় নির্ণয় প্রসঙ্গে বিবিধ পুরাণাদির প্রমাণ সহ কলিযুগোপাস্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরতত্ত্বের প্রতিপাদন। দ্বিতীয়ে ভক্তিনির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের বিশদ বিবরণ। তৃতীয়ে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় প্রসঙ্গে গুরুসেবা, শরণাগতি, কীদৃশ গুরু আশ্রয়ণীয় প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণাবলীর সমাবেশ। চতুর্থে সর্ব্বসাধ্য পরম মঙ্গল শ্রীভগবন্নাম মহিমা। পঞ্চমে শ্রীভগবদ্ ভক্তি সাধন ব্যপদেশে ভাগবতগণের লক্ষণ। ষষ্ঠে শ্রীভগবৎ সেবায় বিধি পূর্ব্বক দ্রব্যাদি অর্পণ বিধান প্রসঙ্গে মহাপ্রসাদের মহিমা। সপ্তমে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে পণ্ডিতগণের বৈমুখ্যতা ও বৈষ্ণব বিদ্বেষের আলোচনা। অষ্টমে সর্ব্বধর্ম্মের সাধ্য বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকীর সন্নিবেশে শ্রীগ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। কলিযুগোপাস্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অগণিত পার্ষদ তাঁহারা ভবরোগগ্রস্ত অবিদ্যাপিত্ত দূষিত জীবের কল্যাণে সিতোপম কত কত মহার্ঘ্য বস্তুতে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার কতটুকুই বা আমাদের নয়ন গোচর হইয়াছে, "শ্রীশ্রীভগবদ্-ভক্তিসার সমুচ্চয়" গ্রন্থখানি কলেবরে নাতি দীর্ঘ হইলেও গুরুত্বে অতি বিশাল। গ্রন্থকার সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া পরতত্ত্ব সম্বন্ধে গুরুতর বিষয় সমূহের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন,

একত্র এইরূপ সুচারু মীমাংসা প্রায়শঃ লক্ষিত হয় না। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ যে সমস্ত কোমল শ্রদ্ধজন কলিযুগোপাস্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের পরতত্ত্বে বিবিধ বাদবিবাদে সন্দিহান বশতঃ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়, তাদৃশজনের রক্ষার্থে ইহা অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ একদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের হৃদয়ক্ষেত্র সর্ব্বদাই এই প্রেমের ঠাকুরের প্রেমরসে অভিসিক্ত ছিল, কিন্তু কুটিলাগতি কালপ্রবাহে প্রতি ঘরে ঘরে নিত্য নূতন ভগবান্ আবির্ভাবের ফলে ধর্ম্ম পিপাসু নরনারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া অধিকাধিক সংখ্যাই বিপথগামী হইতেছে, তাদৃশজনের উপকারার্থে দীনজনের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অপর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে নীলাচল ধামে শ্রীভাগবতগণের সভায় শ্রীমৎনরহরি মুখবিনিঃসৃত "শ্রীভক্তি-চন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থও ইনি প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ গোপালদাস কৃত শ্রীনরহরি শাখানির্ণয় গ্রন্থে এই রূপ কথিত আছে—

"দিগ্বিজয়ী নাম কবি ঠাকুরের শাখা।
লোকানন্দাচার্য্য নাম পণ্ডিতে করি লেখা॥
শ্রীগৌরাঙ্গে কহে মোর এই কীর্ত্তি হয়।
যে মোরে জিনিবে তারে করিব আশ্রয়॥
ঠাকুরের স্থানে তেঁহো হইলা পরাজয়।
নীলাচলে কৈলা তাঁর চরণ আশ্রয়॥

ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থ যাঁহার।
গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত পুরাণে ব্যাখ্যা তাঁর॥"

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাই যে, শ্রীগুরুচরণে নিষ্ঠাবতী শ্রীশ্রীরাধা গিরিধারী সেবাপ্রাণা শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীমান্ হরিদাস সাহার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী জ্যোৎস্না মাতা শ্রীগ্রন্থের মুদ্রণার্থে ১৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের রাতুল চরণে তাহার বিমলা মতি হউক।

উপসংহারে নিবেদন এইযে দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করা যে অতীব গুরুতর কার্য্য তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং গ্রন্থমধ্যে ভ্রম প্রমাদাদি অতি স্বাভাবিক। স্বতঃপাবনী ভাগবতী গাথায়ও মলিনজনের হস্ত স্পর্শে কিছু মালিন্য সংক্রামিত হয় তাহা সকলেরই অনুভূত। কেননা সংস্পর্শ দোষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের পাদপদ্মের মধুপগণ কণ্টকাদি হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগ্রন্থের গুরুগম্ভীর ভাবমধু আস্বাদন করিলে এদীনের পরিশ্রম স্বার্থক হইবে এই মনে করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু গৌর গোবিন্দের চরণে স্বাভাবিকী ভক্তি প্রার্থনা করি। শ্রীগ্রন্থ আস্বাদনে কোন মহানুভব যৎকিঞ্চিৎও আনন্দ পাইলে তাহা শ্রীগুরুদেবের কৃপাই জানিবেন। আর ভূল ত্রুটি যাহা ঘটিয়াছে তাহা বিষয়াবলাসী জীব আমারই ইতি—

শ্রীগুরুদাস দাসাভাস হরিভক্তদাস
বৃন্দাবন, মথুরা।

—ঃ বিষয় সূচী ঃ—

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মঙ্গলাচরণ	১
২। গ্রন্থকারের শ্রীগুরু বন্দনা	২
৩। শ্রীভগবদ্ভক্তের বন্দনা	২
৪। গ্রন্থ প্রণয়ণের প্রয়োজন	৩
৫। ভক্তিসার সমুচ্চয়ের অর্থ	৪
৬। অনন্যাভক্তিলভ্য পরমপুরুষ	৬
৭। পুরাণাদি প্রমাণিত ভজনীয় তত্ত্ব	৭
৮। ভক্তি নির্ণয়	২৬
৯। শ্রীগুরু চরণাশ্রয়	৩৫
১০। শ্রীনাম মাহাত্ম্য	৫০
১১। শ্রীভগবদ্ভজন ও ভাগবত লক্ষণ	৬৫
১২। মহাপ্রসাদ মহিমা	৯৩
১৩। শ্রীকৃষ্ণবৈষ্ণব বৈমুখ্যের নিনাদ	১০৪
১৪। বৈরাগ্য নির্ণয়	১১৬
১৫। শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোক	১২৮

* শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তি *

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

প্রথমং বিরচনম্

অথ ভজনীয় নির্ণয়ম্

* মঙ্গলাচরণম্ *

১। অমল কমল বক্ত্রং গৌরমম্ভোজনেত্রং
মধুর মধুর হাসং চারুকন্দর্পবেশম্।
সুরনরমুনিবন্দ্যং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
কলিত নটন শক্তিং তং ভজে প্রেমমূর্ত্তিম্॥

প্রথম বিরচন

অথ ভজনীয় নির্ণয়

সংসার ক্লেশনাশায় প্রেমভক্তি প্রদায়িনে।
শ্রীমতে গুরুদাসায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

* মঙ্গলাচরণ *

যাঁহার মৃদুমন্দ মধুর হাস্য সমন্বিত শুভ্র কমলোপম মুখমণ্ডলে শোনাব্জ প্রতিম নয়ন-যুগল সুশোভিত, যিনি কন্দর্পের ন্যায় মনোহরণকারী বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া প্রতি গৃহে গৃহে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনানন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য শক্তিকে প্রকটন করিয়াছেন, দেব মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক যাঁহার শ্রীচরণ-যুগল বন্দিত, আমি সেই প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভজন করি॥ ১॥

অথ তাবদ্ভগবদ্ভজনে গুরুরেবেষ্টদেবো বিশেষত-স্তচ্চরণপ্রসাদাৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশম-পূর্ব্বক ভক্তি-প্রবোধকাশেষ-বিশেষতত্ত্ব-সিদ্ধান্তরচনাচরণং প্রকাশতে ইত্যালোচ্য তদাশ্রয়ণমাহ—

২। অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽহং জ্ঞানার্ণব সুধাকরম্।
আশ্রয়ে শ্রীনরহরিং শ্রীগুরুং দীনবৎসলম্॥

তদাশ্রয়ণাঙ্গ ব্যবহরণমাহ—

৩। বন্দে ভক্তপদদ্বন্দ্বং সর্ব্ববিঘ্ননিবারকম্।
যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ লোকাঃ সদ্যঃ পুণন্তি চ॥

অনন্তর এই ভগবদ্ভজন মার্গে শ্রীগুরুদেবই ইষ্টদেব। বিশেষতঃ শ্রীগুরুচরণ কৃপায় সকল বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক ভক্তি প্রাপ্তির উপযোগী সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তরাজি এবং তাঁহার আদেশ পালন প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহের গুরুত্ব অনুভব করতঃ সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয়কে বলিতেছেন—যিনি পারাবার বিহীন জ্ঞান সমুদ্রের চন্দ্রমা স্বরূপ, যিনি মাদৃশ জীবের প্রতি নিরতিশয় কৃপালু, অজ্ঞান তিমিরে নেত্র বিহীন আমি সেই শ্রীগুরুদেব শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীচরণ কমলের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি॥ ২॥

শ্রীগুরুচরণ আশ্রয়ের অঙ্গভূত সদাচার বলিতেছেন—যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই মনুষ্যগণ সমূহ পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়, নিখিল বিঘ্নবিনাশক ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণযুগলকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ৩॥

ইদানীং পরিহারযাচন পূর্ব্বকং স্বপ্রয়োজনমাহ—

৪ । ক্ষম্যতাং ভগবদ্ভক্তা জিজ্ঞাসূনাং বিনোচ্যতে ।
লোকানন্দেন ভগবদ্ভক্তি-সার সমুচ্চয়ঃ ॥

নন্ জিজ্ঞাসুভিঃ পুনঃ কথমত্র যত্নঃ কার্য্যো যাবৎ শ্রীভাগবতাদি নানাপুরাণানি সন্তি তেষামবলোকনে যত্নবন্তো ভবিষ্যন্তি ইত্যত্রাহ—

৫ । দুর্ব্বাসনাসক্তি বিমূঢ়বুদ্ধয়ো নানাপুরাণ শ্রবণেক্ষণালসাঃ ।
জিজ্ঞাসবঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ কুর্ব্বন্তি যত্নং পরমত্র সাধবঃ ॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার অনৌচিত্য কর্ম্মের মার্জ্জনা প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বীয় প্রয়োজন বলিতেছেন— জিজ্ঞাসা ব্যতীত সাভিপ্রেত বিষয়ের নিরূপণ যুক্তিযুক্ত নহে একারণ গ্রন্থকার প্রার্থনা সহকারে বলিতেছেন— হে ভগবদ্ভক্তগণ ! আপনাদের জিজ্ঞাসা না থাকিলেও তথাপি লোকানন্দাচার্য্য আমার দ্বারা এই শ্রীভগবদ্ ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছে আপনারা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, আমি আপনাদের ক্ষমার পাত্র ॥ ৪ ॥

যদি বল ভক্তি জিজ্ঞাসু আমরা এই "শ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়" গ্রন্থে আদর করিব কেন ? যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত ও নানা-পুরাণাদি গ্রন্থ জগতে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন, সুতরাং সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়নে যত্নবান্ হইব ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

যাঁহারা সাংসারিক কুটুম্বভরণাদিতে ব্যাপৃত হইয়া বিবিধ দুর্ব্বাসনায় নিপীড়িত ও আত্মজ্ঞানহীন, এবং নানা পুরাণাদি শ্রবণ, দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে অলস বা অক্ষম অথচ শ্রীকৃষ্ণচরণ কম-

তত্র ভক্তিসার সমুচ্চয় শব্দস্যার্থমাচষ্টে—

শ্রীভাগবতাদি নানা পুরাণস্থ ভক্তি প্রবোধকানি সারভূত পঞ্চ-রূপ বচনানি শাকপার্থিবাদিনা মধ্যপদলোপঃ লক্ষণয়া ভক্তিসার শব্দেন ভক্তিবোধকসার পঞ্চরূপবচনান্যুচ্যতে। তেষাং সমুচ্চয়ঃ একত্রীকরণং যত্রেত্যন্বয়ঃ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তিঃ কিন্নামোচ্যতে আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং ভক্তিঃ। আরাধনা চ গৌরব প্রীতিহেতুক্রিয়া। গৌরবঞ্চ সভয়াদরে বর্ত্ততে। প্রীতিঃ সানুরাগস্নেহে বর্ত্ততে। গৌরবত্বেন যুক্তাপ্রীতিঃ শাকপার্থিবাদিস্তস্যাঃ জনকং কর্ম্মেত্যর্থঃ। তদপি শ্রবণকীর্ত্তনাদীতি বক্ষ্যামঃ। তত্র তাবৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্বাদারাধ্যত্বমুপপন্নমিতি তদেব দর্শয়িতুমাদিপুরুষনির্ণয়মাহ শ্রীশুক-বাক্যেন—

লের ভজনাদি জানিতে প্রবল বাসনা, সেই সদাশয় ব্যক্তিগণ মৎ-গ্রথিত এই "শ্রীভগবদ্ ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ" গ্রন্থে অবশ্যই আদর বুদ্ধি করিবেন ॥ ৫ ॥

এক্ষণে ভক্তিসার সমুচ্চয় শব্দের অর্থ বলিতেছেন—শ্রীমদ্-ভাগবতাদি নানা পুরাণ হইতে ভক্তি মহিমা প্রতিপাদক সারভূত পঞ্চরূপ রচনা সমূহের একত্র সংগ্রহার্থ গৃহীত যে গ্রন্থ তাহাই ভক্তি সার সমুচ্চয় শব্দে অভিহিত।

ভক্তিসার সমুচ্চয়ের অর্থ বলিয়া ভগবদ্ভক্তির অর্থ বলি-তেছেন—ভগবদ্ভক্তি কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে-ছেন ভগবৎ স্বরূপে আরাধ্যত্বরূপে যে জ্ঞান তাহাই ভগবদ্ভক্তি নামে কথিত। এবং গৌরব প্রীতিময় অনুষ্ঠান বিশেষ কর্ম্ম আরা-

৬। সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ভাঃ-১।২ ২৩

অস্যার্থঃ—একঃ শ্রেষ্ঠঃ পরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেঃ গুণাঃ তৈ র্যুক্তঃ সন্ অস্য জগতঃ স্থিত্যাদয়ে, স্থিতি সৃষ্টি প্রলয় নিমিত্তং হরির্বিষ্ণুঃ বিরিঞ্চিব্রহ্মা হরো মহেশ ইতি সংজ্ঞাত্রয়ং ধত্তে। স এব পরঃ পুরুষঃ সত্ত্বযুক্তঃ সন্ বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ সর্ব্বজীবকল্যাণ দায়কঃ বিষ্ণু-রূপী জায়তে, এবং রজোযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তমোযুক্তঃ সংহর্ত্তা হরো ভবতি ॥ ৬ ॥

ধনা। আর ভয়ের সহিত আদরকে গৌরব বলে। এবং অনুরাগযুক্ত স্নেহকে প্রীতি বলা হয়। সুতরাং গৌরব প্রযুক্ত প্রীতিময় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান বিশেষ কর্ম্মই সেই প্রীতির জনক। তাহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। উত্তর গ্রন্থে তাহাই বলা হইবে। অতএব যাঁহা হইতে কোন শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই তাঁহারই আরাধ্যত্ব প্রতিপন্ন হইবে এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্বের নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের বাক্য দ্বারা বিচার প্রদর্শন করিতেছেন—যিনি একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব, যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণে যুক্ত হইয়া নিখিল বিশ্বের স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ এই তিন নামে অভি-হিত হইয়া থাকেন। সেই পরম পুরুষ সত্ত্বগুণ যুক্ত হইয়া সর্ব্ব জীবের কল্যাণ দায়ক স্বরূপে বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন, এবং তিনিই

এবং সর্ব্বগুণাতীতোঽনাদি যাদৃশঃ পরমপুরুষো যেন বা লভ্যতে ইত্যেতদ্দর্শয়িতুমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

৭। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।। গীঃ ৮।২২

অস্যার্থঃ—সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্যা নিরপেক্ষা প্রেমলক্ষণা একা ভক্তিস্তয়ৈব উপলভ্যঃ। এবং ভক্তচেতসি স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি বাক্যার্থঃ। এবং তস্যৈকভক্তিলভ্যত্বাৎ যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈরিত্যাদি বচনপ্রামাণ্যেন সংকীর্ত্তনযজ্ঞৈঃ গৌরকৃষ্ণস্য যজনীয়ত্বাচ্চোক্তবাক্যৈকবাক্যতয়া শ্রীচৈতন্য এব পরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ।। ৭ ।।

রজোগুণ যুক্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে, এবং তমোগুণে যুক্ত হইয়া সমস্ত ভূতের সংহার কর্ত্তা হইয়া থাকেন ।। ৬ ।।

এই প্রকার যিনি সর্ব্বগুণাতীত অনাদির আদি তিনিই পরম পুরুষ, তাঁহাকে যে সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবদ্বাক্যে বর্ণন করিতেছেন—সেই পরম পুরুষ একমাত্র নিরপেক্ষ প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই উপলভ্য। এবম্বিধ লব্ধপ্রেম ভক্তচিত্তে শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব সেই পরম পুরুষ একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিলভ্য হওয়ায় কলিযুগে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা পরম পুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা শ্রীগৌর কৃষ্ণের আরাধনা বিধেয়। সুতরাং পরম পুরুষ প্রেমলক্ষণা ভক্তিলভ্য, এবং সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞও প্রেমলক্ষণান্বিত হওয়ায় এই উভয়বিধ বাক্যের একবাক্যতা হেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই

ননু তাবচ্চৈতন্যস্য জ্ঞানরূপ স্বরূপত্বাৎ একভক্তি লভ্যত্বং কথমুপপদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ উত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠবর্ণনে—

৮। যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাৎ যোগিচিন্ত্যো জনার্দ্দনঃ।
চৈতন্যবপুরাস্তে বৈ সান্দ্রানন্দাত্মকঃ প্রভুঃ ।।

অথ শ্রীজগন্নাথাবির্ভাবে উত্তরে

৯। যঃ শেতে যোগনিদ্রান্তামানয়ন্ পুরুষোত্তমঃ।
স মূলং জগতামাদিস্তস্য লোমানি যানি বৈ ।।

১০। তানি কল্পদ্রুমস্থানি শঙ্খচক্রাঙ্কিতানি বৈ।
তন্মধ্যস্থোঽপ্যয়ং বৃক্ষশ্চৈতন্যাধিষ্ঠিতঃ পুরা ।।

১১। স্বয়মুৎপতিতঃ সিন্ধোঃ সলিলে সারপৌরুষঃ।
ভোগান্ ভোক্তুং ত্রিলোকস্থান্ দারুবর্ষ্মা জনার্দ্দনঃ ।।

পরম পুরুষ বলিয়া অভিহিত। তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তন প্রধান প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে লাভ করা যায়। নিখিল জীব তাঁহার অন্তরে অবস্থান করিতেছে, তিনিই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।৭।।

যদি বল চৈতন্য তো কেবল জ্ঞান স্বরূপ, সুতরাং সেই জ্ঞান স্বরূপের প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে লাভ হয় ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডস্থ বৈকুণ্ঠ বর্ণনের বচন দর্শন করাইতেছেন যে বৈকুণ্ঠে যোগীগণের ধ্যেয় সাক্ষাৎ যোগেশ্বর নিবিড়ানন্দ-ঘনাত্মক চৈতন্য বিগ্রহে প্রভু জনার্দ্দন সতত বিরাজিত আছেন।। ৮ ।।

অনন্তর শ্রীজগন্নাথ আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যিনি

এতেন চৈতন্যনামা শ্রীবিগ্রহোভগবান্নস্তীতি বাক্যার্থঃ। এতৎ স্পষ্টয়তি বৃহন্নারদীয়ে নারদ বাক্যেন—

১২ । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদ্যা যস্যাংশা লোক সাধকাঃ
তমাদিদেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ।।

চিদ্রূপমিতি গুপ্তমত্বাৎ চৈতন্যস্য চিদিতি পর্য্যায়শব্দোল্লেখ : রূপ-শব্দোঽত্র নাম্নিবর্ত্ততে "রূপং মূর্ত্ত্যভিধানয়োরিত্যভিধানপ্রামাণ্যাৎ" এবং

স্বয়ং যোগনিদ্রা অবলম্বনে শায়িত রহিয়াছেন, যিনি জগতের মূল বা আদি কারন। যিনি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ, যাঁহার লোমাবলী শঙ্খ চক্র চিহ্নিত কল্পদ্রুম স্থানীয়, সেই কল্পবৃক্ষের মধ্যস্থিত ব্রহ্মরূপী পরম পুরুষ শ্রীজনার্দ্দনই চৈতন্যাধিষ্ঠিত এই দারুময় বিগ্রহ। তিনিই পুরাকালে ত্রিলোকস্থ ভোগ অর্থাৎ ভক্তগণের প্রেমমধু আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং প্রলয় জলধিতে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৯।১০।১১ ॥

অতএব যিনি চৈতন্যরূপী শ্রীবিগ্রহধারী তিনিই স্বয়ং ভগবান্ এই প্রমাণ বাক্যে অবগত হওয়া যায়, বৃহৎ নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদের বাক্যে ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ আদি লোকপালগণ যাঁহার অংশ স্বরূপ, পরম বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপী সেই আদি দেবকে আমি ভজন করি ।। ১২ ।।

চিদ্রূপ ইহা অতিশয় রহস্যময় বা গোপনীয়তম বলিয়া "চৈতন্য চিৎ" এই পর্য্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, "রূপ" নামেই

চৈতন্যনামানমাদিদেবং ভজ ইত্যন্বয়ঃ। স এব আদিপুরুষো ভগবান্ চৈতন্যঃ কলৌ শচীগর্ভে প্রাদুর্বভূবেত্যেতৎ দর্শয়িতুং ব্রবীতি বায়ুপুরাণে ভগবদ্বাক্যম্—

১৩। দিবিজা ভূবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।।

তথা বামনপুরাণে—

১৪। কলি ঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ।।

বিদ্যমান্ থাকে। কেননা রূপ শব্দের অর্থই মূর্ত্তি ও নাম। ইহা অভিধান লব্ধ অর্থ। সুতরাং এই পর্য্যায় বাচী শব্দে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রতীতি উক্ত নামে সুস্পষ্ট। আমি সেই শ্রীচৈতন্য নামক আদি দেবকে ভজন করি, উপরোক্ত বাক্যের এইরূপ অন্বয়। সেই প্রসিদ্ধ আদি পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগে শ্রীশচী-দেবীর গর্ভে আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত বায়ু পুরাণের ভগবদ্বাক্যকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন—'হে দেবগণ! তোমরা অতি সত্বর ভক্তরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রকট হও, আমি কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের আরম্ভে শ্রীশচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভাব হইব'।। ১৩ ।।

বামন পুরাণেও এইরূপ কথিত আছে–হে নারদ কলিযুগে লোক সমূহ সমস্ত আচার বর্জ্জিত ও মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর-তম প্রকৃতি হইবে। আমি শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের সমূহ দুঃখ মোচন করিব।। ১৪ ।।

১৫। আনন্দাশ্রু কলারোম হর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্॥

তথা নারদীয়ে—

১৬। অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

তথা ভবিষ্যপুরাণে—

১৭। শঙ্কর গ্রাহগ্রস্তং হি ভক্তিযোগমহং পুনঃ।
কলৌ সন্ন্যাসিরূপেণ বিতরামি চরামি চ॥

তথা শান্তিপর্ব্বণি দানধর্ম্মে—

১৮। সুবর্ণোবর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ॥

হে তপোধন কলিযুগে সকল লোক আনন্দ অশ্রু কলায় পূর্ণ হইয়া পুলকিত শরীরে সন্ন্যাসীরূপী আমাকে দর্শন করিবে॥ ১৫।

শ্রীনারদ পুরাণে এইরূপ উক্তি আছে—"হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমিই কলিকালে নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ ভগবদ্ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোক সমূহকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিব"॥ ১৬॥

ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত আছে আমি কলিযুগে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদরূপী কুম্ভীর কবলিত ভক্তিযোগকে পুনরায় কলিজীবে প্রদান করতঃ সন্ন্যাসি স্বরূপে ক্ষিতিতলে বিচরণ করিব॥ ১৭॥

মহাভারতস্থ দানধর্ম্মে বর্ণিত আছে-সুবর্ণবর্ণ=স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপ আছে বলিয়া ইনি সুবর্ণবর্ণ। হেমাঙ্গ=যাঁহার বর্ণা-

তথা মৎস্যপুরাণে—

১৯। শুদ্ধো গৌর সুদীর্ঘাঙ্গ স্ত্রস্রোতস্তীর-সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনাগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥

ইতি গ্রন্থবাহুল্যাদপরং ন লিখিতমিতি। এবং শচীগর্ভে প্রাদুর্ভূতস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য তত্ত্বার্থং দর্শয়িতুমাহ শ্রীনরহরিদাস বাক্যেন-

---

ধিষ্ঠান অঙ্গসমূহ হেম প্রতিম স্পৃহনীয় অতএব হেমাঙ্গ। বরাঙ্গ=যিনি সমূহ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ তিনি বরাঙ্গী। চন্দনাঙ্গদী=যাঁহার বাহুভূষণ অঙ্গদ দ্বয়ই চন্দন, ইহাকে চন্দনাঙ্গদী বলা হয়। সন্ন্যাসকৃৎ=যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। শম=শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম তত্ত্বের সমালোচনার নাম শম। শান্ত=শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে উপরতের নাম শান্ত। নিষ্ঠা=শ্রীহরি কীর্ত্তন প্রধান ভক্তি সমূহের নিরন্তর অনুষ্ঠানই নিষ্ঠা। শান্তি=যাঁহার দ্বারা ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণ প্রশমিত হইয়াছে,তাহার নাম শান্তি। পরায়ণ=মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের পরম আশ্রয় যিনি, তাঁহার নামই পরায়ণ। অর্থাৎ মহাভারতে তিনি সুবর্ণ বর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ শম, শান্ত, নিষ্ঠা ও পরায়ণ এই নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

মৎস্যপুরাণে কথিত আছে—আমি কলিযুগে বিশুদ্ধ তপ্ত-হেমোপম কান্তিতে তথা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল বিগ্রহে গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইয়া পতিত জীবের প্রতি কৃপার্দ্রচিত্ত বশতঃ সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিব ॥ ১৯ ॥

এই প্রকার বহু প্রমাণ বিদ্যমান্ সত্ত্বেও গ্রন্থের বিস্তার ভয়ে

২০। চৈতন্যং ভক্তিনৈপুণ্যং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
দ্বয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে ॥

তথা তন্নামমাহাত্ম্যং দর্শয়িতুমাহ নারদবাক্যেন ব্রহ্মরহস্যে—

২১। কৃষ্ণচৈতন্য ইত্যেতৎ নাম্নাং মুখ্যতমং প্রভোঃ।
হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্বনাম-ফলং লভেৎ ॥

তথা বিষ্ণুযামলে—

২২। কৃষ্ণচৈতন্য নাম্না যে কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।
নানাপরাধযুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ ॥

উল্লেখ করিলাম না। এক্ষণে শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধুতে উদিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্বার্থ প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীনরহরি দাসের বাক্য উল্লেখ করিতেছেন—জ্ঞান এবং ভক্তিনৈপুণ্য ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং চৈতন্য ও ভক্তি নিপুণতা এই দুইয়ের একত্র অভিব্যক্তি বশতঃ জগতে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মরহস্যে শ্রীনারদবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের মাহাত্ম্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমস্ত নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম। যে কোন ব্যক্তি মাত্র একবার সেও শ্রদ্ধা সহকারে নহে, অবহেলা করিয়াও, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের উচ্চারণ করিলে তাঁহারা সমস্ত নামোচ্চারণের ফল লাভ করিবে, কোন সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

বিষ্ণু যামলে উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা একবার এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের সঙ্কীর্ত্তন করেন, বিবিধ অপরাধে অপরাধী হইলেও তাঁহারা নিখিল জগৎকে পবিত্র করিতে সমর্থ হন ॥ ২২ ॥

স এব ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যঃ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞৈরারাধনীয় ইত্যেতৎ দর্শয়িতুমাহ শ্রীমদ্ভাগবতে রাজোবাচ—

২৩। কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥ ১১।৫।১৯

শ্রীকরভাজন উবাচ—

২৪। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ১১।৫।২০

২৫। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু-র্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড-কমণ্ডলূ॥ ১১।৫।২১

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই কলিযুগে একমাত্র সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হয়েন,এই প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে প্রমাণিত করিতেছেন শ্রীনিমি মহারাজ বলিলেন—ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে কোন্ বর্ণে ও কীদৃশ আকৃতি বিশিষ্টরূপে কোন্ নামে কোন্ বিধি অনুসারে মানবগণের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন॥ ২৩॥

শ্রীকর ভাজন বলিলেন—হে রাজন্! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি বিবিধ নাম এবং আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুসারে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন॥২৪॥

সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমাল্য, দণ্ড ও কমণ্ডলূ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী বেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন॥ ২৫॥

২৬। মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ ১১।৫।২২

২৭। হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে॥ ১১।৫।২৩

২৮। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ ১১।৫। ৪

২৯। তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১১।৫।২৫

৩০। বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপি-র্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥ ১১।৫।২৬

সেই কালে শান্ত বৈরভাব রহিত সমদর্শী মানবগণ শম, দম ও ধ্যানযোগে শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন॥ ২৬॥

সত্যযুগের ভগবান্ হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই সমস্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ২৭॥

ত্রেতাযুগে ভগবান্ চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ-মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, বেদত্রয় প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন॥ ২৮॥

সেইকালে বেদজ্ঞ ধার্ম্মিক মানবগণ বেদত্রয় বিহিত কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্ববেদময় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ৩০॥

৩১ । দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ।। ১১।৫।২৭

৩২ । তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্ ।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ।। ১১।৫।২৮

৩৩ । নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ । ১১।৫।২৯

৩৪ । নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ।। ১১।৫।৩০

৩৫ । ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ।। ১১।৫।৩১

দ্বাপরযুগে শ্রীভগবান্ পীতবাস চক্রাদি নিজ অস্ত্র সমূহ শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ।। ৩১ ।।

হে রাজন্ ! সেই সময় তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মানবগণ ছত্র, চামর প্রভৃতি মহারাজ লক্ষণযুক্ত সেই পরম পুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসারে পূজা করিয়া থাকেন ।। ৩২ ।।

হে ভগবন্ ! বাসুদেব রূপী আপনাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণরূপী আপনাকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নরূপী আপনাকে নমস্কার, এবং অনিরুদ্ধরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি । হে দেব ! বিশ্বেশ্বর, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, বিশ্বমূর্তি, নারায়ণ ঋষি সংজ্ঞক মহাপুরুষরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি ।। ৩৩।৩১ ।।

হে রাজন ! দ্বাপর যুগে এবম্বিধ মানবগণ শ্রীজগদীশ্বরের

৬। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। ১১।৫ ৩২

অস্যার্থঃ—সুমেধসো জনাঃ কৃষ্ণবর্ণং যজ্ঞৈঃ যজন্তি, তৎ পূজাং কুর্ব্বন্তি। যজ্ঞৈঃ কৈঃ বিশিষ্টৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তনস্বরূপৈঃ ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণবর্ণং ইতি কৃষ্ণ ইতি স্বরূপোবর্ণোঽক্ষরং যত্র স তথা বর্ণোযশোঽক্ষরে বর্ণে ইত্যভিধানাদ্বর্ণশব্দোঽক্ষরে বর্ত্ততে। এতাবতা কৃষ্ণচৈতন্যনামানমিত্যন্বয়ঃ। তং কিং বিশিষ্টং ত্বিষাকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্ অত্র উজ্জ্বলশব্দেন তেজ উচ্যতে গ্রন্থাধিক্যাৎ এবং তেজসঃ শুক্লত্বং দৃশ্যতে তৎকথমুপপদ্যতে উচ্যতে তেজসো গৌরবর্ণত্বং দৃশ্যতে, "রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে" ইতি

আরাধনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি নানাতন্ত্র বিধানানুসারে কলি-যুগের আরাধ্য আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।। ৩৫ ।।

সুমেধা ব্যক্তিগণ কলিকালে কৃষ্ণবর্ণ ভগবানের যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিবেন। যজ্ঞ বলিতে সঙ্কীর্ত্তন স্বরূপ যজ্ঞের দ্বারাই অর্চ্চনা করিবেন। কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণ এই দুইটি অক্ষর যাঁহার নামে বিদ্যমান্ তিনিই কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্। যেহেতু বর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষর ও যশ, সুতরাং অভিধানের প্রমাণে বর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষর অবগত হওয়া যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট তিনিই উপাস্যরূপে প্রতিপাদিত হইলেন। আর উজ্জ্বল শব্দে তেজকেও বোঝায়। যেহেতু তেজের শুক্লত্ব প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যানে কিরূপে সম্বন্ধ হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—তেজের গৌরবর্ণ অর্থও সুপ্রসিদ্ধ। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মস্তুতিতে "রবিকর-গৌরবরাম্বরং দধানে।"

করশব্দস্য তেজোবাচকত্বাৎ। যদ্বা ত্বিষা তেজসা অকৃষ্ণং গৌরমিতি যাবৎ। নন্থ অকার প্রশ্লেষোঽত্র কথং জ্ঞায়তে, অকৃষ্ণশব্দেন গৌরো বা কথং লভ্যতে, উচ্যতে—"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু-র্জটিলোবল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদণ্ড কমণ্ডলূ"॥ ইত্যনেন সত্যে শুক্লবর্ণ উক্তঃ। "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্-স্রুবাদ্যুপলক্ষিতঃ"॥ এতেন ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণো ভগবানুক্তঃ। "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ"॥ ইত্যাদিভির্দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উক্তঃ। ততঃ পারিশেষ্যাৎ "শুক্লরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত," ইত্যত্র পীতগ্রহণেনাকারো

এই বাক্যে কর শব্দ তেজ অর্থে গৃহীত হইয়াছে। অথবা "ত্বিষা অকৃষ্ণ" অর্থাৎ কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ, অর্থাৎ গৌরবর্ণ। যদি বল ত্বিষাকৃষ্ণ অর্থাৎ ত্বিষা-অকৃষ্ণ ইতি ত্বিষাকৃষ্ণ এই অকারের প্রশ্লেষ, এবং অকৃষ্ণ শব্দের অর্থ গৌরবর্ণই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কল বসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলূ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী বেশে অবতীর্ণ হয়েন"। এই শ্লোকে যিনি সত্য-যুগের ভগবান্ তিনি শুক্লবর্ণ হইবেন। "ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ মেখলাযুক্ত, পিঙ্গল কেশ বিশিষ্ট, বেদত্রয় প্রতি পাদিত বিগ্রহ, স্রুক্ স্রুবাদি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন"। ইহাতে ত্রেতাযুগে শ্রীভগবানের রক্তবর্ণত্ব কথিত হইল। "দ্বাপর যুগের শ্রীভগবান্ পীতবসন চক্রাদি স্বীয় অস্ত্র সমূহ শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পদ্যে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত হইল। অতঃ

তথা চ যজনবিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপমাহ—

৩৭। শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতম্।

লভ্যতে তদ্বাক্যৈকবাক্যতয়া চ অকৃষ্ণশব্দেন গৌর উচ্যতে। এবং গৌর-বর্ণস্যাতিগুপ্ততমত্বাচ্ছদ্মছলেন ভগবতা ব্যাসদেবেন অকৃষ্ণশব্দো দর্শিতঃ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং সাঙ্গেতি অঙ্গশব্দেন শিব বিরিঞ্চি শেষাদয়ো গৃহ্যন্তে, উপাঙ্গশব্দেন নারদগরুড়াদয়ঃ গৃহ্যন্তে, অস্ত্রশব্দেন সুদর্শনাদয়ঃ, পার্ষদা নন্দোপানন্দাদয়ঃ এতৈঃ সার্দ্ধং গৌরবর্ণং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং যজন্তীত্যন্বয়ঃ। হি শব্দো নিশ্চয়ে ॥ ৩৬ ॥

পর পারিশেষ্য ন্যায়ে শুক্লবর্ণ রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ, এই বাক্যে পীতবর্ণের উল্লেখ হওয়ায় পীতবর্ণের গ্রহণের নিমিত্ত অকারের প্রশ্লেষ করা হইয়াছে,সুতরাং উপর্যুক্ত বাক্যের সমতা রক্ষার নিমিত্ত অকৃষ্ণ শব্দে গৌর বর্ণকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ গৌরবর্ণ অতিশয় গোপনীয় বলিয়া ভগবান্ বেদব্যাস ছলেতে অকৃষ্ণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং সুমেধাগণ কলিযুগে সাঙ্গোপাঙ্গ শিব, বিরিঞ্চি, অনন্ত দেবাদি এবং নারদ গরুড়াদি, অস্ত্র সুদর্শনাদি, পার্ষদ নন্দ উপনন্দাদির সহিত সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা গৌরবর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবশ্যই পূজা করিয়া থাকেন ।। ৩৬ ।।

এবং অর্চ্চনার বিধানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—যাঁহার মনোহর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র প্রতিম দেদীপ্যমান্, যাঁহার কেশ-কলাপ মুক্তামালায় অদ্ভুত রীতিতে নিবদ্ধ। যিনি অগুরু চন্দনোপম মনোজ্ঞ চিত্র বসন পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ দিব্যমাল্যে

নৃত্যাবেশ রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যাকনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ।

অপরং যজনানুষ্ঠানং গ্রন্থগৌরবভয়াৎ ন লিখিতমিতি। তত্র যজনাঙ্গ-ভূতনমস্কারমাহ দ্বাভ্যাম্—

৩৮ । ধেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ।। ১১।৫ ৩৭

অস্যার্থঃ—হে মহাপুরুষ! মহাংশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি মহাপুরুষঃ সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। হে প্রণতপাল প্রণতান্ পালয়তীতি প্রণতপাল তে তব চরণারবিন্দং বন্দে প্রণমামি। কিং বিশিষ্টং সদা ধেয়ং সর্ব্বৈঃ সদা চিন্তনীয়মিতি।। ৩৮ ।।

সুশোভিত, যিনি কন্দর্পতুল্য অতি মনোহর আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া নৃত্যাবেশে মধুর রসের প্রবর্ত্তন করিতেছেন, এবং পার্ষদগণ কর্ত্তৃক যিনি সদা সংসেব্যমান্, আমি সেই গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভজনা করি।। ৩৭ ।।

গ্রন্থের বিস্তার ভয়ে পূজাবিধি পৃথক্‌রূপে লিখিলেন না, তন্মধ্যে পূজাঙ্গভূত নমস্কারকে শ্লোকদ্বয়ে দেখাইতেছেন, হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ! হে প্রণতজন পালক! আপনার শ্রীচরণারবিন্দের ধ্যানে সংসার দুঃখ বিনাশ হয়, এবং সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে, আপনার পাদপদ্ম গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয় স্বরূপ, অথবা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিরাজমান্, এবং শিব ও ব্রহ্মা অথবা শ্রীঅদ্বৈত

৩৯ । ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ।। ১১।৫।৩৪

অস্যার্থঃ—হে ধর্ম্মিষ্ঠ ! সর্ব্বযুগ ধর্ম্ম প্রকাশক ! হে আর্য্য সর্ব্বসদাচার প্রবর্ত্তক ! ভবান্ বচসা বাঙ্মাত্রেণ এব অনায়াসসাধ্যেনেতি যাবৎ, যদ্ যস্মাৎ অরণ্যং দুর্ব্বাসনাবদ্ধ সংসারবহির্ভূততামগাৎ কিং কৃত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা সর্ব্বৈরতিশয়েন দুস্ত্যজং দেবানামীপ্সিতং প্রার্থনীয়ং রাজ্যং ত্রৈলোক্যং তেষামধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীঃ তাং তন্নাম্নীং স্ত্রিয়ং দয়িতয়েপ্সিতং দয়িতা প্রেমলক্ষণা ভক্তিস্তয়া নাশয়িতুমীপ্সিতং মায়ামৃগং মায়ৈব মৃগস্তম্ অন্বধাবৎ দূরীকৃতবান্ তৎ তস্মাৎ হে মহাপুরুষ ! তে চরণার-বিন্দং বন্দে ইতি ।। ৩৯ ।।

আচার্য্যও শ্রীহরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক স্তুত। আশ্রিত জনের বা আশ্রয়-যোগ্য ভক্তমাত্রের দুঃখ নাশক। এবং সংসার সাগরোত্তীর্ণ হইবার তরণি স্বরূপ, নিরন্তর ধ্যান যোগ্য আপনার সেই পাদপদ্মের আমি বন্দনা করি ।। ৩৮ ।।

হে সর্ব্বযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ! হে সর্ব্বসদাচার প্রবর্ত্তক ! আপনি দেবতাগণের প্রার্থনীয় ত্রৈলোক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে দুর্ব্বাসনা-সক্ত সংসার বহির্ভূত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা জীবের মায়া অন্বেষণ দূর করিয়াছেন, হে মহাপুরুষ আমি আপনার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি ।। ৩৯ ।।

কিঞ্চ—

৪০ । কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি ।
দারুব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ ।।

গরুড় পুরাণে পদ্ম পুরাণে চ—

৪১ । নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।।

৪২ । ভাস্বৎ কল্পদ্রুমূলোদ্‌গত কমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতো যঃ
তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদর বিসরদ-সংখ্যাত রত্নাভিষিক্তঃ ।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ
পায়ান্নঃ পায়সাদো নব নব নবনীতা মৃতাশীবশীশঃ ।।

অপর কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত-এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নীলাচলে দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সমীপে গৌরবর্ণ সন্যাসী স্বরূপে অবস্থান করিবেন ।। ৪০ ।।

গরুড় পুরাণে এবং পদ্ম পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীনামই চিন্তামণি অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টদাতা, যেহেতু শ্রীনাম চৈতন্য রস স্বরূপ, পূর্ণ-অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ-মায়াসম্বন্ধ শূন্য এবং নিত্যমুক্ত, কৃষ্ণস্বরূপ, নাম ও নামী অভিন্ন অর্থাৎ একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নাম ও নামী এই দুইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ।। ৪১ ।।

যিনি নিরতিশয় দীপ্তিমান্ কল্পবৃক্ষের মূলোদ্‌গত কমলের উজ্জ্বল কর্ণিকায় শোভিত হইয়া কল্পবৃক্ষস্থিত সর্ব্বতঃ বিসরণশীল পদ্মের অসংখ্য রত্নের দ্বারা নিয়ত অভিষিক্ত হইতেছেন, যিনি তপ্ত হোমোপম স্বীয় অঙ্গ জ্যোতিতে নিখিল বিশ্বকে প্রোদ্দীপিত করতঃ

এবং বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোৎকর্ষমাহ শ্রীনরহরিদাস বাক্যেন—

৪৩। একোদেবঃ সহজ করুণঃ শ্রীকলৌ দ্বাপরে বা
গৌরঃ শ্যামঃ প্রকৃতি মধুরো যদ্যপি ক্লেশহন্তা।
তত্রাপ্যুচ্চৈ র্মধুর মধুর প্রেম বিস্তারকারী
প্রেমারামঃ প্রকট করুণঃ শ্রীশচীনন্দনোঽয়ম্ ॥

অসৌ ভগবান্ দ্বাপরে শ্যামরূপেণ গোপীজনোদ্ধবাদৌ প্রেমকারুণ্যাদিকং প্রকাশিতবান্। কলিযুগে তাবৎ স্বয়মেবাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণিষু

নিত্য নব নব ক্ষীর, নবনীত ও অমৃতাদি ভোজন করিতেছেন, লোকপালাদির সহিত অগণিত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বশীভূত, সেই বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীবাসুদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

এই প্রকার শ্রীনরহরি দাসের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন—যদিও শ্রীকালি ও দ্বাপরে গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণের অসাম্যাতিশয় ভগবান্ সাতিশয় কৃপালু স্বাভাবিক মধুর ও ত্রিতাপ দহনকারী অভিন্ন দেবতা। তথাপি প্রেমের মূর্ত্তি এই শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরি উন্নতোজ্জ্বল রস স্বভক্তি সম্পৎ প্রদানের নিমিত্ত এই শ্রীকলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪৩

দ্বাপরযুগে সেই প্রসিদ্ধ শ্যামবর্ণের ভগবান্ শ্রীরাধিকাদি গোপবালা এবং শ্রীউদ্ধবাদি ভক্ত প্রমুখে প্রেম কারুণ্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভগবান্ কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল প্রাণীকে নির্বিচারে প্রেম কারুণ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং প্রেম প্রদানাদি গুণের সাতিশয় অভিব্যক্তি বশতঃ গৌরস্বরূপের উদার চরিতত্বই প্রতিপন্ন হইল।

প্রেমকারুণ্যাদি প্রকাশক ইতি প্রকটগুণোদারচরিত্বমুপপন্নমিত্যর্থঃ। অত-এবাত্রাবতারে প্রেমলোভাৎ সর্ব্বাবতারসেবকা অবতীর্ণা ইতি তত্ত্ববেদিভি র্বিজ্ঞেয়ম্, অতএব সর্ব্বৈঃ কলিযুগে জন্ম প্রার্থ্যতে ইত্যাহ—

৪৩। কৃতাদিষু প্রজা রাজন্! কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ॥ ১১।৫।৩৮

এবং তপো যজ্ঞ পরিচর্য্যা সঙ্কীর্ত্তন স্বরূপ যজ্ঞানাং চতুর্যুগধর্ম্মানাং শুক্লরক্তশ্যামগৌরানামিষ্টদেবত্বস্বরসাৎ সঙ্কীর্ত্তন-স্বরূপস্য কলিযুগযজ্ঞস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবেষ্টদেব ইতি তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা যঃ সঙ্কীর্ত্তনেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

---

এই অবতারে সর্ব্ব অবতারের সেবকবৃন্দ প্রেম প্রাপ্তির লোভে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা তত্ত্বজ্ঞেতা মনীষিগণ সবিশেষ অবগত আছেন। এই নিমিত্ত সত্যাদি যুগত্রয়ের প্রজাগণ সকলে কলিযুগে জন্ম লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা এই শ্লোকে দেখাইতেছেন—হে রাজন্! সত্যাদি যুগত্রয়ের প্রজাগণ তাঁহারা এই কলিযুগে জন্ম লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। যেহেতু কলিযুগে জাত প্রজাবৃন্দ নারায়ণ পরায়ণ হইবেন॥ ৪৪।

এই প্রকার সত্যযুগের ধ্যানরূপী তপস্যা, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা ও কলিযুগের সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ, ইহা চতুর্যুগের ধর্ম্ম। এবং সত্যযুগের ভগবান্ শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগের ভগবান্ রক্তবর্ণ, দ্বাপরের ভগবান্ শ্যামবর্ণ এবং কলিযুগের শ্রীভগবান্ পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ ভগবান্ প্রকরণ বলে স্বাভিপ্রেত ইষ্টদেব হওয়ায় সঙ্কীর্ত্তন স্বরূপ কলিযুগ যজ্ঞের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই একমাত্র যুগোপাস্য ইষ্টদেব। এই প্রকার যথার্থরূপে অনুভব করিয়া যিনি সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা

মারাধয়তি তস্য প্রেমভক্তিঃ সিদ্ধত্যেবান্যথারাধনেন তস্মাৎ চ্যুতো ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

৪৫। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চাবন্তি তে॥ গীঃ ৯।২৪

ইদানীং প্রকরণার্থং সঙ্কলয়তি—

৪৬। শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ গৌর দেহঃ শ্রীমচ্ছচীসুতঃ।
অন্যে তস্যাবতারাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ শতশঃ ক্রমাৎ॥

অস্যার্থঃ—যে জনা যস্য যজ্ঞস্য যদ্রূপোঽহমীশ্বর ইতি তত্ত্বেন জ্ঞাত্বা তেন যজ্ঞেন মাং ভজন্তি তেষাং তৎসিদ্ধত্যেবান্যথারাধনে তস্মাৎ চ্যবন্তি ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সংকীর্ত্তনেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এবারাধনীয় ইতি বাক্যার্থঃ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করেন। তাঁহার অচিরেই প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা আচরণে কলিযুগোপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—যে যে যজ্ঞ সেই সেই যজ্ঞ দেবতা রূপে আমিই ভোক্তা, ফলদাতারূপে আমিই প্রভু, যাহারা এই প্রকার যথার্থ অনুভব করিয়া সেই সেই যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ দেবতা আমার পূজা করে, তাহাদের সেই সেই বিষয়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার আরাধনায় তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিতে হইবে। তদ্রূপই একমাত্র সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা কলিযুগোপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ইতি তাৎপর্যার্থ॥ ৪৫ ॥

৪৭। ভজনীয়ঃ প্রযত্নেন স চ সর্ব্বসুখাবহঃ।
সর্ব্বেষাং বন্ধুরাত্মা চ তথা প্রিয়তমঃ প্রভুঃ॥
৪৮। যত্র যত্রাবতারে চ ভক্তিঃ কৃষ্ণে প্রসজ্জতে।
যথার্ণবে সরিৎ যাতি তস্মাৎ কৃষ্ণং ভজ প্রভুম্॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভজনীয় নির্ণয়ং নাম প্রথমং বিরচনম্॥১॥

সম্প্রতি প্রকরণার্থের সঙ্কলন করিতেছেন—শ্রীশচীনন্দন ভগবান্ গৌর কৃষ্ণের এই প্রকার আরও শত শত অবতার বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। তাহা ক্রমেতে জানিতে হইবে॥ ৪৬॥

অতএব সর্ব্ব সুখদাতা জীবের একমাত্র বন্ধু, আত্মা তথা প্রিয়তম প্রভু ভগবান্ শ্রীগৌর কৃষ্ণই সকলের সর্ব্ব প্রকারে ভজনীয়॥ ৪৭॥

সমস্ত নদ নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের যে কোন অবতারে ভক্তি উৎপন্ন হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং পরম ভক্তি ভরে প্রভু শ্রীগৌর কৃষ্ণকে ভজন কর॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভজনীয় নির্ণয় নাম প্রথম বিরচন॥ ১॥

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

দ্বিতীয়ং বিরচনম্

অথ ভক্তি নির্ণয়ম্

অথ তাবদ্ভক্তি বিশেষ নির্ণয়ং বক্তুং বিরচনমারভতে। তত্র ভক্তি বিশেষাণাং প্রাধান্যমভিপ্রেত্য তানেব দর্শয়িতুং প্রথমং প্রহ্লাদবচনমাহ দ্বাভ্যাম্—

১। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ৭।৫ ২৩

২। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ৭ ৫ ২৪

অস্যার্থঃ—শ্রবণং তন্নামাদি শব্দানাং স্বোক্তানাং পরোক্তানাং বা শ্রাব্রেণ গ্রহনম্, কীর্ত্তনং—তেষাং স্বয়মুচ্চারণম্, স্মরণং তন্নাম রূপাদীনাং চিন্তনম্। পাদসেবনং পরিচর্য্যা তচ্চ প্রতিমাদৌ। অর্চ্চনং সাধারণং পূজা

দ্বিতীয় বিরচন

অথ ভক্তি নির্ণয়

অনন্তর ভক্তি বিশেষ নির্ণয়ের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় বিরচন আরম্ভ করিতেছেন, তন্মধ্যে বিশেষতঃ নববিধা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া উহা দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের শ্লোকদ্বয়ে বিষয়টি অভিব্যক্ত করিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ-শ্রীভগবন্নামাদি শব্দ সমূহ নিজের উক্ত হোক্ অথবা অপরের উক্ত হোক্

তানেব দর্শয়িতুমাহ ভগীরথং প্রতি শ্রীযমবাক্যেন একাদশভিঃ—

৩। যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা ॥

জলাধারাদিষু। বন্দনং তদাত্মকেন মনসা নমস্কারঃ, দাস্যং কর্ম্মার্পণম্। সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি। আত্মনিবেদনং দেহ সমর্পণম্। যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণ-পালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে,তথা দেহ তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সাত্বব্যবহিতেন চেৎ ভগবতি ভক্তিঃ ক্রিয়তে সাচার্পিতৈব সতী নতু কৃতা পশ্চাৎ সমর্প্যতে, তদুত্তমমধীতং মন্যে, তস্মাৎ গুরোরধীতং শিক্ষিতং বা ন তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ ॥ ১।২ ॥

কর্ণের দ্বারা গ্রহণ। কীর্ত্তন শ্রীভগবন্নামাদি নিজের উচ্চারণ, স্মরণ-শ্রীভগবন্নাম ও রূপাদির চিন্তন, পাদসেবন—প্রতিমাদি উদ্দেশ্যে ছত্র চামরাদি দ্বারা সেবা। অর্চ্চন—জলধারাদিতে সাধারণ পূজা। বন্দন—ভগবদাত্মক মনের দ্বারা নমস্কার, দাস্য—শ্রীভগবানে সমূহ কর্ম্মের অর্পণ, সখ্য—শ্রীভগবানে বিশ্বাসাদি স্থাপন, আত্মনিবেদন—দেহ সমর্পণ। যেমন গৃহস্থের বিক্রীত বা দান করা গো অথবা অশ্বাদির ভরণ বা পালনাদির চিন্তা থাকে না, তদ্রূপ ভক্তের দেহ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া সেই দেহের ভরণ ও পালনাদির চিন্তা বর্জ্জনই আত্মনিবেদন। এই নববিধা ভক্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক যদি অনুষ্ঠিত হয়, পরন্তু অনুষ্ঠিত হইয়া পরে, অর্পণ ইহা নহে। আমি তাহাকে উত্তম অধ্যয়ণ বলিয়া মনে করি। হে পিতঃ আমি কিন্তু এই প্রকার বিদ্যা আমার গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ণ বা শিক্ষা করি নাই। যেহেতু তাঁহার নিকট শ্রীবিষ্ণুভক্তির কিঞ্চিৎও শিক্ষার বিষয় নাই ॥ ১।২ ॥

৪। যোঽর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা।
নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামস-মধ্যমা॥
৫। দেব পূজাপরান্ দৃষ্ট্বা মনুজান্ যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল! সা ভক্তিস্তামসোত্তমা॥
৬। ধনধান্যাদিকং যস্তু প্রার্থয়ন্নর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
শ্রদ্ধয়া পরয়াবিষ্টঃ সা ভক্তী রাজসাধমা॥

সেই নববিধা ভক্তি সমূহের স্বরূপ প্রদর্শনের নিমিত্ত ভগীরথের প্রতি শ্রীযমের একাদশ শ্লোকে তাহা দেখাইতেছেন—হে রাজন্! শ্রবণ কর যে ব্যক্তি অপরকে বিনাশের নিমিত্ত শ্রীহরিকে শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করে, সেই ভক্তি অতিনিকৃষ্ঠা, উহা তামস নামে অভিহিত॥ ৩॥

স্বৈরিণী রমণী যেমন স্বীয় পতিকে কপটতা বুদ্ধিতে সেবা করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি স্বীয় পতি জগন্নাথ শ্রীনারায়ণকে নানা প্রকার কামনা বাসনারূপ কপটতা বুদ্ধিতে সেবা করে, সেই ভক্তি মধ্যম তামসী নামে কথিত॥ ৪॥

হে রাজন্! আরও বলি শোন—যে ব্যক্তি পূজাপরায়ণ অপর ব্যক্তিকে দেখিয়া স্পর্দ্ধা বশতঃ নিজেও শ্রীহরিকে অর্চ্চন করে, সেই ভক্তি উত্তমা তামসী বলিয়া কথিত॥ ৫॥

কিন্তু যে ব্যক্তি ধনধান্যাদির প্রার্থনা পূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা ভরে শ্রীহরির অর্চ্চন করে, সেই ভক্তি রাজস অধমা বলিয়া জানিবে॥ ৬॥

৭। যঃ সর্ব্বলোকবিখ্যাতাং কীর্ত্তিমুদ্দিশ্য মাধবম্।
অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সা বৈ রাজস-মধ্যমা ॥
৮। সালোক্যাদি পদং যস্তু সমুদ্দিশ্যার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
বিজ্ঞেয়া পৃথিবী পাল ! সা ভক্তী রাজসোত্তমা ॥
৯। যস্তু স্বকৃতপাপানাং ক্ষমার্থং পূজয়েদ্ধরিম্।
শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন্ ! সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকাধমা ॥
১০। হরেরিদং প্রিয়মিতি শুশ্রূষাং কুরুতে নরঃ।
জনেষু শ্রদ্ধয়া যুক্তো ভক্তিঃ সাত্ত্বিক-মধ্যমা ॥
১১। বিধিবুদ্ধ্যার্চ্চয়েদ্ যস্তু দাসবচ্চক্র-পাণিনম্।
ভক্তীনাং প্রবরা জ্ঞেয়া সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বলোক বিখ্যাত যশোলাভের নিমিত্ত পরম ভক্তি সহকারে শ্রীমাধবের পূজা করে, তাহার সেই ভক্তিকে রাজস মধ্যম বলা হয় ॥৭॥

কিন্তু যে ব্যক্তি সালোক্যাদি পদের সম্যক্ লাভের নিমিত্ত শ্রীহরিকে পূজা করে, হে রাজন্ ! সেই ভক্তিকে উত্তম রাজস বলিয়া জানিবে ॥৮॥

হে রাজন্ ! কিন্তু যে ব্যক্তি স্বকৃত পাপ সমূহের ক্ষালনের নিমিত্ত পরম প্রীতির সহিত শ্রীহরির পূজা করে, সেই ভক্তি অধম সাত্ত্বিক নামে কথিত হয় ॥৯॥

যে ব্যক্তি প্রতি জীবে সম্মান প্রদর্শন করতঃ শ্রীভগবানের ইহা প্রিয় এই বোধে শ্রীহরির সেবা করে, সেই ভক্তিকে মধ্যম সাত্ত্বিক বলা হয় ॥১০॥

কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্র তত্ত্ব নিশ্চয় করতঃ নিজেকে শ্রীহরির

১২। নারায়ণস্য মহিমা কিঞ্চিচ্ছ্রুত্বা চ যো নরঃ
তন্ময়ত্বেন সংতুষ্টঃ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ।।

১৩। এবং দশবিধা ভক্তিঃ সংসার-ক্লেশহারিণী।
তত্রাপি সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদা ।।

এবং সামান্যতো ভক্তিলক্ষণমুক্ত্বা বিশেষতোভক্তিঃ সর্ব্বৈরেবালক্ষ্য ইত্যাহ—

১৪। পূজাং হসন্তী জপতস্ত্রসন্তী সমাধিযোগস্য বহির্ভবন্তী।
আলিঙ্গনী ক্বাপিজনে নিগূঢ়া সংলক্ষ্যতে কেন চ বিষ্ণুভক্তিঃ ।।

অস্যার্থঃ—কেন বিশিষ্টস্বভাবেন পরমভাগবতেন জনেন নিগূঢ়া বিষ্ণুভক্তি র্লক্ষ্যতে নতু সামান্যেনেতি ভাবঃ ।।১৪।।

দাস রূপে অনুভব করিয়া চক্রপাণি শ্রীহরিকে অর্চ্চন করে, সমস্ত ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ভক্তিকে উত্তম সাত্ত্বিক জানিবে।।১১।।

শ্রীভগবানের যৎকিঞ্চিৎ মহিমা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার সেবাতেই পরমানন্দ লাভ করে, তাহার ভক্তিকে উত্তম সাত্ত্বিক বলা হয় ।।১২।।

এই প্রকার দশবিধ ভক্তির কথা বলা হইল, ইঁহারা প্রত্যেকেই সংসার দুঃখ বিনাশ করেন, কিন্তু তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভক্তিই সকল কর্ম্মের ফল প্রদানে সমর্থ ।।১৩।।

এই প্রকার সামান্যরূপে ভক্তির লক্ষণ বলিয়া বিশেষতঃ শ্রীবিষ্ণুভক্তি সকলেরই অলক্ষ্য বা অজ্ঞেয় ইহাই বলিতেছেন—এই শ্রীবিষ্ণুভক্তি পূজার অনুষ্ঠান দেখিয়া হাস্য করেন, মন্ত্রাদি জপরত ব্যক্তিকে দেখিয়া ভীতি প্রাপ্ত হন, অষ্টাঙ্গ সমাধি পরায়ণ ব্যক্তিকে

ব্যতিরেকেন নিন্দামাহ—

১৫। হরিভক্তিবিহীনস্য দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লৌহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥

এবং ভক্তিযোগিনো গরীয়স্ত্বং দর্শয়িতুমাহ ভগবদ্বচনেন দ্বাভ্যাম্—

১৬। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ গীঃ৬।৪৬

অস্যার্থঃ—স লৌহকারস্য ভস্ত্রাচর্ম্মকোষঃ তদ্বদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

সর্ব্বেভ্যো যোগী অধিকো মতঃ সম্মতঃ তত্র পারিশেষ্যাদ্ যোগি-শব্দেন ভক্তিযোগী উচ্যতে, হে অর্জ্জুন ! ত্বং যোগী ভব ॥১৬॥

দেখিয়া বাহিরে পলায়ন করেন, এবং কোন কোন বিশিষ্ট ভক্তে নিগূঢ়া বিষ্ণুভক্তি আলিঙ্গিত অর্থাৎ গুপ্তভাবে বিরাজমানা থাকেন, অতি বিরল ব্যক্তিই শ্রীবিষ্ণুভক্তিকে জানিতে পারেন। অতএব বিশিষ্ট পরম ভাগবতই রহস্যময়ী বিষ্ণু ভক্তিকে জানিতে পারেন, সাধারণ জনের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুভক্তি সর্ব্বদাই দুর্জ্ঞেয় ॥১৪॥

ব্যতিরেকমুখে ভক্তি বিহীন ব্যক্তির নিন্দা করিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুভক্তি বিহীন জনের দিন সমূহ কর্ম্মকারের ভস্ত্রার (যাঁতার) নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় বৃথা অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত্যুর তুল্য। অর্থাৎ কর্ম্মকারের ভস্ত্রার তুল্য তাহার জীবন ॥১৫॥

এই প্রকার ভক্তিমান্ যোগীই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের শ্লোকদ্বয়ে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন—হে অর্জ্জুন ! আমার মতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি

১৭। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥গীঃ৬।৪৭

এবং ভক্তের্দুর্লভত্বং দর্শয়ন্নুপসংহরতি ত্রিভিঃ—

১৮। রাজন্! পতিগুর্রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বা।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৫।৬ ১৮

এতদেব স্পষ্টয়ন্নাহ-যোগিনাং মধ্যে যঃ শ্রদ্ধাবান মাং ভজতে স মম যুক্ততমঃ যোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। শ্রদ্ধাভজনমেব ভক্তিযোগ ইতি ভাবঃ ॥১৭॥

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ পতিঃ প্রভুঃ গুরুঃ হিতোপদেষ্টা, ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাং দৈবমারাধ্যঃ, পরন্তু প্রেমরসসহিতং ভক্তিযোগং ন দদাতি, স্ম প্রসিদ্ধৌ তস্মাৎ ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা পরমদুর্লভত্বাৎ জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগয়োরিতি সাধূক্তং "তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুনেতি" ॥১৮॥

তপোনিষ্ঠ-সমস্ত তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। এখানে জ্ঞাতব্য এইযে যোগী শব্দে পারিশেষ্য ন্যায়ে ভক্তিমান্ যোগিকেই জানিতে হইবে। ব্রহ্ম উপাসক জ্ঞানী হইতে, তথা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম পরায়ণ সমস্ত কর্ম্মী হইতে ভক্তিমান্ যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ভক্ত যোগী হও ।১৬॥

এই শ্লোকে ভক্ত যোগির শ্রেষ্ঠত্ব আরও স্পষ্ট করিতেছেন—হে অর্জ্জুন! যোগীগণের মধ্যে যিনি আমাতে চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজন করেন, আমার মতে তিনি সমস্ত যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ। সশ্রদ্ধা ভজন নৈপুণ্যই ভক্তিযোগ ॥১৭॥

শ্রীবিষ্ণু ভক্তির দুর্লভত্ব প্রদর্শন করতঃ শ্লোকত্রয়ে এই

এবং স্পষ্টয়ন্নাহ—

১৯। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণ-মনলো যথা ॥ ৩।২৫।৩৩

অস্যার্থঃ-সিদ্ধেঃ মোক্ষাদপি মোক্ষস্য সুখস্বরূপত্বেঽপি ভক্তৌ তদনুভবাদ্ গরীয়স্ত্বং শর্করা তদ্ভোজিনোরিব ॥১৯॥

প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মুক্তি-দাতা ভগবান্ মুকুন্দ পাণ্ডবগণ আপনাদের এবং যাদবগণের প্রভু, হিতোপদেষ্টা, আরাধ্য, সুহৃদৎ ও কুলরক্ষক এবং সময় বিশেষে দূতকার্য্যে আপনাদের কিঙ্করের কার্য্যও করিয়াছেন। শ্রীহরি আপনাদের প্রতি এইরূপ হইলেও ভজনকারী ব্যক্তিকে তিনি মুক্তিই দান করেন, পরন্তু সপ্রেমরস ভক্তিযোগ সহসা দান করেন না। সুতরাং পরম দুর্লভবশতঃ ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ প্রভৃতি হইতে ভক্তিযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম, এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয়সখাকে বলিলেন—"হে অর্জ্জুন তুমি ভক্তযোগী হও", ইহা সমীচীনই হইয়াছে ॥১৮॥

শ্রীকপিলদেবের বচনে পূর্ব্বোক্ত বিষয়কে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুতে অন্য অভিলাষ শূন্যা যে বৃত্তি তাহাই শ্রীভাগবতী ভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানে অনন্যনিষ্ঠা হইলে সেই ভাগবতী বৃত্তি ভক্তি লক্ষণান্বিত হইবে। সেই নিষ্কামা ভক্তি মোক্ষপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মোক্ষপদ সুখস্বরূপ হইলেও তথায় সুখের অনুভব নাই, কিন্তু ভক্তিতে মোক্ষসুখের পরিপূর্ণ অনুভব বিদ্যমান্। যেমন শর্করা ও শর্করা সেবির মধ্যে পার্থক্য

এবং মোক্ষাদ্ভক্তের্গরীয়স্ত্বাদ্ জীবন্মুক্তা অপি ভক্তিং কুর্ব্বন্তীত্যাহ—২০। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ।। ১।৭।১০

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভক্তিনির্ণয়ং নাম দ্বিতীয়ং বিরচনম্ ।।২।।

অস্যার্থঃ—এবং ভক্তেরতিশয়সুখানুভবত্বাৎ জীবন্মুক্তা অপি অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ।।২০।।

বিদ্যমান্ তদ্রূপই মোক্ষপদ ও ভক্তিসুখের মধ্যে পার্থক্য জানিতে হইবে। সেই ভক্তি জঠরানলের ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের ন্যায় অতি শীঘ্র কর্ম্মবন্ধনকে ভস্মীভূত করেন। অতএব মোক্ষ হইতেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ ইহা সহজেই অনুমেয় ।।১৯।।

এইপ্রকারে মোক্ষসুখ হইতেও ভক্তিসুখের শ্রেষ্ঠত্ব হওয়ায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন—আত্মারাম মুনিগণ, এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অতীত, অবিদ্যা গ্রন্থি নির্মুক্ত, তাঁহারাও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির গুণাবলীর এই প্রকারই সর্ব্বাকার্ষণীশক্তি, বস্তু শক্তির স্বভাবই এইরূপ যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও শ্রীহরিতে অহৈতুকী-ভক্তি করিয়া থাকেন। সুতরাং জীবন্মুক্তগণেরও অহৈতুকী ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণুভক্তির সুখাতিরেকত্ব প্রদর্শিত হইল ।।২০।।

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভক্তিনির্ণয় নাম দ্বিতীয় বিরচন ।।২।।

★

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

তৃতীয়ং বিরচনম্

অথ শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ণম্

অথ তাবদ্ভগবদ্ভজনে গুরুরেব প্রধান কারণমিত্যেবদর্শয়িতুমাহ ভগবদ্বাক্যেন—

১। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণ-ধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা

অস্যার্থঃ-যঃ পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা আত্মঘাতী। কিং কৃত্বা নৃদেহং প্রাপ্যেতিভাবঃ। কিং বিশিষ্টং আদ্যং সর্ব্বদেহানাং শ্রেষ্ঠং সুলভং সুখেন প্রাপ্তত্বাৎ, সুদুর্লভং পূর্ব্বকৃত নানাকর্ম্মভিঃ প্রাপ্তব্যত্বাৎ, প্লবং নৌকা-মিব, গুরুকর্ণধারং গুরুঃ কর্ণধারো যত্র তম্ অনুকূলেন বায়ুনা ময়া ঈরিতং প্রেরিতমিতি শ্রবণকীর্ত্তনেত্যাদিনেত্যর্থঃ। তস্মাৎ ভগবদ্ভজনে গুরোঃ প্রধান কারণত্বাৎ অবিনাশিভাবসম্বন্ধাত্তমেবাশ্রয়েদিতি ভাবঃ ॥১॥

তৃতীয় বিরচন

অথ শ্রীগুরুচরণ আশ্রয়

অথ শ্রীভগবৎ ভজন মার্গে শ্রীগুরুদেবই প্রধান কারন। ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন- পূর্ব্বজন্মকৃত বহু পুণ্য বলে অনায়াস লভ্য সংসার সাগরোত্তীর্ণ হইবার তরণি-স্বরূপ প্রাপ্ত মনুষ্যদেহ, এবং সেই দেহ তরণির কর্ণধার স্বয়ং শ্রীগুরু-দেব। তাহাতে আবার মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুকূল

এবং কীদৃশো গুরুরুপাসনীয় ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

২। যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ।। ১১।১০ ৫

এতদেব স্পষ্টয়ন্নাহ—

৩। তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ । ১১।৩।২১

অস্যার্থঃ—যো মামেব অভি সর্ব্বতোভাবেন জানাতীতি মদভিজ্ঞঃ তম্। অহমেব আত্মা যস্য স মদাত্মকং গুরুমুপাসীত আশ্রয়েদিত্যর্থঃ ।।২।।

শাব্দে ভগবদ্ভজন তত্ত্বসিদ্ধান্ত পরে বেদাখ্যে ব্রহ্মণি,পরে চ ভজনীয়ে ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ণাতং পারিনিষ্ঠিতং গুরুং প্রপদ্যেত প্রপন্নো ভবেদিত্যর্থঃ। উপশমো বৈরাগ্যমেব আশ্রয়ো যস্য তমিত্যর্থঃ ।।৩।।

বায়ু, সুতরাং সর্ব্বদেহের শ্রেষ্ঠ সুখলভ্য-দেবদুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ না হয় সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী। অতএব শ্রীভগবদ্ভজনে শ্রীগুরুদেবই প্রধান কারন। তাঁহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য ।।১।।

এবং কিপ্রকার গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ইহা শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা প্রমান করিতেছেন—হে উদ্ধব! সর্ব্বদা মদ্‌গত চিত্ত হইয়া অহিংসা ও যম নিয়মাদি তথা শৌচাদি নিয়মকে ভক্তির অবিরোধে যথাশক্তি পালন করিবে। অনন্তর যমাদির আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বরূপ জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও আমিই যাঁহার আত্মা এবম্বিধ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়গ্রহণ করিবে ।।২।।

তত্র প্রয়োজনমাহ—

৪। তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ ১১।৩।২১

এবং তৎফলমাহ—

৫। ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥ ১১।৩।৩৩

অস্যার্থঃ—তত্র গুরৌ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ তচ্ছিক্ষাং কুর্ব্বীত। গুরুরেব আত্মা দৈবতং সেব্যো যস্য স তথা অমায়য়া মায়ারাহিত্যেন অনুবৃত্ত্যা সেবয়া যৈঃ ধর্ম্মৈঃ হরিস্তুষ্যেৎ সর্ব্বেষামাত্মানং দদাতীতি আত্মদঃ তদ্ অধীনো ভবতীতি যাবৎ॥৪।

পুনরায় ইহাই সুস্পষ্টরূপে বলিতেছেন অতএব পরম কল্যাণের উপায় জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ, ভগবদ্ভজন সিদ্ধান্ত পর বেদাখ্য শাস্ত্রে তথা ভজনীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ অভিজ্ঞ বা নিপুণ অথচ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়াছেন এবম্বিধ লক্ষণ বিশিষ্ট গুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে॥৩॥

শ্রীগুরু চরণ আশ্রয়ের প্রয়োজন বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেবই একমাত্র হিতকারী বান্ধব ও সেব্য, তাঁহাকে শ্রীহরির স্বরূপ জানিয়া নিষ্কপটে সেবা করতঃ যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি সেবকের অধীন হইয়া যান, শ্রীগুরু সন্নিধানে কল্যাণ কামী ব্যক্তি সেই ভাগবত ধর্ম্মকে শিক্ষা করিবে॥৪॥

শ্রীগুরুদেবের সেবা ও শ্রীভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষার ফল বলিতেছেন—শ্রীগুরু চরণে উক্ত ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সেই ভগবদ্-

নন্থ তাবদাচার্য্যস্য বেদপাঠনদ্বারা, পিতুর্জনকত্বাৎ, মাতুর্গর্ভধারণপোষণত্বাচ্চ গুরুত্বমস্তি, তত্র কুত্র ভক্তিঃ কার্য্যেত্যাহ—

৬। গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ।। ৫।৫।১৮

অস্যার্থঃ—মায়াং তরতি কিং কুর্ব্বন্, তদুপায়া ভাগবতধর্ম্মোপায়া ভক্ত্যা নারায়ণপরঃ সন্, অঞ্জঃ সুখেন দুস্তরাং মায়াং তরতি। কিং কুর্ব্বন্ ইত্যনেন প্রকারেণ গুরুসন্নিধানাৎ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ধর্ম্মাশিক্ষাং কুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ ॥৫॥

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুরূপঃ সংসারো যেন তং ততো ভক্তিমার্গোপদেশেন যো ন মোচয়েৎ স গুর্ব্বাদিঃ ন ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

ভজন পরায়ন ব্যক্তি ভাগবত ধর্ম্ম সঞ্জাত ভক্তিবলে অতি সুখেই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥৫॥

যদি বল বেদপাঠ শিক্ষা প্রদানে আচার্য্যদেব গুরু, গর্ভধান করেন এ কারণ পিতাও গুরু, এবং গর্ভে ধারণ ও পালন পোষণ করেন একারণ জননীও প্রসিদ্ধ গুরু। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে জানিলাম শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞানে নিষ্কপটে সেবা ইত্যাদি উক্ত ভক্তি ইঁহাদের মধ্যে কাহার প্রতি করা আবশ্যক ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যিনি মৃত্যুরূপ সংসার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্তি মার্গের উপদেশাদি প্রদান, এবং সংসার হইতে যদি উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে বেদপাঠ শিক্ষা (অথবা

ননু তাবদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ তস্য সাক্ষাৎ সেবয়া ভক্তি র্ভবিষ্যতি তৎকথং ভক্তাশ্রয়ণং কার্য্যমিত্যত্রাহ বৈকুণ্ঠনাথবচনেন—

৭। অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ৯।৪।৬৩

র্ণে মন্ত্র) প্রদান করিলেও তিনি গুরুপদ বাচ্য হইবেন না। গর্ভাধান ও পালন পোষণ করিলেও সেই পিতা মাতা গুরুপদ বাচ্য হইবেন না। এবং স্বজনও স্বজন নহে, দেবতা দেবতা নহে, সেইরূপ পতিও পতি নহেন। অতএব যিনি মৃত্যু সংসার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন তিনিই গুরুপদ বাচ্য। অপর আচার্য্যাদি ইঁহারাও প্রসিদ্ধ গুরু হইলেও লৌকিক, কিন্তু পারমার্থিক গুরু নহেন। সুতরাং সাক্ষাৎ শ্রীহরির স্বরূপ, আত্মা ও প্রিয় বুদ্ধিতে নির্ব্যলীক সেবা এই শাস্ত্রোক্ত বাণীর পর্য্যবসান যিনি জন্ম মৃত্যু প্রবাহে ভাসমান্ অনাদিকালের ত্রিতাপ দগ্ধ জীবকে শ্রীভগবৎ সেবায় নিয়োজনে সমর্থ তিনিই হইবেন জীবের পরম বান্ধব, আত্মা, প্রিয়, গুরু তাঁহার সঙ্গেই জীবের অবিনাশী অচ্ছেদ্য বন্ধন ইহাই এই প্রসঙ্গের মর্ম্মার্থ ।৬।।

যদি বল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র তাঁহার সাক্ষাৎ সেবায় ভক্তিলাভ হইবে। সুতরাং গুরুরূপ ভক্তের আশ্রয় করা কি প্রয়োজন? এই আশঙ্কায় ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বচন বলিতেছেন হে দ্বিজ দুর্বাস! আমি আমার ভক্তের অধীন, সুতরাং আমার কায়িক চেষ্টাদিও ভক্তের ইচ্ছানুরূপ. এবং আমি অসতন্ত্রের ন্যায় অন্যকে বর দানাদি ব্যাপারেও বাচিক সামর্থ্য হ'নী

ননু দেবতান্তরারাধনেন ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ কিং ভক্তৈঃ ইত্যত্রাক্রূরং প্রতি ভগবদ্বচনমাহ—

৮। ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সন্নিষেব্যার্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ॥ ১০।৪৮।৩০

দেবতারাধনাপেক্ষয়া সদ্যঃ ফলত্বাচ্চ সৎসঙ্গ এব শ্রেয়ানিতি মুচুকুন্দ বচনেনাহ—

৯। ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।

অস্যার্থঃ—তস্মাৎ সৎসঙ্গং বিনা ন সদ্যো ভগবদ্ভক্তিরিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥৯॥

এবং মোক্ষাদিতেও যাহাদের স্পৃহা নাই সেই ভক্তগণ আমার হৃদয়কেও বশীভূত করায় মানসিক সঙ্কল্পাদিও রহিত। সুতরাং আমার ভক্তগণের আশ্রিত জনও পর্য্যন্ত যখন আমার প্রিয় তখন ভক্তগণ সম্বন্ধে আমার প্রিয়তার কথা আর কি বলিব।৭।

আর যদিবল অন্য দেবাদির উপাসনায় ভগবান্ লাভ করিব, সুতরাং ভক্ত আরাধনার কি প্রয়োজন? এই সংশয় নিরসনের নিমিত্ত অক্রূরের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য বলিতেছেন—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবগণের পক্ষে ভবাদৃশ মহাভাগ্যবান্ পূজ্যতম ভক্তগণের সেবা নিত্যই করণীয়। তাঁহারা কখনও দেবতাগণের সেবা করিবেন না, কেননা দেবতাগণ স্বকার্য্য সাধন তৎপর, আর আমার ভক্তগণ সর্ব্বদা পরকার্য্য সাধন কুশল। সুতরাং মঙ্গলকামী মানবের দেবতা উপাসনা অপেক্ষা সদ্যফল প্রদ আমার ভক্তগণের সেবা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে॥৮॥

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতি ।। ১০।৫১।৫৪

অতএব সদ্যঃ ফলত্বং স্পষ্টয়তি—

১০। নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ।। ১০।৪৮।৩১

অন্বয়ার্থঃ-এতদ্ভবাপবর্গ ইত্যাদি বাক্যৈকবাক্যতয়া গম্যতে ইতি ভাব।।১০।।

মুচুকুন্দের বাক্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিতেছেন—হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় যখন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় তখনই সেই ব্যক্তির ভাগ্যে সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এইপ্রকার সৎসঙ্গের ফলে তখন সেই ব্যক্তি অন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ভক্তগণের একান্ত আশ্রয় স্বরূপ কার্য্য কারণের নিয়ন্তা আপনাতে তাহার রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আপনার ভক্তগণের সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ অসম্ভব ইহাই মস্মার্থ ।।৯।।

ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ সদ্যফল প্রদত্ব ইহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত করিতেছেন—জলময় তীর্থ, মৃন্ময় ও শিলাময় মূর্তি ইঁহারা যে দেবতা নহে একথা নহে, পরন্তু ভগবদ্ভক্তগণের সহিত ইঁহাদের বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কেননা তীর্থাদিকে বহুকাল সেবা করিলে তবেই চিত্তমল শোধিত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনমাত্রেই জীবের চিত্ত মল শোধন হইয়া যায়। সুতরাং "ভবাপবর্গ" ও "নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি" এই দুই শ্লোক একবাক্যরূপে অবগত হওয়া যায় ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ।।১০।।

১১। বৈষ্ণবাৎ লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা মাং লভতে নরঃ।
তস্মাত্তু বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ কলের্মধ্যে বিশেষতঃ॥
এবং প্রকরণার্থ ভগবদ্বচনমাহ চতুর্ভিঃ—
১২ অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
১৩। সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥ ১।২৬।৩৪

অস্যার্থঃ—যথান্নমেব জীবনমহমেব যথা শরণং ধর্ম্ম এব যথা পরলোকে বিত্তং তথা সন্ত এব অর্ব্বাক্ সংসারে পতনাৎ বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণম্॥১২॥
চক্ষূংষি দুর্লভানি স্থূল সূক্ষ্ম মদ্ভক্তিকর্ত্তব্যতা জ্ঞানানি দিশন্তি সন্তঃ, অর্কঃ পুনঃ সমুত্থিতোঽপি বহিঃ স্থূল ঘটাদিজ্ঞানং জনয়তীত্যর্থ॥১৩॥

এইপ্রকার ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ হইতেই মানবের ভক্তি লাভ হইয়া থাকে, সেই ভক্তি দ্বারাই মানব আমাকে লাভ করিতে পারে। অতএব বিশেষতঃ এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণই বিষ্ণুস্বরূপ॥১১॥

এই প্রকারে প্রকরণের প্রতিপাদিত বিষয় শ্রীভগবানের শ্লোক চতুষ্টয়ে প্রকাশ করিতেছেন—অন্ন যেমন প্রাণিগণের জীবন স্বরূপ, আমিই যেমন আর্ত্তগণের আশ্রয় স্বরূপ, ধর্ম্ম যেমন পরলোকের বিত্ত স্বরূপ, সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তগণই সংসার পতন ভয়ে ভীত পুরুষের একমাত্র সহায় হইয়া থাকেন॥১২॥

আরও বলিতেছেন—সূর্য্যদেব পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তিনি কেবল মানবের বাহিরের স্থূল ঘট পটাদির জ্ঞানোৎপন্ন করাইয়া দেন। আর ভগবদ্ ভক্তগণ অতি দুর্লভ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম

১৪। প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ।।১১।১১।৪৮

১৫। ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজতে সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ।। ১১।১১।৪৭

তস্মাৎ গুরুত্বেন ভগবদ্ভক্তাশ্রয়ণমেব ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তৌ মূলং কারণমতি। অত্র কেচিদাহুঃ গুরুভক্তিরেব কৃষ্ণভক্তিঃ, তস্যাঃ অপৃথগায়াসসাধ্যত্বাৎ। অথ তাবদ্ গুরুভক্তিরেব কিন্নাম, উচ্যতে কায়বাঙ্মনোভিঃ সত্বঃ শক্যাশক্যাবিচারেণাজ্ঞাপ্রতিপালন-পূর্ব্বক গুরুচিত্তবোধনং গুরুভক্তিরিতি। এতদপি শরণাপন্নে সতি ভবতি, তত্র শরণাপন্নস্য লক্ষণমাহ প্রথমতো গুরোর্গোপ্তৃত্বস্বীকারঃ, আনুকূল্যকরণম্, প্রাতিকূল্য পরিত্যাগঃ

আমার ভক্তির কর্ত্তব্যতা বিষয়ে জ্ঞানরূপী চক্ষু প্রদান করেন। সুতরাং সাধুগণই মানবের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, প্রেমাস্পদ। কেবল তাহাই নয়, সাধুগণই ইষ্ট স্বরূপ স্বয়ং আমি ।।১৩।।

হে উদ্ধব! আমি সাধুগণের পরম আশ্রয় স্বরূপ, অতএব ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ জাত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার নিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই। ১৪।

অতএব যিনি একাগ্রচিত্তে ইষ্টাপূর্ত্তি অর্থাৎ পরহিতকর কূপাদিনির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা আমার ভজন করেন, তিনি আমাতে দৃঢ় ভক্তিলাভ করেন সত্যই, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সেবাতেই তাঁহার মৎবিষয়ক স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে ।।১৫।।

অতএব গুরুস্বরূপ ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ অবলম্বনই ভগবৎ ভক্তি লাভের মূল কারণ। কিন্তু এসম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি

সর্ব্বস্বনিঃক্ষেপঃ, তৎপ্রসাদলেশ গ্রহণম্ আত্মনোনিরভিমানিত্বাচরণম্, এতেন সর্ব্বং নিরবদ্যম্। যদ্যেবং ভগবন্নামাদিশ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবনাদিকং কর্ত্তব্যং ন বা ইত্যাশঙ্কে নৈবম্, যতঃ তদাজ্ঞাবশাদেব ভগবৎ পরিচর্য্যা তন্নামাদি শ্রবণ-বৈষ্ণব-সেবাদিকং কর্ত্তব্যমিতি গুরুচিত্তবোধন মুপপন্নম্ ইতি সাধূক্তম্ এবং গুরোঃ সর্ব্বমন্নত্বমাহ ভগবদ্বচনেন—

বলেন—গুরু ভক্তিই কৃষ্ণ ভক্তি, যেহেতু পৃথকরূপে কৃষ্ণভক্তি কষ্ট সাধ্য বলিয়া গুরুভক্তির অন্তঃপাতী কৃষ্ণভক্তি, এবং ইহা অক্লেশে সম্পন্ন হয়, সুতরাং আর পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয় না। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভক্তি বহন করিলে কৃষ্ণভক্তি সম্পন্ন হইয়া যায়! কিন্তু এই প্রকার ভক্তিতে বা সেবায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণানুচর গোস্বামিগণের সমাদর দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ে শ্রীকবিরাজ গোস্বামি বলিয়াছেন—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ"॥ অনন্তর গুরুভক্তি কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক কোন প্রকার বিচার না করিয়া কায় মনঃ ও বাক্যের দ্বারা তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন পূর্ব্বক শ্রীগুরুর সন্তোষ বিধানই গুরুভক্তি। এই প্রকার অনুষ্ঠান শ্রীগুরুচরণে শরণাপন্ন হইলে তবেই সম্ভব হইয়া থাকে। শরণাপন্নের লক্ষণ বলিতেছেন—প্রথমত শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় রক্ষকরূপে অঙ্গীকার। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুকূল্য বিধান, প্রতিকূলতা বর্জ্জন শ্রীগুরুদেবে সর্ব্বস্ব অর্পণ, শ্রীগুরুর প্রসাদের অবশেষ গ্রহণ। তৎ সমীপে নিরভিমানতা আচরণ। এইরূপ আচরণ সর্ব্বপ্রকারেই নির্দোষ জানিতে

১৬। আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১১।১৭।২৭

এবং প্রপঞ্চয়তি—

১৭। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ॥

অস্যার্থঃ—আচার্য্যং গুরুং মাং বিজানীয়াৎ স এবাহমিতি॥১৬॥

হইবে। যদি শ্রীগুরুদেবের সেবা এই প্রকার হয় তাহা হইলে শ্রীভগবন্নামাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পাদসেবনাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে কি না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—এই প্রকার সংশয় হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু শ্রীগুরুদেবের আদেশেই শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যা, ভগবন্নামাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও বৈষ্ণব সেবাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সর্ব্বদা শ্রীগুরুর প্রসন্নতা লাভের কার্য্য একান্ত করনীয়। সুতরাং শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায় ইহা যথার্থই সমীচীন হইয়াছে। অতএব শ্রীগুরুদেবই সর্ব্বদেবময়, ইহা শ্রীভগবদ্বাক্যে প্রমাণ করিতেছেন। হে উদ্ধব! আচার্য্যদেব শ্রীগুরু স্বরূপকে আমার প্রিয়তম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবগত হইবে। কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না। এবং মনুষ্য-বুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবেন না। যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়॥১৬॥

পুনরায় শ্রীগুরু স্বরূপের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মা, গুরুদেব বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, এবং শ্রীগুরুদেবই

গুরৌ প্রসন্নে সতি ফলমাহ—

১৮। প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।

অপ্রসন্নে ফলমাহ—

১৯। হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

পূজাকরণে অমঙ্গল ফলমাহ—

২০। গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদগ্রতো ন তম্।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥

স্বয়ং ভগবান্ পরম ব্রহ্ম, অতএব পূজার পূর্ব্বে প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে সম্যক রূপে পূজা করিবে ॥১৭॥

শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার ফল বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে সাধকের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে, মনীষিগণ এইরূপ বলিয়াছেন ॥১৮॥

শ্রীগুরুদেবের অপ্রসন্নের ফল বলিতেছেন—শ্রীহরি অপ্রসন্ন হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব অপ্রসন্ন হইলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার নিমিত্ত অবহিত থাকিবে ॥১৯॥

শ্রীগুরু পূজা না করিলে অমঙ্গল হয়, তাহার ফল বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিতে যদি কেহ প্রথমে তাঁহার যথোচিত পূজা না করে, তবে সেই ব্যক্তি ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে কীটাদিরূপ দুর্গতিকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার যাবতীয় পূজানুষ্ঠান নিস্ফল হইয়া থাকে ॥২০॥

বিদ্যাদ্যভাবেঽপি স এব পরমেষ্টদেব ইত্যাহ—

২১। অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব তু দৈবতম্।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥

তত্র বিমুখেঽনিষ্টমাহ—

২২। প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স কল্পকোটী নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥

শ্রীগুরুদেবের বিদ্যাদি না থাকিলেও তিনিই ইষ্টদেব, ইহার প্রমাণ দেখাইতেছেন—শ্রীগুরুদেব যদি বিদ্যান্ অথবা অবিদ্যান্ হন তথাপি তিনিই শিষ্যের ইষ্টদেব। অথবা তিনি সৎমার্গে অবস্থান করুন অথবা প্রাক্তনীয় কোন বলবান্ সংস্কার বশতঃ যদি তাঁহাকে সৎমার্গে শিথিল গতি লক্ষিত হয়, তথাপি তিনিই শিষ্যের একমাত্র গতি।(এখানে ইহা জ্ঞাতব্য এই যে,আউল,বাউল,দরবেশ, সহজিয়া, কালাচাঁদী কর্ত্তাভজা প্রভৃতি করিয়া বহু উপসম্প্রদায় আছেন, সেই সম্প্রদায়ের গুরু আশ্রয়ের নিষেধ জানিতে হইবে)। পরন্তু চতুঃসম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত ষড়গোস্বামীর মতাবলম্বি তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে॥২১॥

শ্রীগুরুর প্রতি বিমুখ হইলে তাহার অনিষ্ট ফল বলিতেছেন—যে ব্যক্তি গুরু চরণ আশ্রয় করিয়া মোহ বশতঃ যদি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই নরাধম কোটী কল্পকালের জন্য নরকে গমন করিবে, (তবে ষড় গোস্বামী অননুমোদিত পথচারী আউল, বাউল, সহজিয়া, কালাচাঁদী সম্প্রদায়ের গুরুকে ত্যাগ করিতেই হইবে, ইহা কখনই দোষের নহে)॥২২॥

তৎ সান্নিধৌ ব্যবহারমাহ—

২৩। আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য যস্তিষ্ঠেন্নৈবং পাপমবাপ্নুয়াৎ॥

গুরৌ দূরস্থে নিকটস্থে চ ভোজনব্যবহারমাহ—

২৪। যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্॥

প্রকরণার্থমুপসংহরতি—

শ্রীগুরু সমীপে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইহাই বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেবকে আগমন করিতে দেখিলে সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। গমন কালে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। তদীয় সম্মুখে আসনে বা শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিবে না। কিন্তু তাঁহার অনুমতি বা আদেশ লইয়া উপবেশন আদি করিলে তাহাতে শিষ্যের কোন পাপ ভাগী হইতে হয় না॥২৩॥

শ্রীগুরুদেব দূরে অথবা সমীপে উপস্থিত থাকিলে শিষ্যের ভোজন ব্যবহার বলিতেছেন—স্বপ্রিয় মনোরম অন্নপানীয় প্রভৃতি যাহা কিছু হউক শ্রীভগবানে নিয়মিত রূপে নিবেদন করিয়া তাহা প্রতিদিন শ্রীগুরুদেবে সমর্পণ করিয়া অবশেষে তাহা নিজে ভোজন করিবে॥২৪॥

সম্প্রতি প্রকরণের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—

২৫। মহান্ধকার মধ্যেষু আদিত্যশ্চ প্রকাশকঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধেষু গুরুরেব প্রকাশকঃ॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে গুরুরাশ্রয়ণং নাম তৃতীয়ং বিরচনম্ ॥৩॥

যেমন ঘনঘটা প্রগাঢ় অন্ধকারে সূর্য্যই একমাত্র প্রদীপ স্বরূপ। সেই প্রকার অনাদিকালের অবিদ্যা নিবন্ধন অজ্ঞান অন্ধকারের একমাত্র প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শ্রীগুরুদেবই ॥২৫॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় নাম তৃতীয় বিরচন।

—০—

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

চতুর্থং বিরচনম্

অথ নাম মাহাত্ম্যম্

অথ তাবৎ সর্ব্বধর্ম্মসাধ্যত্বাৎ পরম মঙ্গলরূপং ভগবন্নামৈব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তমমিতি তন্মহিমানং দর্শয়িতুমাহ—

১। নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী-জনঃ॥

২। বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥

চতুর্থ বিরচন

অথ নাম মাহাত্ম্য

অনন্তর সমস্ত ধর্ম্মের একমাত্র সাধ্য পরম মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবন্নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম, সেই নামমহিমা প্রদর্শনের নিমিত্ত এই বিরচনের প্রারম্ভ করতঃ বলিতেছেন—পাতকী ব্যক্তির পাপ বিনাশের নিমিত্ত শ্রীহরির নামে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত হইয়াছে, পাপী ব্যক্তি সেই পরিমাণ পাপাচরণ করিতে সমর্থই হয় না॥১॥

বর্ত্তমান কালোৎপন্ন পাপ, অতীতের সঞ্চিত পাপ এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে যে পাপরাশি, তৎসমুদায় পাপকে শ্রীগোবিন্দের নামরূপী অগ্নি অচিরেই ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন॥২॥

এবং পরমমঙ্গলত্বং দর্শয়তি ত্রিভিঃ—

৩। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মী ভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতক-কোটয়ঃ ।।

৪। গায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণেতি নামমঙ্গলম্।
সর্ব্বত্র মঙ্গলং তেষাং কুতস্তেষামমঙ্গলম্ ।।

সকৃদুচ্চারণেঽপি পরম মঙ্গলমাহ—

৫। মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

অস্যার্থঃ—মধুরমিতি-নরমাত্রমিত্যনেন জাত্যাদ্যপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ।।৫।।

শ্লোকত্রয়ে শ্রীনামের পরম মঙ্গলময়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—হে রাজেন্দ্র! যাঁহার বাক্যে কৃষ্ণ এই পরম মঙ্গলময় নাম বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্যক্তির কোটী কোট মহাপাতক রাশি ভস্মীভূত হইয়া যায় ।।৩।।

সমস্ত বৈষ্ণবগণ পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সর্ব্বত্রই মঙ্গলময় রূপে অনুভূত হয়, সুতরাং তাঁহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? ।।৪।।

শ্রীহরিনাম একবার উচ্চারিত হইলেও পরম মঙ্গল ইহাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণনাম নিখিল মঙ্গলেরও মঙ্গল, মধুর হইতেও অতি সুমধুর, সমগ্র বেদলতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল এবং চৈতন্য স্বরূপ,

এতৎ সদৃশং কিমপি নাস্তীত্যাহ —

৬। ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্॥

৭। ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশং তপঃ।
ন নাম সদৃশা মুক্তি ন নাম সদৃশঃ প্রভুঃ॥

এবং নাম গ্রহণমাত্রেণ ভগবৎপ্রীতি র্জায়তে—

৮। কামাদি গুণ-সংযুক্তা নাম মাত্রৈকবান্ধবাঃ।
প্রীতিং কুর্ব্বন্তি তে পার্থ ন তথাজিতষড্‌গুণাঃ॥
যে গৃহ্ণন্তি হরের্ণাম ত এব জিতষট্‌গুণাঃ॥

হে ভৃগুবর! এই শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাভরে অথবা অবহেলা করিয়াও অধিক বার নহে মাত্র একবার কীর্ত্তন করিলেই জাত্যাদির জন্য কোন অপেক্ষা নাই, মনুষ্য মাত্রকেই নিঃসন্দেহে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সুতরাং মরণ ধর্ম্মশীল জগতে শ্রীকৃষ্ণনামের তুল্য পরমোপকারী পরম মঙ্গলপ্রদ অন্য কোন দ্বিতীয় বান্ধব নাই॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণনামের তুল্য অপর কোন বস্তুও জগতে নাই, তাহাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নামের তুল্য কোন জ্ঞান নাই, শ্রীনামের তুল্য কোন ব্রত নাই, শ্রীনামের সদৃশ কোন ধ্যান নাই, শ্রীনামের তুল্য কোন শ্রেষ্ঠ ফলও জগতে নাই॥৬॥

শ্রীনামের তুল্য কোন ত্যাগ নাই, নামের সদৃশ কোন তপস্যা নাই, নামোপম কোন মুক্তি নাই, শ্রীনামের সমান অন্য কোন সমর্থবান্ প্রভুও নাই॥৭॥

এবং শ্রীভগবানের নাম গ্রহণে শ্রীভগবানে প্রীতি উৎপন্ন

এবং তস্য বিশেষফললাভমাহ—

৯। মম নাম সদাগ্রাহী মম নাম প্রিয় সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন চ মুক্তিঃ কদাচনঃ॥

এবং বিশেষফলমাহ—

১০। শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ! বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥

অস্যার্থঃ—মমেতি অত্র ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা ইতি ॥৯॥

হইয়া থাকে। হে পার্থ! যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি গুণে অত্যাসক্ত অথচ শ্রীভগবন্নাম হইয়াছেন তাঁহাদের একমাত্র বান্ধব, এই কামাদি গুণাসক্ত ব্যক্তি আমার যে প্রকার প্রীতি উৎপাদন করে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আমার সেই প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হয় না। সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কামাদি ষড়্‌গুণকে জয় করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবানই জিতেন্দ্রিয় নামে অভিহিত ॥৮॥

এবং শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষ ফললাভ বলিতেছেন—যাঁহারা আমার নাম সর্ব্বদা গ্রহণ করেন, এবং আমার নাম যাঁহার সর্ব্বদা প্রিয়, আমি তাঁহাকে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহাকে কখনও মুক্তি দান করি না॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ কারীর বিশেষ ফল বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাভরে অথবা অবহেলা করিয়াও আমার নাম গ্রহণ করে, হে পার্থ! তাহাদের নাম আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করে॥১০॥

১১। মানবাঃ যে হরের্নাম সেবন্তে নিত্যমেব চ।
ভক্ত্যা সহ গমিষ্যন্তি যত্র যোগেশ্বরঃ প্রভুঃ॥

এবং রামনাম্নোবিশেষ মহিমানমাহ—

১২। রাম রামেতি রামেতি রাম রামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম-নাম বরাননে॥

এবং নামাদিপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বতীর্থ সম্ভাবনা ভবতীত্যাহ—

১৩। তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথা প্রসঙ্গঃ॥

বিশেষমাহ—

যে সকল মানব ভক্তি সহকারে নিত্যই শ্রীহরিনামের সেবা করেন, তাঁহারা প্রভু যোগেশ্বর যেখানে বিরাজ করেন সেই লোকে গমন করেন॥ ১১॥

এই প্রকার শ্রীরাম নামের বিশেষ মহিমা বলিতেছেন—হে বরাননে পার্ব্বতি! রাম, রাম, রাম, এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়া আমি মনোরম আনন্দ লাভ করি, সেই একটি রাম নামই এক সহস্র বিষ্ণুনাম গ্রহণের তুল্য ফল দানে সমর্থ॥ ১২॥

এবং শ্রীনামাদির প্রসঙ্গে সর্ব্বতীর্থ সমূহেরও আগমন সম্ভব হয়, এখানে তাহাই বলিতেছেন—যেস্থানে সাধুগণের মুখ নিঃসৃত ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের অলোক সামান্য প্রভাবের অনুভূতি মাখা উদার কথার প্রসঙ্গ হয়, তথায় গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থ সমূহ বিরাজ করেন॥ ১৩॥

বিশেষ বলিতেছেন—কলিযুগে আমার নাম স্মরণ মাত্রেই

১৪। মন্নাম স্মরণাৎ কিঞ্চিৎ কলৌ নাস্ত্যেব পাতকম্।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র মে পার্থিব স্থিতিঃ॥

জগন্নাথনাম্নো মহিমানমাহ সপ্তভিঃ বৈদিকতন্ত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্

১৫। পূজয়স্ব জগন্নাথং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
গুহ্যাৎ গুহ্যতরং নাম কীর্ত্তয়স্ব নিরন্তরম্॥

১৬। যস্তু সংকীর্ত্তয়েন্নিত্যং জগন্নাথমতন্দ্রিতঃ।
নির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

বিষ্ণুযামলে কূর্ম্মধ্বজোত্তরণ-প্রস্তাবে মহাদেবং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্—

১৭। জগন্নাথেতি নাম্না যে কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ।
অপরাধশতং তেষাং ক্ষমিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥

সমস্ত পাতক দূরীভূত হইয়া যায়, হে রাজন্! আমার ভক্তগণ যেস্থানে আমার নামাবলীর কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানেই আমার নিত্য স্থিতি অর্থাৎ সেই স্থানেই আমি নিত্য অবস্থান করি॥ ১৪॥

সপ্তশ্লোকে শ্রীজগন্নাথ দেবের নাম মহিমা বর্ণন করিতেছেন—বৈদিক তন্ত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য—হে রাজন্! তুমি সমস্ত শাস্ত্রের অতি গোপনীয় শ্রীজগন্নাথ দেবের পূজা কর। এবং গোপনীয় হইতেও অতি গোপনীয়তর তাঁহার নাম নিরন্তর কীর্ত্তন কর॥ ১৫॥

কিন্তু যিনি আলস্য বিহীন হইয়া নিত্য শ্রীজগন্নাথ এই নামের সঙ্কীর্ত্তন করেন, তিনি সমস্ত পাপ তথা সর্ব্ব বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া পরম পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

বিষ্ণুযামলে কূর্ম্মধ্বজোত্তরণ প্রস্তাবে মহাদেবের প্রতি

ব্রহ্মরহস্যে শূরশর্ম্মব্রাহ্মণং প্রতি নারদবাক্যম্—

১৮। সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু জগন্নাথেতি হেলয়া।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়॥

১৯। সর্ব্বাচারবিহীনোঽপি তাপক্লেশাদি সংযুতঃ।
জগন্নাথং বদন্ বিপ্র! যাতি ব্রহ্মসনাতনম্॥

মেরুতন্ত্রে ব্রহ্মণোনামকীর্ত্তনপ্রস্তাবে বৈষ্ণবান্ প্রতি নারদবাক্যম্—

২০। নাম্নাং মুখ্যতরং বিষ্ণোর্জগন্নাথমুদীরিতম্।
নাতঃ পরতরং নাম ত্রিষু-লোকেষু বিদ্যতে॥

শ্রীভগবদ্বাক্য—হে মহেশ্বর! যে সকল মানব আমার জগন্নাথ নামের কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের শত অপরাধ আমি ক্ষমা করি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই॥ ১৭॥

ব্রহ্মরহস্যে শূরশর্ম্মা ব্রাহ্মণকে নারদ বলিলেন—কিন্তু যে ব্যক্তি অবহেলা করিয়াও মাত্র একবার শ্রীজগন্নাথ নামোচ্চারণ করিবে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ১৮॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারের আচার রহিত, এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপ পীড়িত তথা বিবিধ দুঃখে অভিভূত, হে বিপ্র! সেই ব্যক্তিও শ্রীজগন্নাথ নামোচ্চারণ করিয়া নিত্য শ্রীভগবৎ ধামে গমন করিয়া থাকে॥ ১৯॥

মেরুতন্ত্রে ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন প্রস্তাবে বৈষ্ণবগণকে শ্রীনারদ বলিলেন—শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত নামের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ নামই

২১। ন গঙ্গাস্নানমেতাদৃঙ্ ন কাশীগমনং তথা।
জগন্নাথেতি সঙ্কীর্ত্ত্য নরঃ কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ॥

এবং বিশেষ মহিমানমাহ—

২২। বিষ্ণোর্নামৈব পুংসঃ সমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থান ভোগদ্বিরতিমথগুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতি-জননভ্রান্তি বীজঞ্চ দগ্ধা
সত্যঞ্চানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্॥

খ্যাতির নাম, মুনিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। সুতরাং ত্রিজগতে এইরূপ শ্রেষ্ঠতর নাম আর দ্বিতীয় নাই॥ ২০॥

গঙ্গাস্নান তথা কাশীধামে গমন, ইহা কখনও শ্রীজগন্নাথ নাম কীর্ত্তনের সমতা হইতে পারে না। কেন-না মানব কেবল মাত্র "শ্রীজগন্নাথ" এই নামের সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মুক্তিপদে আরোহন করেন॥ ২১॥

এই প্রকার শ্রীনামের বিশেষ মহিমা বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর নাম পুরুষের নিখিল পাপরাশি বিনাশ করতঃ কোন এক অনির্বচনীয় পুণ্যের উদয় করান, তজ্জন্য সত্যলোকাদির ভোগে স্বাভাবিক বিরক্তি উৎপাদন করেন। এবং শ্রীগুরু পাদপদ্মে ভক্তি উদয় হয়, অনন্তর শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব করতঃ মরজগতে পুনঃ পুনঃ গতাগতি রূপ জন্ম মৃত্যু প্রবাহের ভ্রান্তি বীজের দগ্ধ করিয়া নামাশ্রয়ী পুরুষকে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ নামীর অখণ্ড রসের আনন্দানুভব করাইয়া তবেই শ্রীনাম ক্ষান্ত হয়েন॥ ২২॥

তস্মাৎ গুরুসন্নিধানাৎ কৃষ্ণোপদেশং গৃহীত্বা ভক্তি সাধনং কার্য্য মিতি। নন্বত্র গুরোরুপদেশে কর্ত্তব্যে দক্ষিণাদীক্ষা পুরশ্চরণবিধি নিয়মোঽস্তীতি কথং ন স্যাদিত্যত্রাহ ভগবদ্বাক্যেন—

২৩। আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসাম্
আচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

অতএব শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নাম মন্ত্রাদি উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ। যদিবল শ্রীগুরু উপদেশ গ্রহণের অপেক্ষায় দক্ষিণা, দীক্ষা, পুরশ্চরণ প্রভৃতি বিধি নিয়মও ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং শ্রীনাম গ্রহণে উক্ত বিধি নিয়মাদির অপেক্ষা কেন থাকিবে না? এই আশঙ্কায় শ্রীভগবদ্বাক্যে বলিতেছেন—এই শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দীক্ষার কোনরূপ অপেক্ষা করেন না। দক্ষিণারও অপেক্ষ নাই, সদাচারের অপেক্ষা রাখেন না। কিম্বা পুরশ্চরণের অপেক্ষাও করেন না। কেবলমাত্র রসনায় স্পর্শ মাত্রেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতঃ কোন বিশেষ পুণ্যাত্মা ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এবং অতি মহৎ পাপরাশিকে সমূলে বিনাশ করেন, কেবল বাক্‌শক্তি রহিত ব্যক্তি ভিন্ন চণ্ডাল পর্য্যন্ত জীব মাত্রের পক্ষে সুলভ। এবং মোক্ষ সম্পত্তির বশীকারক॥ ২৩॥

যথা পাদ্মে—

২৪। কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্র সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং ভূপ! স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ॥

এবং স্মরণাদৌ কালদেশাদি নিয়মো নাস্তীত্যত্রাহ ভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাজ্ঞায়া দ্বাভ্যাম্—

২৫। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

শ্রীপদ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে প্রণাম, এই শব্দোচ্চারণ একটি মন্ত্র বিশেষ, এই মন্ত্র পুরুষের সমূহ প্রয়োজনের সাধক। হে রাজন্! এই মন্ত্র জপকারিভক্তের স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে॥ ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণনামের স্মরণাদিতে কাল ও দেশাদির কোন নিয়ম নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা, শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন - হে ভগবন্! ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি বশতঃ জগতে তুমি কৃষ্ণ, গোবিন্দ, জগন্নাথ প্রভৃতি অসংখ্য নামের প্রচার করিয়াছ, এবং সেই শ্রীনামে নিজের সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছ, এবং সেই নাম গ্রহণে স্থানাস্থান, কালাকাল কোন বিধি নিষেধ নাই। হে প্রভো! তোমার এতই করুণা, কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে তোমার কোনও নামেই আমার রুচি জন্মিল না॥ ২৫॥

২৬। ন কাল নিয়মস্তত্র ন দেশ নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধঃ স্যাৎ কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥

ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরতি শুক্রাচার্য্যবাক্যেন—

২৭। মন্ত্রতস্তন্ত্রত শ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ৮।২৩।১৬

২৮। শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ১১।৩।২৭

অস্যার্থঃ—এবং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম কীর্ত্তন শ্রবণাদিনা ভক্তিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ, যস্যপরাধো ন জায়তে ॥ ২৮ ॥

শ্রীহরির নাম গ্রহণে দেশ ও কালের কোন প্রকার বিধি নিষেধ বিহিত হয় নাই। এমনকি উচ্ছিষ্টাদি অশুচি অবস্থাতেও শ্রীহরি নাম গ্রহণে কোন প্রত্যবায় নাই ॥ ২৬ ॥

সম্প্রতি শুক্রাচার্য্যের বাক্যে প্রস্তাবিত বিষয়ের সমাপ্তি করিতেছেন—শ্রীভগবৎ পূজাদিতে মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরাদি ভ্রংশ হইলে, ক্রমের বৈপরীত্য, দেশ, কাল, সৎপাত্র এবং দক্ষিণাদি ও বস্তু হইতে যে কোন ছিদ্র বা ত্রুটি উৎপন্ন হয়, শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন মাত্রেই তৎসমুদায় সম্পূর্ণ বা দোষ শূন্য হইয়া যায় ॥ ২৭ ॥

অচিন্ত্য শক্তিসমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার লীলা ও গুণসমূহের শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে, এইরূপ প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয়

কোঽয়ং নামাপরাধ ইত্যত্রাহ—

২৯। সত্যং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুৎসহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

৩০। গুরোরবজ্ঞা শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥

অস্যার্থঃ—গুরোরবজ্ঞা গুরোরাজ্ঞা চ্ছেদকরণম্। বেদাদি নিন্দনম্। অর্থবাদঃ সকৃদ্ধরিনামকীর্ত্তনে অনেকজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়ো ভবতীতি কিং সংভাব্যতে, ন সর্ব্বপাপক্ষয়করণে শক্তিরস্তীতি মননম্! হরিনাম্নীতি উৎ

হইয়া থাকে। তবে যদি প্রাক্তন অথবা আধুনিক কোন অপরাধ উৎপন্ন না হয়॥ ২৮॥

নামাপরাধ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সাধুগণের নিন্দা করিলে শ্রীনামের নিকট গুরুতর অপরাধ। কারণ সাধুগণ কর্তৃকই জগতে নাম মহিমা প্রকটিত, সুতরাং সাধুগণের নিন্দা শ্রীনাম কেন সহ্য করিবেন। ইহা প্রথম নামাপরাধ। ইহ লোকে যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ ও নাম প্রভৃতিকে পৃথগ্‌রূপে দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরি নামের নিকট অপরাধী। কারণ শিবের নাম ও রূপাদি সকলই শ্রীবিষ্ণুর, তাঁহার স্বতন্ত্র নামাদি নাই। ইহা দ্বিতীয় নামাপরাধ॥ ২৯॥

অথ যমা—

৩১। অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাভয়ম্॥ ১১।১৯।৩৩

প্রসঙ্গান্নিয়মা লিখ্যন্তে—

যত্র সম্বন্ধঃ। কল্পনং চিরকালেন নাম গ্রহণাৎ পাপক্ষয়ো ভবতীতি সম্ভাবনম্। নামবলাৎ পাপবুদ্ধের্জনস্য যমৈঃ দ্বাদশপ্রকারৈঃ ব্রতবিশেষৈঃ শুদ্ধিরস্যাদিত্যর্থঃ ॥৩০॥

অস্যার্থঃ—তস্মান্নামবলাৎ জনঃ পাপবুদ্ধির্ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥৩২॥

শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা অর্থাৎ শ্রীগুরুর আদেশ উলঙ্ঘন, ইহা তৃতীয় নামাপরাধ। বেদাদি ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা ইহা চতুর্থ নামাপরাধ। শ্রীহরিনামে অর্থবাদ কল্পনা। অর্থবাদ অর্থাৎ একবার শ্রীহরিনামের কীর্ত্তনে বহু জন্মের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহা কখনও সম্ভব নহে, সমস্ত পাপ বিনাশের শক্তি হরিনামে নাই,তবে হ্যাঁ বহুদিন পর্য্যন্ত যদি হরিনাম গ্রহণ করা যায় তবেই পাপ নষ্ট হইতে পারে, এই প্রকার মনে করা অর্থবাদ। ইহা পঞ্চম নামাপরাধ। এবং নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া, নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হইলে যম নিয়মাদি দ্বাদশ প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠানেও শুদ্ধি হয় না ইহা ষষ্ঠ নামাপরাধ॥ ৩০॥

অনন্তর যম কাহাকে বলে তাহাই দেখাইতেছেন—অহিংসা, সত্যতা,অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, অসঙ্গ,লজ্জা অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচার্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয় এই দ্বাদশ গুণ যম নামে অভিহিত॥ ৩১॥

৩২। শৌচং জপস্তপোহোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহাতুষ্টিরাচার্য্য সেবনম্॥ ১১।১৯।৩৩

৩৩। ধর্ম্মব্রতত্যাগ হুতাদি সর্ব্ব শুভ ক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥

৩৪। শ্রুত্বাপি নাম মাহাত্ম্যং যঃ প্রীতি রহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

প্রসঙ্গক্রমে নিয়মকে জানাইতেছেন—শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, শ্রীভগবৎ সেবা, তীর্থ ভ্রমণ, পরোপকারের চেষ্টা, সন্তোষ ও গুরুসেবা নিয়ম নামে কথিত। অহিংসাদির অনুষ্ঠানকে যম বলা হয়, এবং শৌচাদিকে নিয়ম, ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন নামবলে পাপে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে এই অনুষ্ঠানও শুদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যের নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই উচিৎ নহে॥ ৩২॥

ধর্ম্ম, ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম সমূহকে শ্রীহরি নামের সহিত সমান জ্ঞান করা, ইহা সপ্তম নামাপরাধ। এবং শ্রদ্ধা বিহীন জনে ও শ্রবণ বিমুখ জনে শ্রীহরিনামাদির উপদেশ করা, ইহা অষ্টম নামাপরাধ॥ ৩৩॥

যে অধম জন নাম মহিমা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধা বিহীন, ইহা নবম নামাপরাধ। আর যে ব্যক্তি কেবল আমি ও আমার এই অহঙ্কারে অতি প্রমত্ত, সেই ব্যক্তি শ্রীহরিনামের নিকট অপরাধী, এই দশবিধ নাম অপরাধের কথা বলা হইল॥ ৩৪॥

নন্থ নামাপরাধযুক্তানাং কেন নিস্তারঃ স্যাদিত্যত্রাহ—

৩৫। নামাপরাধ যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তং প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করাণি চ ॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে নাম মাহাত্ম্যং নাম চতুর্থং বিরচনম্ ॥৪॥

অস্যার্থঃ— তস্মাৎ সর্ব্বতঃ সাবধানেন ব্যবহর্ত্তব্যমিতি বাক্যার্থঃ ॥৩৫॥

আচ্ছা তাহা হইলে নামাপরাধ ব্যক্তির নিস্তার কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন শ্রীনামই নাম অপরাধীর সমস্ত অপরাধ বিনাশ করিয়া থাকেন। ঐ শ্রীনাম নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলে শ্রীনাম তাহাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন। নামী পরম কৃপালু সর্ব্ব সমর্থ হইয়াও নামাপরাধ ক্ষমা করেন না, নামই নামাপরাধ ক্ষমা করেন, সুতরাং নামাপরাধ রূপ মত্ত হস্তীর যাহাতে অভ্যুদয় না হয়, তজ্জন্য সতত সাবধানের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে ॥৩৫॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে নামমাহাত্ম্য নাম চতুর্থ বিরচন ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

পঞ্চমং বিরচনম্

অথ ভগবদ্ভজনস্য ভাগবতস্য চ লক্ষণম্

অথ তাবদ্ ভগবতো ভক্তি সাধন বিরচনমারভতে। তত্র প্রথমতো গুরুমেবাশ্রিতা শ্রদ্ধাযুক্তো ভগবন্তং ভজেদিত্যাহ কবিবাক্যেন—

১। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশত স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১।২।৩৭

পঞ্চম বিরচন

অথ ভগবদ্ভজন ও ভাগবতগণের লক্ষণ।

অনন্তর শ্রীভগবদ্ভক্তি সাধন বিরচন আরম্ভ করিতেছেন—সর্ব্ব প্রথম শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজন করিতে হইবে ইহা শ্রীকবি যোগীন্দ্রের বাক্যে বলিতেছেন ভগবৎ বহির্ম্মুখ জীবের শ্রীভগবানের মায়াবলে তাহার স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে, তাহার ফলে আমি দেহ এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় বশতঃ দ্বিতীয় বস্তু উপাধিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশ হওয়ায় যাবতীয় ভয়ের উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য দেবতা ও প্রিয়তম জ্ঞানে অনন্যা ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিবেন ॥১॥

এবং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং ভজতো ব্যবহরণমাহ—

২। শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গ পাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ১১।২।৩৯

এবং ভগবদনুগ্রহং প্রার্থয়মানং যদা ভগবাননুগৃহ্লাতি যেন ভক্তির্ভবতি তদা পুলকাদিযুক্ততনুর্ভবতি ইতি প্রবুদ্ধবাক্যেনাহ—

৩। স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ১১।৩।৩১

এই প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানকে ভজন করিবে, ইহার ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন—চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও সৎ পরম্পরা প্রসিদ্ধ মঙ্গলময় যে সমস্ত জন্ম কর্ম্মাদি এবং লোকমাত্র গীত অপভ্রংশ ভাষায় নিবদ্ধ গীতাবলী এবং জন্ম কর্ম্মাদি প্রতিপাদক নামাবলীর শ্রবণ এবং নিলজ্জচিত্তে গান করিতে করিতে বিচরণ করিবেন ॥ ২ ॥

এই প্রকার শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে করিতে ভগবান্ যখন ভক্তকে অনুগ্রহ করেন সেইকালে সেই ভক্তের যে প্রকার ভক্তিও দেহে অশ্রু পুলকাদি বিবিধ ভাব সমূহের প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্যে বলিতেছেন- ভগবদ্-ভক্তগণ এই প্রকার সাধন ভক্তি সঞ্জাত প্রেমভক্তি বলে ভক্তগণের অবিদ্যাদি সর্ব্বদোষ হরণকারী শ্রীহরিকে স্মরণ করতঃ পরস্পর

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতামিত্যেবং ভগবদনুগ্রহে সতি তচ্চিন্তনেন ব্রহ্মানন্দসুখানুভবো ভবতীতি প্রবুদ্ধবাক্যেনাহ—

৪। ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যমুং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ১১।৩ ৩১

অস্যার্থঃ—অচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদেবমেবং কুর্ব্বন্তি, কদাচিৎ পরমেত্য নির্বৃতাঃ সন্তঃ এব ব্রহ্মানন্দসুখস্বভাবাৎ সন্তঃ তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তি। কথমেবং গতিমন্বীং প্রযুঙক্তে ইতি তেন নিযুক্তোঽনুভূয় পশ্চাৎ প্রবোধমেত্য তৎ-তূষ্ণীকৃত্য পুনর্মার্গে প্রবর্ত্তন্তে ইত্যেবম্ ॥৪॥

পরস্পরের চিত্তে অভীষ্টের স্মৃতি উদ্দীপিত করাইয়া পুলকিত তনু ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

এবং আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যে ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করেন, তখন সেই ব্যক্তি লোক ব্যবহারে ও কামাকর্ম্মে সিদ্ধ বুদ্ধি বা অনুরাগ পরিত্যাগ করেন। এই প্রকারে ভগবদ্ অনুগ্রহ হইলে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির ব্রহ্মানন্দ সুখানুভব সম্পন্ন হইয়া থাকে, পুনরায় ইহাই প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্যে বলিতেছেন—শ্রীভগবদ্ অনুগৃহীত ব্যক্তি তাঁহারা জাগতিক লোক অপেক্ষা বিলক্ষণ চেষ্টা শীল অবস্থায় নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় পরমানন্দে আপ্লুত অন্তঃকরণ হইয়া কখনও কখনও হাস্য কখনও আনন্দ কখনও বাক্যালাপ কখনও নৃত্য কখনও গীত এবং কখনও বা শ্রীহরির লীলা সমূহের

এবমাচরতো ভগবত্যনুরাগো জায়তে ইত্যাহ কবিবাক্যেন—

৫। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১১।২।৪০

অস্যার্থঃ—এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদিকং ব্রতং চরিতং যস্য সঃ, স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণঃ তস্যনামকীর্ত্ত্যা তৎসঙ্কীর্ত্তনেন জাতানুরাগো যৎকিঞ্চিদনুরাগ-যুক্তো ভবেৎ, তেন দ্রুতচিত্তশ্চ। স্বতন্ত্রোঽপীশ্বরো ভক্তপরাধীন ইত্যুচ্চৈঃ-হসতি, এতাবন্তং কালং তৎসেবাং বিনা বঞ্চিতোঽস্মীতি রোদিতি, এবং বিশিষ্টং ভগবন্তং সর্ব্বে ভজন্তীতি রৌতি শব্দায়তে, জিতং জিতমিতি গায়তি, উন্মত্তবৎ নৃত্যতি চ। লোকবাহ্য ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥৫॥

অভিনয় করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ বা প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্ত ও মৌনভাব অবলম্বন করেন। যদিবল কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়া থাকে, পশ্চাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার ভক্তি-মার্গে প্রবর্ত্তিত হয়েন ॥ ৪ ॥

এই প্রকার সর্ব্ববিলক্ষণ চেষ্টারত ভগবদ্ভক্তের অনুরাগোৎ-পন্ন হইয়া থাকে, ইহার বিবরণ কবিযোগীন্দ্রের বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন—এই প্রকার নিয়মবদ্ধরূপে ভক্তি অঙ্গ সমূহ পালন পূর্ব্বক স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী কীর্ত্তন করিতে যৎকিঞ্চিৎ অনু-রাগযুক্ত ভক্ত ভগবৎ দর্শনোৎকণ্ঠায় বিগলিত হইয়া হে ভগবন্ তুমি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের অধীন, এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাস্য

এবং ভক্তিপ্রাগল্‌ভ্য জনিত তদ্ভাবচিন্তয়া কদাচিত্তে গ্রহ গ্রস্তা-ইব ভবেয়ুরিত্যেবাহ ত্রিভিঃ—

৬। নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎ-পুলকাশ্রুগদ্‌গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ॥ ৭।৭।৩৪

অন্বয়ার্থঃ— যদা কর্ম্মাদীনি নিশম্যাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রু গদ্‌গদং যথা স্যাৎ তথা প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ ॥৬॥

করেন, হে ভগবন্! এতকাল তোমার সেবা না করিয়া আমি বঞ্চিত হইয়াছি, এই বলিয়া সময় সময় রোদন, আবার কখনও বা হে ভগবন্! তুমি অতি বিলক্ষণ আমা ভিন্ন তোমাকে কে না ভজন করে, অর্থাৎ আমি ভিন্ন তোমাকে সকলেই ভজন করে, এই রূপে উচ্চস্বরে চীৎকার, আবার কখনও লীলা বিশেষের আবেশে জিতং জিতং এই বলিয়া গান, এবং কখনও উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। তখন তিনি লোকবাহ্য বিবশ হইয়া যান। অর্থাৎ জনতার হাস্য, প্রশংসা,সম্মান বা অবমানাদিতে লক্ষ্য থাকে না॥৫॥

এই প্রকার ভক্তির আতিশয্যে ভগবৎ চিন্তায় পরমানন্দে আপ্লুত অন্তঃকরণ সেই ভক্তের কখনও কখনও গ্রহ গ্রস্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়, ইহা শ্লোকত্রয়ে অভিব্যক্ত করিতেছেন—স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী শ্রীভগবানের দধি দুগ্ধ চুরি প্রভৃতি কর্ম্মের, ভক্ত বাৎসল্যাদি গুণ, গোবর্দ্ধন ধারণাদি বীর্য্য প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া আনন্দাতিরেক বশতঃ ভক্ত কখনও পুলক, অশ্রু, গদ্‌গদভাবে মুক্তকণ্ঠে উচ্চ কীর্ত্তন ও চীৎকার এবং নৃত্য করিতে থাকেন॥ ৬॥

৭। যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগতপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতি-র্গতত্রপঃ॥ ৭।৭ ৩৫

৮। তদা পুমান্ মুক্ত সমস্ত বন্ধন-
স্তদ্ভাব-ভাবানু-কৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তি প্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥ ৭।৭ ৩৬

অস্যার্থঃ—যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ হসতীত্যাদি গতত্রপঃ নির্লজ্জঃ ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥৭॥

তদা পুমান্ মুক্তসমস্ত বন্ধনঃ ত্যক্ত সর্ব্বদুর্বাসনঃ। তদ্ভাব ভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ। তদ্ভাবঃ তচ্চেষ্টা তস্যানুধ্যানেনানুকৃতে আশয়াকৃতী যস্য স তথা তদাকারচিত্তঃ তদাকারাবয়বশ্চেতি ভাবঃ। নির্দগ্ধো বীজানুশয়ো যস্য স ভক্তি প্রয়োগেণ মহীয়সাতিমহতা অতি প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যেতিভাবঃ। অধোক্ষজং ভগবন্তং সম্যগেতি প্রাপ্নোতি তচ্চেষ্টাময়ো ভবতীতি ভাবঃ॥৮॥

ভগবৎ চিন্তায় তন্ময়তা বশতঃ সেই ভক্তকে গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রতীতি হওয়ায় কখনও হাস্য, কখনও রোদন প্রভৃতির আচরণ দৃষ্ট হয়, কখনও বা তিনি মনুষ্য মাত্রকে দেখিয়া বন্দনা করেন, আবার কখনও বা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং হে হরে! হে জগতপতে! হে নারায়ণ ইত্যাদি নামমালা নির্লজ্জ ভাবে পাঠ করিতে থাকেন॥ ৭॥

তৎকালে সেই ভক্ত সর্ব্ব দুর্ব্বাসনা নির্মুক্ত হন, শ্রীহরির

এবং গ্রহগ্রস্তবৎ ব্যবহরেদিত্যাহ—

৯। বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ১১।১৮।২৯

এতদেব প্রপঞ্চয়তি ভগবদ্বাক্যেন—

১০। জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোবা মদ্ভক্তো বানপেক্ষিতঃ।
সলিঙ্গানামাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি গোচরঃ ॥১১।১৮ ২৮

অন্বয়ার্থঃ—নৈগমো বেদনিষ্ঠত্বাদ্ভক্তিনিষ্ঠঃ ॥৯॥

লীলা বিনোদাদির চিন্তায় বা দাস্য সখ্যাদির মননে তাঁহার মন ও শরীর শ্রীভগবানের লীলানুকরণ করিতে থাকে। তখন তাঁহার প্রাকৃত বুদ্ধি এবং বিষয় বাসনা নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায়। সেই কালে সেই ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে শ্রীহরিকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীভগবৎ চেষ্টাদিতে তন্ময় হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এবং সেই ভক্ত যে গ্রহ গ্রস্তের ন্যায় আচরণ করেন ইহাই দেখাইতেছেন—তখন তিনি বিবেকবান্ হইয়াও বালকের ন্যায় মান অপমান বিবেক বিহীন হইয়া বিচরণ করিবেন, প্রত্যুৎপন্নমতি বিশিষ্ঠ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন। পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্যালাপ করিবেন, বেদনিষ্ঠ বশতঃ ভক্তিতে নিষ্ঠা উৎপন্ন হওয়ায় লোক প্রতিষ্ঠা উত্থিত বিক্ষেপাদি ভয়ে নিজেকে গোপন করিয়া চলিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহাই বর্ণন করিতেছেন—তখন তিনি বাহ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষ কামনায় কেবলমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা

এবং ভক্তিপরিণামে তদনন্তরং প্রেমভক্তৌ সত্যাং প্রথমতঃ প্রেম-সুখোন্মাদো জায়তে ইতি ব্যঞ্জকাবস্থা বিশেষমাহ ত্রিভিঃ-

১১। মত্তসিংহ সমোল্লাস মত্তমাতঙ্গবদ্‌গতিঃ।
আনন্দাশ্রু গলদ্ধারঃ সর্ব্বাঙ্গ পুলকোদ্‌গমঃ॥

১২। সর্ব্বাঙ্গকম্পনং হাস্যং সর্ব্বাঙ্গস্বেদ উদ্‌গমঃ।
স গদ্‌গদবদদ্বাণী স্তম্ভনং বাহ্য বিস্মৃতিঃ॥
নৃত্যং সর্ব্ব মনোহারি মূর্চ্ছানুমোদনং ক্বচিৎ॥

এবং প্রেমসুখমনুভূয়বাহ্যং তুচ্ছমিব বিহায় প্রেমচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

মোক্ষ বিষয়ে আকাঙ্খা শূন্য হইয়া মদীয় ভক্ত হন, ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম সকল ত্যাগ করতঃ কর্ম্মাদি বিধি নিষেধের অধীন না হইয়া স্বীয় অধিকার অনুসারে যথোচিত বিচরণ করেন॥ ১০॥

এই প্রকার ভক্তি পরিণাম প্রাপ্ত হইলে পরক্ষণে প্রেম ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে ভক্তের প্রথমতঃ প্রেম সুখোন্মাদ সঞ্জাত হয়, সেই প্রেম সুখোন্মাদের প্রকাশক এইরূপ অবস্থা বিশেষ শ্লোকত্রয়ে ইহা অভিব্যক্ত করিতেছেন—সেই প্রেমবান্ ভক্ত মত্ত-সিংহ প্রায়, আনন্দাতিরেকে পূর্ণ মনোরথ, মত্তমাতঙ্গোপম গমন গতি, অবিরত নয়ন হইতে গলিত অশ্রুধার, সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবলীতে পরিব্যাপ্ত, কম্পিত কলেবর, উচ্চহাস্য, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ উদ্‌গম, বাক্য গদ্‌গদ জড়িমা বিজৃম্ভিত, লোকাপেক্ষা শূন্য, সর্ব্বচিত্ত মনোহারী নৃত্য, এবং কখনও কখনও মূর্চ্ছা ভাবের অনুমিত, প্রেমভক্তি প্রাপ্ত এই সাত্ত্বিক ভাবাবলীর সেই ভক্তে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥১১।১২॥

১৩। মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ গীঃ ১০।৯

এবং প্রেমভক্তা ব্যবহরৎসু তেষু কেন প্রকারেণ প্রেমভক্তিঃ বর্দ্ধতে সুস্থায়তে চ ইতি বিচারো জায়তে ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

১৪। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ গীঃ ১০।১০

এই প্রকার প্রেমসুখের অনুভব করিয়া বাহ্য বিষয়কে অতি-তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ শ্রীভগবৎ প্রীতির চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা ভগবদ্বাক্যে বলিতেছেন—মনুষ্যের যেমন অন্ন ব্যতীত প্রাণরক্ষা হয় না, তদ্রূপ আমার রূপ, গুণ, লীলা, মাধুর্য্যাস্বাদনে লুব্ধচিত্ত ব্যক্তি-গণ আমা ভিন্ন প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা প্রেম ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারাদিকে সৌহার্দ্দের সহিত পরস্পর লীলা বারিধি আমার অতি মধুর রূপ গুণ লীলা প্রভৃতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার প্রেম ভক্তির আচরণ করিতে করিতে কি প্রকারে প্রেম ভক্তির বৃদ্ধি হয় এবং সুস্থিরতা লাভ করে চিত্তে তাহার বিচার সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ভগবদ্বাক্যে প্রকাশ করি-তেছেন—আমার প্রাপ্তি আকাঙ্খায় যাহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ও প্রীতি পূর্ব্বক ভজনশীল তাদৃশ জন যে উপায় বলে তাহারা সাক্ষাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আমি সেই বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি ॥ ১৪ ॥

এবং প্রেমগাম্ভীর্য্যেণ ব্যবহরৎসু তেষু ভগবতা বিশেষেণানুগ্রহ ক্রিয়তে ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

১৫। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ গীঃ ১০।১১

এবং প্রেমপরিণামে নিরবধি কৃষ্ণরসনিমগ্নো যথাসুখং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিনা ব্যবহরেৎ, তত্র যদ্যপি কার্য্যাকার্য্য বিচারেণ ব্যবহারো বর্ত্ততে তথাপি গুণদোষযুক্তা বুদ্ধির্ন ভবতীত্যাহ—

১৬। দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথাভকঃ॥ ১১।৭।১১

অস্যার্থঃ—স নিষেধাৎ দোষ বুদ্ধ্যা ন নিবর্ত্ততে। গুণবুদ্ধ্যা বিহিতং ন করোতি, উভয়াতীতশ্চ দোষগুণাভ্যামতীতো বালক ইব কিন্তু স্বভাব-বুদ্ধ্যা বিহিতং করোতি, নিষিদ্ধং নাচরতি। নতু গুণলোভাদ্ দোষভয়াদ্বেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৬॥

এই প্রকার প্রেম গাম্ভীর্য্যের সহিত ভজন পরায়ণ জনে শ্রীভগবান্ বিশেষ অনুগ্রহ করেন, শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহার প্রমান বলিতেছেন—আমি সেই ভক্তগণের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের বুদ্ধি বৃত্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় প্রদীপ্ত জ্ঞান প্রদীপ দ্বারা অবিদ্যা জনিত যাবতীয় অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি॥ ১৫॥

এই প্রকার প্রেম পরিপাক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণরসে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গের অনুশীলনে নিরত থাকেন, যদিও সেই সময় বিচার

ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরতি—

১৭। আদৌ শ্রদ্ধা ভবতি নিবিড়া বৈষ্ণবস্পর্শযোগাৎ
কৃষ্ণে লীলাময়-বিলসিতে তদ্‌গুণে বা নিকামম্।
তস্মাদাত্তি স্তদনুকৃপয়া পূর্ণ আবেশ এব
তস্মাৎ প্রেমা ভবতি মধুর প্রীতিভাবৈকগম্যঃ॥

অস্যার্থঃ—তস্মাৎ সর্ব্বসাধনসাধ্যা ব্রহ্মাদিভিরন্বেষণীয়া প্রেমলক্ষণা-ভক্তি র্ভবতীতি সঙ্কলিতার্থঃ॥ ১৭॥

পূর্ব্বে কার্য্য ও অকার্য্য প্রভৃতি বিদ্যমান্ থাকে তথাপি গুণ ও দোষে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না ইহাই বলিতেছেন—বালকের যেমন গুণ ও দোষ বিষয়ে জ্ঞান নাই। তদ্রূপ সেই প্রেমবান্ ভক্ত নিষিদ্ধ বশতঃ দোষ বুদ্ধিতে সেই নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। আবার বিহিত বলিয়া গুণ বুদ্ধিতে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্তও হইবেন না। যেহেতু তিনি বালকের ন্যায় দোষ ও গুণের অতীত। পরন্তু কেবলমাত্র প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুত তাহা গুণ লোভ বা দোষ ভয়ের নিমিত্ত নহে ইতি তাৎপর্য্যার্থ॥ ১৬॥

সম্প্রতি প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাপ্তি করিতেছেন—সংসার ক্ষয়োন্মুখ জীবের বৈষ্ণবের প্রসঙ্গ হইতে প্রথমে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, অনন্তর সর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সার সর্ব্বস্ব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে, অথবা অলোক সামান্য তদীয় নিঃসীম গুণাবলীতে চিত্ত যথেষ্ট অনুরঞ্জিত হয়, তাহা হইতে অতিশয় উৎকণ্ঠা এবং উৎকণ্ঠা হইতে শ্রীভগবৎ কৃপায় পরিপূর্ণ আসক্তি এবং

ইদানীমুত্তমমধ্যমসামান্যতো ভাগবতলক্ষণমাহ—

১৮। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১২।২।৪৫

১৯। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ১১।২।৪৬

২০। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ১১।২।৪৭

অস্যার্থঃ—যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবম্ আত্মনঃ স্বামিনো ভাবং পশ্যেৎ, আত্মনি শ্রীকৃষ্ণে ভূতানি প্রাণিনঃ যদৃচ্ছয়া জায়ন্তে চেতি তত্র পশ্যেৎ স ভাগবতোত্তমঃ॥ ১৮॥

অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং তদ্ভক্তেষু বৈষ্ণবেষু অন্যেষু অন্যজনেষু॥২০॥

তাহা হইতে প্রীতি ও ভাবগম্য মধুর প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্ব সাধনসাধ্য প্রেমলক্ষণা ভক্তি ব্রহ্মাদি-দেবগণেরও অন্বেষণীয়। ইহাই এই প্রকরণের সারার্থ॥ ১৭॥

সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও সাধ্য প্রেমলক্ষণা ভক্তি সংক্ষেপে দেখাইয়া সম্প্রতি উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ বলিতেছেন—যিনি নিখিল প্রাণীগণে শ্রীভগবানের সত্তা অনুভব করেন, এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে অখিল প্রাণীগণ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম বলিয়া কথিত॥ ১৮॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী জনে উপেক্ষা এইরূপে যথাসংখ্যা অনুসারে দর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত বলিয়া অভিহিত॥ ১৯॥

২১। গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১।২।৪৮

২২। দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥ ১১।২।৪৯

২৩। ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ১১।২।৫১

অস্যার্থঃ—জন্মাপ্যয়ৌ দেহস্য ইন্দ্রিয়ানাং কৃচ্ছ্রমন্যৎ যথাসম্ভ্যং বোধ্যম্॥ ২২॥

যিনি শ্রীহরির অর্চ্চা বিগ্রহ প্রতিমাতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণব কিম্বা অন্য কাহারও প্রতি সমাদর দৃষ্ট হয় না, তিনি প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ অধিকারী জানিতে হইবে॥ ২০॥

যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়া কল্পিতরূপে অবগত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা জগতের বিষয় সমূহকে ভোগ করিয়াও তদ্-বিষয়ে দ্বেষ বা হর্ষযুক্ত হন না, তিনিই উত্তম ভাগবতরূপে কথিত হয়েন॥ ২১॥

যিনি নিরন্তর শ্রীহরির স্মৃতিনিবন্ধন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ এবং বুদ্ধির উৎপত্তি ও বিনাশ, তথা ক্ষুধা, ভয় তৃষ্ণা এবং দুঃখাদি সংসার ধর্ম্মে মুগ্ধ হন না, তিনিই উত্তম ভাগবত রূপে কথিত হয়েন, জন্ম ও মৃত্যু ইহা দেহেরই ধর্ম্ম, এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ধর্ম্ম ক্লেশাদি, ইহা ক্রমানুসারে জানিতে হইবে॥ ২২॥

যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম, বা জাতিনিবন্ধন এই দেহে

নন্থ ভাগবতানাং জন্ম কর্ম্ম বন্ধনঞ্চ বিদ্যতে কথং নাস্তি তত্রাহ পদ্মপুরাণে—

২৪। যথা সৌমিত্রি ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকে যদৃচ্ছয়া॥

২৫। পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

২৬। অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥ গীঃ১২।২৬

অহংভাব অর্থাৎ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় নাই, তিনিই শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া কথিত হন॥ ২৩॥

যদিবল ভগবদ্ভক্তের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন দেখা যায়, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন নিমিত্ত জন্ম হয় না, শাস্ত্রোক্ত এই বাণী কিরূপে সঙ্গতি হয়? ইহার উত্তরে পদ্মপুরাণের প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন—শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীভরত এবং শ্রীসঙ্কর্ষণাদি যেমন যদৃচ্ছাক্রমে ইহ জগতে অবতরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপই বৈষ্ণবগণ ইহ জগতে শ্রীভগবদিচ্ছায় যদৃচ্ছাক্রমে জন্ম গ্রহণ করেন। পুনরায় তাঁহারা লীলা অবসানে শ্রীভগবানের পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধন জনিত জন্মাদি নাই জানিতে হইবে॥ ২৪।২৫॥

আমার যেভক্ত নিঃস্পৃহ, পবিত্র, নিপুন, উদাসীন, মনঃপীড়া শূন্য, এবং সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগী, সেই ভক্ত আমার প্রিয় বলিয়া জানিবে॥ ২৬॥

২৭। ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স চ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১।২।৫২

২৮। তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ৩।২৫।২১

ইদানীং ভক্তানাং সর্ব্বতোবিশেষোৎকর্ষমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

২৯। ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ১১।১৪।১৫

এবং জগৎপাবনত্বমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

অস্যার্থঃ—ভবানিতি বক্তব্যে উদ্ধবং প্রত্যতিপ্রেম্না ভবানিত্যুক্তম্॥২৯॥

যাঁহার অর্থ ও দেহাদিতে সাত্মীয় বা পরকীয় এইরূপ ভেদ দৃষ্টি নাই. সর্ব্বভূতে সমদর্শী, শান্তপুরুষ উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত॥ ২৭॥

ভগবদ্ভক্তগণ সহিষ্ণু, করুণাময়, সর্ব্বজীবের সুহৃদ, অজাত শত্রু, শান্ত এবং সৎচরিত্রতাই তাঁহাদের ভূষণ, অথবা ভগবদ্ ভক্তগণই পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ॥ ২৮॥

সম্প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে ভগবদ্ ভক্তের সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দের অতি প্রিয়তম সেবক শ্রীমদ্ উদ্ধবের হস্ত দ্বয়কে শ্রীগোবিন্দ অতি প্রীতির সহিত নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন—হে উদ্ধব! আপনি আমার যেরূপ প্রিয়তম, পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী অথবা আমার এই দেহও তাদৃশ প্রিয়তম নহে॥ ২৯॥

এই প্রকার শ্রীভগবদ্বাক্যে ভগবদ্ভক্তের জগৎ পাবণত্ব

৩০। বাগ্ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্‌ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ১১।১৪।২৪

৩১। যঃ কশ্চিদ্ বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারো হ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥

৩২। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ গীঃ ৯।৩০

অস্যার্থঃ—অতিশয়েন দুরাচারোঽপি অনন্যভাক্ সন্ যদি মাং ভজতে স সাধুরেব মন্তব্যঃ। হি যস্মাৎ স এব সম্যক্ ব্যবসিতঃ শোভন ব্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥৩২॥

দেখাইতেছেন—যে ভক্তের বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত, সদা রোদন পরায়ণ কখনও বা হাস্য, কখনও বা লজ্জাশূন্য হইয়া উচ্চ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে থাকেন, আমাতে অনন্য ভক্তি বহনকারী আমার সেই ভক্ত ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

দিবাকরের উদয়ে যেমন নিখিল জগৎ পবিত্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি সত্যভাষী ও অনাশ্রমী হইয়া বিচরণ করেন, সেই বৈষ্ণব সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! ভক্তের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি, আমি জ্ঞানী বৎসল নই, যোগী বৎসলও নই, আমি ভক্ত বৎসল, আমার সেই ভক্ত যেমনই হউক, তাহাকে আমি উত্তম করিয়া থাকি, যদি দুরাচার হয় তথাপিও তাহার প্রতি

৩৩ চাণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তো দ্বিজোত্তম।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

এবং জাত্যাদি নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তস্য পূজ্যত্বমাহ ভগবদ্বাক্যেন—

আমার আসক্তি বিন্দু মাত্রও শিথিল হয় না। দুরাচার বলিতে পরহিংসা, পরদার ও পরদ্রব্যাদি হরণে রত হইলেও তথাপি সে আমাকেই ভজন করে, ভজন বলিতে আমা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাদির আরাধনা করে না, আমার ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান কর্ম্মাদিকে আদর করে না, আমা ভিন্ন অন্য কোন রাজ্যাদিরও কামনা নাই, সেই ব্যক্তিকে তুমি সাধু বলিয়া জানিবে। আর যদিবল এই প্রকার দুরাচার ব্যক্তিকে সাধু কিরূপে বলিব? তবে শোন মন্তব্য এই বিধি বাক্য, ইহার অন্যথা করিলে প্রত্যবায় হইবে জানিও। সাক্ষাৎ আমার আদেশই প্রমাণ। আর যদিবল ভজনাংশে সেই ব্যক্তি সাধু, আর দুরাচার অংশে অসাধু? তোমার এই ধারণাও সত্য নহে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাংশেই সাধু। যেহেতু তাহার দুস্ত্যজ পাপের দ্বারা নরকে অথবা তির্য্যক্ যোনিতেও গমন করিতে বদ্ধ পরিকর তথাপি সেই ব্যক্তি আমার ঐকান্তিক ভজনকে কোনদিনই পরিত্যাগ করিবে না এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত, অতএব সেই ব্যক্তি সাধুই ॥ ৩২ ॥

হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল হইলেও সেই ব্যক্তি মুনি হইতেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তি বিহীন হইলে চণ্ডাল হইতেও অধম বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

এবং জাতি প্রভৃতি অপেক্ষা না করিয়াই ভগবদ্ভক্তের

৩৪। ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥

এবং ভূমাদ্যমঙ্গলনাশকত্বমাহ—

৩৫। বহুধোৎসিধ্যতে রাজন্ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোদৃগ্ভ্যাং দোর্ভ্যাং চামঙ্গলং দিবঃ॥

এবং বিশেষমাহ—

৩৬। মহাপাতকিনো যে চ মুক্তা বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
ঈক্ষিতা ভগবদ্ভক্তৈর্লভন্তে পরমং পদম্॥

পূজ্যত্ব ইহা শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন—চতুঃবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ সে আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যদি কুক্কুর ভোজী চণ্ডাল সে আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই আমার প্রিয়। কিছু দান করিতে হইলে তাহাকে দান করিবে। এবং কিছু গ্রহণ করিতে হইলে তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আমি যেরূপ সকলের পূজ্য, তদ্রূপ আমার সেই চণ্ডাল ভক্তও পূজ্যরূপে গণ্য হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

এবং ভগবদ্ভক্তগণ পৃথিবী প্রভৃতির অমঙ্গল নাশ করেন ইহাই বলিতেছেন—হে রাজন্! শ্রীভগবদ্ভক্তের নৃত্যাদি হইতে পৃথিব্যাদির বহু মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহারা চরণ যুগল দ্বারা পৃথিবীর অমঙ্গল, নেত্র দ্বারা পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের এবং বাহুর দ্বারা স্বর্গাদি লোকের অমঙ্গল নাশ করিয়া থাকেন॥ ৩৫॥

এবং বিশেষ বলিতেছেন—যাহারা সর্ব্ববিধ পাপযুক্ত মহা-পাতকী অথবা সর্ব্ববিধ পাপনির্মুক্ত সে যে কেহই হউক না

এবং পিত্রাদ্যুক্ত সবিশেষপরস্পর প্রার্থনীয়মাহ—

৩৭। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতো ঋটিৎ সন্তারয়িষ্যতি ॥

এবং ভক্তানাং বিষয়াসক্তত্বং বন্ধায় ন ভবতীত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

৩৮। বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥

এবং ভক্তানামভিলাষোঽভিলাষান্তরায় ন কল্পত ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

অস্যার্থঃ—অনুমাত্রাপি বিষ্ণুভক্তিঃ প্রগল্‌ভা ভবতি, এবং ভক্তিমাত্র-যোগাৎ বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইত্যর্থঃ ॥৩৮॥

কেন। তাহারা ভগবদ্‌ভক্তের নয়ন পথের পথিক হইলে পরম পদকে লাভ করিবে ॥ ৩৬ ॥

এবং পিতৃপুরুষ গণের পরস্পর বর্ণিত সবিশেষ প্রার্থনার বিবরণ বলিতেছেন পিতৃপুরুষগণ পিতৃলোকে বীর দর্প প্রকাশ করেন. পিতামহ আনন্দে নৃত্য করেন। কারণ তাঁহারা বলেন আমার বংশে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অতি শীঘ্র সকলের উদ্ধার করিবেন ॥ ৩৭ ॥

হে উদ্ধব! ইন্দ্রিয় জয়ে সর্ব্বথা অসমর্থ আমার ভক্ত দুর্জ্জয় বিষয় সমুহের দ্বারা প্রায় আকৃষ্ট হইলেও আমার অনুপরিমিত ভক্তিও নিরতিশয় সামর্থবতী, সুতরাং সেই ভক্তির যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানের ফলে বিষয়ে অভিভূত হয়েন না ॥ ৩৮ ॥

এবং ভগবদ্‌ভক্তের যাবতীয় অভিলাষ বিষয়াদি অন্য কোন ভোগে কখনও প্রযুক্ত হয় না। শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহার প্রমাণ

৩৯। ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

যদ্যেবং ভক্তকামতা সম্ভাবনায়াং কথঞ্চিদ্ গর্হিতাচরণে কথং নিস্তারঃ স্যাদিত্যত্রাহ—

৪০। যদি দৈবাৎ প্রমাদাদ্বা যোগিকর্ম্মবিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদেনো নান্যো যত্নঃ কদাচন॥

অস্যার্থঃ—ময়ি আবেশিতা ধীঃ যৈস্তেষাং ভক্তানামভিলাষে সতি মদুপভোগমাত্রেণ তন্নিবৃত্তেরন্যদপি কামনান্তরং ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। এতদপি ভগবতো ভক্তকামিতাপুরকত্বাৎ সমপদ্যতে। অন্যেষামপি অভিলাষে তৎসদৃশ কামনান্তরং সঙ্কল্পতে তদপি ভোগায় ভবতীতি বাক্যার্থঃ॥৩৯॥

বলিতেছেন—যেমন দগ্ধ ও অগ্নি পক্ক ধান্য পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আমাতে আবেশিত চিত্ত ভক্তগণের কামনা বাসনা আমার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য রূপ লাবণ্যাদির আস্বাদন লাভ মাত্রেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহা কখনও কাম ভোগে সমর্থ হয় না। তবে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণেই ইহা সমপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমার ভক্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তির যে কামনা বাসনা তাহা সেই কামী ব্যক্তির ভোগের নিমিত্তই হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

যদিও ইহা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণেই সম্ভব হইয়া থাকে স্বীকার করিলাম, কিন্তু যদি কখনও সেই ভক্ত গর্হিত বা অন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে সেই ভক্তের নিস্তার কিরূপে সম্ভব হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যদি ভগবদ্ভক্ত দৈবাৎ

নহু ভক্তানাং স্রক্‌চন্দনাদ্যুপভোগঃ কথমুপপদ্যতে ইত্যত্রাহ উদ্ধববাক্যেন-

৪১। ত্বয়োপভুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতঃ।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তবমায়ং জয়েমহি॥ ১১।৬।৪৬

এবং ভগবদ্ভক্তস্তাবৎ স্বয়মীশ্বর ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

৪২। তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা ভুবি।
মদ্‌ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াস্তনবো মম পঞ্চধা॥

৪৩। তেষাং মধ্যে চ সর্ব্বেষাং পবিত্রাণাং শুভাত্মনাম্।
মম ভক্তা বিশিষ্যন্তে স্বয়মাবিদ্ধি তান্ বুধ॥

অথবা প্রমাদ বশতঃ কোনরূপ নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করেন, তাহা হইলে সেই ভক্তের ভক্তির দ্বারাই সেই পাপের নিস্কৃতি লাভ করিবেন। তজ্জন্য কখনও তাঁহারা কৃচ্ছ্‌চান্দ্রায়নাদির প্রযত্ন করিবেন না॥ ৪০॥

যদিবল ভক্তগণের মাল্য চন্দনাদির উপভোগ কিরূপে যুক্তি যুক্ত হয়? ইহার উত্তরে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বাক্য বলিতেছেন — হে দেব! আমরা আপনার প্রসাদী মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত, এবং আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী দাস, আমরা আপনার দুস্তর মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব॥ ৪১॥

এবং ভগবদ্‌ভক্তগণ স্বয়ংই ঈশ্বর স্বরূপ, (ইহা কিন্তু ভক্তের মহিমা অংশে তত্ত্বাংশে নহে, তত্ত্বতঃ ভক্তগণ শ্রীভগবানেরই সেবক।) শ্রীভগবদ্বাক্যেই ইহার প্রমাণ বলিতেছেন - এই জগতে নিখিল তীর্থ, অশ্বত্থবৃক্ষ, গো, বিপ্র, ও আমার ভক্তগণ, আমারই বিগ্রহ এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত জানিবে। ইহাদের মধ্যে সকল

অতএব তেষাং সেবাতিদুর্লভেত্যাহ—

৪৪। দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩।৭।২০

এবং তেষাং স্মরণাদেব শুদ্ধিফলমাহ—

৪৫। যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১।১৯ ৩৩

এবং তেষাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং কর্ত্তব্যমিত্যাহ—

অস্যার্থঃ—বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু যত্র যেষু ভক্তেষু ॥৪৪॥

মঙ্গলের মঙ্গল ও পবিত্রেরও পবিত্র স্বরূপ আমার ভক্তগণকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও ॥ ৪২।৪৩ ॥

অতএব ভগবদ্ভক্তগণের সেবা অতিশয় দুর্লভ তাহাই বলিতেছেন—যে ভক্তগণের মুখে দেবদেব শ্রীজনার্দ্দন সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হন, ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সেই ভগবৎ ভক্তগণের সেবা স্বল্পতপা ব্যক্তিদের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ হইয়া থাকে ॥৪৪॥

এবং তাঁহাদের স্মরণমাত্রেই জীবের শুদ্ধি ফল লাভ হয়, ইহাই বলিতেছেন—অহো যাঁহাদের স্মরণ মাত্রেই জীবের গৃহাদি সদ্যই পবিত্র হয়, পুনরায় তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন ও তাঁহাদের সমীপে উপবেশনাদি দ্বারা যে দেহেন্দ্রিয়াদি মহা পবিত্র হইবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে ? ॥ ৪৫ ॥

এবং ভগবদ্ভক্তের গুণ ও কর্ম্মের কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ইহার প্রমাণ বলিতেছেন—হে উদ্ধব ! আমার বিগ্রহ অর্থাৎ প্রতিমা

৪৬। মল্লিঙ্গমদ্‌ভক্তজন দর্শন-স্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা স্তুতি প্রহ্বগুণ-কর্ম্মানুকীর্ত্তনম্॥ ১১।১১।৩৪

তেষাং সেবাফলমাহ—

৪৭। সৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ ৩।৭।১৯

৪৮। বিষ্ণুপূজাপরাণান্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে তু যে।
তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতাঃ॥

এবং বৈষ্ণবায় জলান্নদাতুঃ ফলমাহ ত্রিভিঃ—

অস্যার্থঃ—পরিচর্য্যা সেবা প্রহ্ব আজ্ঞা গ্রহণম্॥৪৬॥

অস্যার্থঃ—সৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণাদিনা ততো মধুদ্বিষঃ পাদয়োঃ রতিরাসো প্রেমোৎসবঃ তীব্র দুর্বারঃ ভবেৎ, স্বাভাবিকো বা ব্যসনং সংসারম্ অর্দ্দয়তি ইতি তথা॥৪৭॥

এবং আমার ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, পূজা সেবা, স্তুতি, আজ্ঞা গ্রহণ এবং পরিপাটীরূপে গুণ ও কর্ম্মের কীর্ত্তন করিবে॥ ৪৬॥

এবং ভগবদ্‌ভক্তগণের সেবা ফল বলিতেছেন—মহতের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীহরিকথা শ্রবণাদি দ্বারায় সর্ব্বত্রাবস্থিত ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের চরণ যুগলে সংসার বিঘাতক দুর্ব্বার অথবা স্বাভাবিক প্রেমোৎসব লাভ হইয়া থাকে॥ ৪৭॥

যাঁহারা বিষ্ণুপূজা পরায়ণ ভগবদ্‌ভক্তগণের সেবা করেন, তাঁহারা একবিংশতি পূর্ব্বপুরুষ সমভিব্যবহারে শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করেন॥ ৪৮॥

এই প্রকার শ্লোকত্রয়ে বৈষ্ণবকে জল ও অন্নাদি প্রদান কারী ব্যক্তির ফল বলিতেছেন যিনি শ্রদ্ধাভরে নিষ্কিঞ্চন বিষ্ণু-

৪৯। যো বিষ্ণুভক্তং নিষ্কামং ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্তকুল-সংযুক্তঃ স যাতি হরি-মন্দিরম্॥

৫০। বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং কোটিং সংভোজ্য যৎফলম্।
তৎফলং কোটিগুণিতং সংভোজ্য বিষ্ণুযোগিনম্॥

৫১। বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যাৎ নিষ্কামায় মহাত্মনে।
পানীয়ং বা ফলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ॥

এবং সর্ব্বদেবময়ত্বঞ্চাহ ভগবদ্বাক্যেন—

৫২। ভক্তাননে বসেদ্ ব্রহ্মা শিরস্যেব বসাম্যহম্।
নাভৌ চ শঙ্করো দেবঃ পদে গন্ধর্ব্ব কিন্নরৌ॥

অতএব বৈষ্ণবস্থিতৌ সর্ব্বদেবস্থিতিরিত্যাহ—

ভক্তকে ভোজন প্রদান করেন, তিনি একবিংশতি কুলোৎপন্ন ব্যক্তির সহিত শ্রীহরি মন্দিরে গমন করেন॥ ৪৯॥

বেদবিৎ কোটি ব্রাহ্মণের ভোজনে যে ফল লাভ হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের ভোজনে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৫০॥

যিনি নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা ভগবদ্ ভক্তকে পানীয় অথবা ফলাদি প্রদান করেন, তিনি ভগবান্ শ্রীহরির তুল্যত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৫১॥

এবং ভগবদ্ ভক্তের সর্ব্বদেবময়ত্ব ইহা ভগবদ্বাক্যে বলিতেছেন—ভগবদ্ভক্তের বদনে ব্রহ্মা বাস করেন, শিরে আমি নিবাস করি, নাভিতে শ্রীমহাদেব এবং চরণদ্বয়ে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ নিবাস করেন॥ ৫২॥

অতএব বৈষ্ণবের অবস্থানে সর্ব্বদেবের স্থিতি, ইহার প্রমাণ

৫৩। সাধুঃ পূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ॥

এবঞ্চ নিঃসীম মহিমত্বমাহ—

৫৪। অদ্যাপি নহি জানন্তি মহিমানং বিরিঞ্চয়ঃ।
ধ্যানেন পরমেনাপি হরিভক্তি শুভাত্মনাম্॥

কিঞ্চ তদ্দাসানাং কিমপ্যসাধ্যং নাস্তীত্যাহ—

৫৫। যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যা পরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতাশ্চাপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥

এবং তেষু জাতিবুদ্ধ্যা ব্যবহারতঃ পাতকমাহ—

৫৬। অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

বলিতেছেন—যাঁহার গৃহে ভগবৎ সেবাপরায়ণ বৈষ্ণব নিবাস করেন, তাঁহার গৃহে সমস্ত দেবতা তথা শ্রীরাধিকা সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন॥ ৫৩॥

এই প্রকার বৈষ্ণবগণের নিঃসীম মহিমা বলিতেছেন—পরম মঙ্গলময় হরিভক্তি পরায়ণ সেই হরিভক্তের মহিমা ব্রহ্মা পরম ধ্যানের দ্বারা আজও জানিতে সমর্থ হন নাই॥ ৫৪॥

শ্রীভগবৎ দাসগণের অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা প্রকাশ করিতেছেন—নিষ্কিঞ্চন হরিভক্তগণের পরিচর্য্যা পরায়ণ ব্যক্তির সম্মুখে দৃষ্ট পাপীগণও পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন॥ ৫৫॥

এবং ভগবদ্ভক্তের প্রতি জাতি বুদ্ধি করা ব্যবহারতঃ পাতক, ইহার প্রমাণ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি শ্রীগিরিধারী প্রভৃতি অর্চ্চা

বিষ্ণৌ তন্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

৫৭। শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

৫৮। নারায়ণৈকনিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্পণম্।
যজ্জল্পতি স চ জপস্তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্ ॥

৫৯। তৎপাদাম্বুতুলং তীর্থং তদুচ্ছিষ্টং সুপাবনম্।
তদুক্তি মাত্রং মন্ত্রাগ্র্যং তদ্দৃষ্টমখিলং শুচি ॥

মূর্ত্তিতে শিলা বুদ্ধি করে, শ্রীগুরুদেবে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করে, শ্রীবিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমল বিনাশক চরণামৃতে সামান্য জল বুদ্ধি করে, নিখিল পাপ বিনাশক শ্রীভগবানের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম ও মন্ত্র সমূহকে সামান্য শব্দ মাত্র জ্ঞান করে, অথবা সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা গণের সহিত সমতা জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই নরকে গমন করিবে ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি হরিভক্তকে শূদ্র, নিষাদ বা শ্বপচ এই রূপ জাতি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় নরকে গমন করিবে ॥৫৭॥

একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের যে চেষ্টা তাহা সমস্তই ভগবদর্পিত, তাঁহার জল্পনা জপের তুল্য, তাঁহার দর্শনকে ধ্যান বলা হয় ॥৫৮॥

এবং তাঁহার পাদধৌত জল নিরূপম তীর্থ স্বরূপ, তাঁহার উচ্ছিষ্ট অতিশয় পবিত্রপ্রদ, তাঁহার সামান্য বাক্যই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র স্বরূপ, তাঁহার ঈক্ষণে নিখিল পদার্থ পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৫৯॥

৬০। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

৬১। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়।
প্রসাদ সুমুখোবিষ্ণু স্তেনৈব স্যাদসংশয়ঃ॥

তেষ্বপরাধে নিস্তারো নাস্তীত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

৬২। ময্যপরাধো রাজেন্দ্র কল্পান্তে যাতি সংক্ষয়ম।
মদ্ভক্তেষ্বণুমাত্রোঽপি ন চ কল্পশতৈরপি॥

এবং প্রকরণার্থমুপসংহরতি ভগবদ্বাক্যেন দ্বাভ্যাম্—

৬৩। বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ॥

অতএব এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছজাতিতে বিদ্যমান্ থাকে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি, সম্পদ্‌শালী, যতি, এবং সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত॥ ৬০॥

অতএব সমস্ত প্রযত্নের সহিত বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধান কর, তাহাতেই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ নিরতিশয় প্রসন্ন হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৬১॥

বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধ করিলে নিস্তারের কোন উপায় নাই, ইহা শ্রীভগবদ্বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন—আমার নিকটে অপরাধ করিলে তাহা কল্পান্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমার ভক্তের নিকট বিন্দুমাত্র অপরাধ করিলে শত কল্পেও তাহা বিনাশ হয় না॥ ৬২॥

শ্রীভগবানের শ্লোকদ্বয়ে প্রকরণের সমাপ্তি করিতেছেন—

৬৪। বিহায় কামান্ পরয়া চ ভক্ত্যা
ভজস্ব ভক্তান্ মম ভক্তিদৃষ্টান্।
মমৈব বন্ধূন্ পরমার্থযুক্তান্
সদৈব বিষ্ণোর্হৃদি সন্নিবিষ্টান্ ॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভগবদ্ভজনভাগবতলক্ষণ
নির্ণয়ংনাম পঞ্চমং বিরচনম্ ॥৫॥

অস্যার্থঃ—বিষ্ণোর্মমহৃদি সন্নিবিষ্টান সর্ব্বথৈব মম হৃদয়ে সন্তীত্যর্থঃ ॥৬৪॥

হে অর্জ্জুন! তুমি অন্য দেবতাদির ভজন না করিয়া একমাত্র বৈষ্ণবগণের সেবা কর, যেহেতু বৈষ্ণবগণই সমস্ত দেবতা ও নিখিল বিশ্বকে পবিত্র করিতে পরম সমর্থ ॥ ৬৩ ॥

হে অর্জ্জুন! আমাতে অনন্যা ভক্তি বহনকারী পরমার্থ বস্তুর জ্ঞাতা এইরূপ ভক্তগণের স্মৃতি আমার হৃদয়ে সতত বিদ্যমান্ থাকে, অতএব তুমি সর্ব্ব অভিলাষ বিসর্জ্জন করতঃ আমার বান্ধব প্রতিম সেই ভক্তগণকে নিষ্কপটে ভক্তিভরে ভজন কর ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভগবতভজন ভাগবত লক্ষণ
নির্ণয় নাম পঞ্চম বিরচন ॥ ৫

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

ষষ্ঠং বিরচনম্।

অথ প্রসাদ মহিমা নির্ণয়ম্

অথ তাবৎ ভগবৎসেবায়ামবশ্যমেব বিধিপূর্ব্বকদ্রব্যার্পণবিধানং কর্ত্তব্যম্। তত্র প্রমাণমাহ ভগবদ্বাক্যেন—

১। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি—

২। অঘপ্যুপাহৃতং ভক্তৈ র্ভূর্য্যেব পরিকল্পতে।
অভক্তোপহৃতং ভূরি ন মে তোষায় কল্পতে॥

অস্যার্থঃ—পত্রাদিকং যো ভক্ত্যা মে মহ্যং প্রযচ্ছতি তৎ প্রযতাত্মনো যত্নবতো ভক্ত্যুপহৃতং ভক্তিসংস্কার-পূর্ব্বকোপহৃতং বস্তু অহমশ্নামি ॥১॥

প্রযতাত্মভিঃ ভক্তৈরুপহৃতং দ্রব্যং সাক্ষাদেবাহমশ্নামীত্যর্থঃ ॥২॥

ষষ্ঠ বিরচন

অথ মহাপ্রসাদ মহিমা নির্ণয়।

অথ শ্রীভগবৎ সেবায় অবশ্যই বিধি পূর্ব্বক দ্রব্যাদির অর্পণ বিধেয়। শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহার প্রমাণ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি পত্র অর্থাৎ তুলসী পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করে, শ্রদ্ধাবান জনের ভক্তি সংস্কার পূর্ব্বক সমর্পিত সেই বস্তুকে আমি ভোজন করি॥ ১॥

ইহাই সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—ভক্তিমান্ জনের প্রীতি

এবং প্রযত্নবদ্ভির্ভক্তৈঃ কর্ত্তব্যমিতিকৃতং বস্তুচৈব পরিগৃহ্যতে ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

৩। নৈবেদ্যং পুরতোন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া।
রসং ভক্তস্য জিহ্বাগ্রেণাশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

কিঞ্চৈতদেব মহাপ্রসাদান্নং সর্ব্বথৈব ভুঞ্জীতেত্যাহ—

৪। মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ সৌরভে শ্রীমত্তুলস্যারসনাং তদর্পিতে॥

অস্যার্থঃ—মুকুন্দেত্যাদি প্রসঙ্গাদুক্তং তদর্পিতে কৃষ্ণভুক্তোচ্ছিষ্টেঽন্নে রসনাং জিহ্বাং নিযুঞ্জীত ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। অতএব উক্তমুচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসা ইতি॥৪॥

পূর্ব্বক সমর্পিত অতি সামান্য উপচারের দ্রব্যও প্রচুর বলিয়া মনে করিয়া তাহা আমি সাক্ষাৎ রূপেই ভোজন করি। কিন্তু অভক্তের মহারাজোপচারের প্রচুর দ্রব্যও আমার সন্তোষ বিধানে সমর্থ হয় না॥ ২॥

প্রযত্নশীল ভক্তের এইরূপই কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা শ্রীভগবানে অর্পিত বস্তুই গ্রহণ করেন, শ্রীভগবানের বাক্যে ইহার প্রমাণ বলিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! আমার সম্মুখে ভক্তের সমর্পিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি নৈবেদ্য আমি দৃষ্টির দ্বারা তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ভক্তের জিহ্বা দ্বারা আমি আস্বাদন করি॥ ৩॥

অতএব এই মহাপ্রসাদান্ন সর্ব্বদা ভোজন করা বিধেয়, তাহাই বলিতেছেন—মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় চক্ষুঃদ্বয়কে শ্রীমুকুন্দ মন্দির অথবা শ্রীভগবদ্ভক্তের দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তের অঙ্গ

এতদেব স্পষ্টয়তি লঘুভাগবতামৃতে—

৫। হৃদিরূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥

তথা ভবিষ্যপুরাণে—

৬। যত্র যত্র পরং তাত! প্রাপ্তং হরিনিবেদিতম্।
তত্র তদ্ভক্ষয়েদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

এবং মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষো নাস্তীত্যাহ—

অস্যার্থঃ—নাস্তি চ্যুতং চ্যুতিঃ যস্য স তথা॥৫॥

সংস্পর্শে, নাসিকাকে শ্রীভগবচ্চরণ কমলে অর্পিত সৌগন্ধিযুক্ত তুলসীর গন্ধ গ্রহণে এবং জিহ্বাকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব এই নিমিত্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি আমরা তোমারই দাস॥ ৪॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের প্রমাণে আরও সুস্পষ্ট করিতেছেন—শ্রীহরির রূপ যাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, মুখে শ্রীহরির নাম, উদরে মহাপ্রসাদ এবং শ্রীহরির চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য যাঁহাদের মস্তকে বিরাজিত, তাঁহারা শ্রীহরির চরণকমল হইতে কখনও চ্যুত হন না। অর্থাৎ তাঁহারাও অচ্যুত কল্প॥ ৫॥

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে তাত! যেখানে যেখানে শ্রীহরির নিবেদিত প্রসাদান্ন প্রাপ্ত হইবে, তাহা সেই সেই স্থানেই ভোজন করিবে। এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না॥ ৬॥

এবং মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ হয় না ইহাই বলিতেছেন—

৭। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নে চ স্পর্শদোষো ন বিদ্যতে।
যস্য সন্দর্শনেনৈব নরো ভবতি পাবনঃ॥
৮। অন্ত্যবর্ণৈ-র্হীনবর্ণৈঃ সঙ্করপ্রভবৈরপি।
পৃষ্টং জগৎপতেরন্নং ভুক্তং সর্ব্বাঘনাশনম্॥
৯। কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টং মদন্নং যদি জায়তে।
শক্রস্যাপি চ তদ্‌ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে॥

তথা চ স্কন্দপুরাণে

১০। নোচ্ছিষ্টং নাবশেষঞ্চ হরেরন্নং প্রকীর্ত্তিতম্।
স্তুতিবাদমিমং মত্বা নরা নরকগামিনঃ॥

যাঁহার দর্শন মাত্রেই মানব পবিত্র হইয়া যায়, শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত সেই অন্নে স্পর্শ দোষ ঘটে না॥ ৭॥

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে অন্ত্যজ জাতি, অতি নীচ জাতি, সঙ্কর হইতে উৎপন্ন জাতিও জগৎপতির অন্ন স্পর্শ করিলে পরম পবিত্র হয়, এবং ভোজনে সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৮॥

কুকুরের মুখ হইতেও পতিত শ্রীপতির প্রসাদান্ন পরম পবিত্র, ইহা দেবাধিপতি ইন্দ্রেরও ভোজন যোগ্য, সৌভাগ্য বশতঃ যদি লাভ হয় তাহা অবশ্যই ভোজন করা কর্ত্তব্য॥ ৯॥

এই প্রকার স্কন্দপুরাণে কথিত আছে শ্রীহরির প্রসাদ অন্নে কখনও অবশেষ ও উচ্ছিষ্ট দোষ হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা এই শাস্ত্র বাক্যকে স্তুতিবাদ অর্থাৎ ইহা মহা-

এবং বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

১১। নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ ভক্ষণে দ্বিজ॥

এবং লোভদিনা ভক্ষণমাত্রেণ মহাপাবনত্বমাহ স্কান্দে—

১২। ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাদ্বা ক্ষুধা সংযমনেন বা।
আকণ্ঠভক্ষিতং তদ্ধি পুনাতি সকলাংহসঃ॥

তথা দীক্ষিতানাং মহাপাবনত্বমাহ—

১৩। ব্রতস্থা বিধবাশ্চৈব সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।
তৎস্পর্শনেন পূজ্যন্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিনঃ॥

প্রসাদের প্রশংসা মাত্র, বাস্তবিক এইরূপ মহিমা নহে, যাহারা এই রূপ মনে করে তাহারা নরকগামী হইবে॥ ১০॥

এবং বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—হে দ্বিজ! জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্নাদি যাহা কিছুই হউক না কেন তাহার ভোজনে ইহা ভক্ষ্য ইহা অভক্ষ্য এইরূপ বিচার বিধেয় নহে॥১১॥

এবং স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে লোভাদিতে প্রেরিত হইয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেও ভক্ষণকারী মহাপবিত্র হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক, কিম্বা লোভের বশীভূত হইয়া অথবা কৌতুক বশতঃ কিম্বা ক্ষুধা নিবারণের জন্য আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে পবিত্র হইয়া যায়॥ ১২॥

দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মহাপ্রসাদ মহাপবিত্র দায়ক-ব্রতধারী,

তথা চ গরুড়পুরাণে—

১৪। ন কাল নিয়মো বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভুঞ্জীত যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ॥

এবং তেনৈব পিতৃশ্রাদ্ধে দেবার্চ্চনে কৃতে অধিকফলমাহ—

১৫। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

১৬। যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাং তুলসীবিমিশ্রামাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥

বিধবা, সর্ব্ববর্ণাশ্রমী, দীক্ষিত ব্যক্তি ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ও মহাপ্রসাদ স্পর্শ মাত্রেই পূজ্য হইয়া থাকেন॥ ১৩॥

এবং গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে বিপ্রগণ! যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মুক্তি কামনা করেন, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ভোজন করিবেন। শ্রীহরির প্রসাদ ভক্ষণে কাল, নিয়ম, চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতির কোন অপেক্ষা নাই॥১৪॥

এবং মহাপ্রসাদের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধে দেবার্চ্চনা করিলে অধিক ফল হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণে বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্য দেবতার অর্চ্চন করিবে। এবং তাহা পিতৃ উদ্দেশ্যে প্রদান করিলে অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে॥১৫॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রদান করে, তুলসী বিমিশ্রিত সেই পিণ্ড প্রদানে পিতৃগণ কল্পকোটি কাল নিরতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

তথা রুদ্রযামলে—

১৭। পায়সান্নেন যৈর্দত্তং শ্রাদ্ধং পিত্রে গয়াশিরে।
হরেরন্নেন তচ্ছ্রাদ্ধমধিকং জায়তে ততঃ॥

তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

১৮। মমোপভোগ ভোজ্যানি যে প্রযচ্ছন্তি মৎপরাঃ।
পিতৃদেব দ্বিজাতিভ্যস্তে যান্তি মম মন্দিরম্॥

কিঞ্চ তদ্ভক্ষণে বিশেষফলমাহ পদ্মপুরাণে—

১৯। ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদিভিঃ।
যজ্ঞৈর্নানাবিধৈঃ পুণ্যৈর্জপহোমাদিভিস্তথা॥

২০। তুলাপুরুষদানাদ্যৈঃ কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনৈঃ।
সম্যগাচরণৈ র্বিপ্রা যৎফলং লভতে নরঃ॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্য ভক্ষণাৎ॥

রুদ্র যামলেও এই প্রকার কথিত হইয়াছে—যাহারা পিতৃলোকের উদ্দেশ্য পায়সান্ন দ্বারা গয়াসুরের মস্তকে পিণ্ড প্রদান করে, সেই পিণ্ড প্রদান শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা সম্পন্ন হইলে তাহা হইতে অধিক ফল হয়॥ ১৭॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথিত আছে অনন্য ভক্তগণ আমার নিত্য সুখভোগ্য ভোজ্য পদার্থ সমূহকে পিতৃগণ ও দ্বিজাতির উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়া আমার নিত্য ধাম লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন॥১৮॥

পদ্মপুরাণে উক্ত—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণে বিশেষ ফল তাহাই বলিতেছেন—ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ন ব্রত, যজ্ঞ, এবং বিবিধ পুণ্যের দ্বারা তথা জপ, হোম প্রভৃতি পুণ্য

যথা পাদ্মে—

২১। নৈবেদ্যশেষং তুলসী বিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটি পুণ্যম্॥

তথা স্কন্দপুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্—

২২। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব চ নিশ্চিতম্।
ভক্ত্যা মমান্নং ভুক্ত্বা তু সান্নিধ্যং মম গচ্ছতি॥

২৩। একতঃ সর্ব্বতীর্থানাং যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কৃষ্ণসিদ্ধান্ন-ভক্ষণাৎ॥

কর্ম্ম, তুলাপুরুষ দানাদি দ্বারা এবং কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতির সুন্দররূপে অনুষ্ঠানে মনুষ্যগণ যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কেবল মাত্র শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তৎসমুদায় ফল অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন॥ ২০॥

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে তুলসী বিমিশ্রিত শ্রীবিষ্ণু নৈবেদ্যে চরণামৃত সিক্ত করিয়া (শ্রীমন্দিরে ভোজন নিষেধ বশতঃ মন্দিরের অভ্যন্তর পরিত্যাগ করতঃ) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যিনি নিত্য ভোজন করেন, তাঁহার অযুত কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে॥২১॥

স্কন্দপুরাণে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে রাজন্! আমি সত্য, সত্য, সত্য পুনরায় সত্য করিয়া বলিতেছি মনুষ্যগণ ভক্তি পূর্ব্বক কেবলমাত্র আমার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আমার সান্নিধ্য লাভ করিবে। ইহা তুমি নিশ্চয়রূপে জানিও॥২২॥

এবং চিরস্থস্য মহাপ্রসাদাস্য মহাপাবনত্বমাহ—

২৪। চিরস্থমপি শুষ্কং বা নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথা তথোপযুক্তং তৎ সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্ ॥

এবং নিন্দকানাং মহাপাতকত্বমাহ স্কান্দে ত্রিভিঃ—

২৫। নিন্দয়িত্বা মমান্নং তু বস্তুভাবেন মানবঃ।
ভুঙ্‌ক্তেঽন্যথা তু যো মোহাৎ কোটিকল্পান্ স নারকী ॥

২৬। মমান্নং নিন্দতে যস্তু মম নিন্দাং করোতি যঃ।
মদ্দর্শনেন যৎপুণ্যং তৎসর্ব্বং তস্য নশ্যতি ॥

মুনিগণ সমস্ত তীর্থের একত্র যে ফল শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন, মানবগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজনেই তৎ সমুদায় অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

এবং বহুদিনের মহাপ্রসাদও পরম পবিত্র ইহার প্রমাণে বলিতেছেন—বহুদিনের পর্য্যুসিত, শুষ্ক কিম্বা দূরদেশ হইতে আনীত অথবা যে কোন প্রকারেই উপলব্ধ মহাপ্রসাদের সেবনে সমস্ত পাপের বিনাশ হয় ॥ ২৪ ॥

এবং মহাপ্রসাদ নিন্দুকের মহাপাতক ইহার বিবরণ স্কন্দ পুরাণের শ্লোকত্রয়ে বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি আমার প্রসাদকে সামান্য বস্তু বুদ্ধিতে নিন্দা করিয়া মোহ বশতঃ অন্য প্রকার ভোজন করে, তাহারা কোটিকল্প কাল নরকে বাস করিবে ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রসাদান্নের নিন্দা করে, এবং যে ব্যক্তি আমার নিন্দা করে, আমার দর্শন জনিত যে পুণ্য উৎপন্ন হয় তাহাদের সেই পুণ্য বিনাশ হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

২৭। মমান্ননিন্দকাঃ পাপং ভুঞ্জানাশ্চ নরাধমাঃ।
মদ্দর্শনং হি বিফলং সত্যমেব সুনিশ্চিতম্ ॥

কিঞ্চ দেবাদীনামপি দুর্লভত্বমাহ—

২৮। ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা মানুষীং তনুমাশ্রিতাঃ।
ভোজনং কুর্ব্বতে নিত্যং মানুষাণাস্তু কা কথা ॥

২৯। যদন্নং পাচয়েল্লক্ষ্মী-র্ভোক্তা দেবো জনার্দ্দনঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা ॥

৩০। যদন্নং পাচয়েল্লক্ষ্মী-র্ভোক্তা চ পুরুষোত্তমঃ।
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন মন্তব্যং যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥

আমার প্রসাদান্ন নিন্দাকারী পাপভোগী সেই নরাধমের আমার দর্শন জনিত পুণ্যফল সত্যই সুনিশ্চিত রূপে বিফল হয়॥২৭॥

পরন্তু মহাপ্রসাদ দেবতাগণেরও অতি দুর্লভ ইহাই বলিতেছেন—ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহারাও মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া নিত্যই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন। সুতরাং মনুষ্যগণ সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে তাহার কথা অধিক কি বলিব ॥২৮॥

স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে অন্নের পাক করেন, আর স্বয়ং দেব দেব শ্রীজনার্দ্দনই ইহার ভোক্তা, সুতরাং প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করিবে, ইহার জন্য কালাকালের বিচার করিবে না ॥ ২৯ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে অন্ন রন্ধন করেন, এবং শ্রীপুরুষোত্তম যাহা ভোজন করেন, সুতরাং সেই মহাপ্রসাদ এই ব্যক্তি স্পর্শ করিবে, এ ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না এইরূপ বিচার করিবে না। যেহেতু মহাপ্রসাদ শ্রীবিষ্ণুর তুল্য চিন্ময় বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

এবং প্রকরণার্থমুপসংহরতি দ্বাভ্যাম্—

৩১। সমর্পয়েৎ প্রযত্নেন তদন্নং যো দ্বিজন্মনে।
উভৌ তৌ দাতৃভোক্তারৌ বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুতঃ॥

৩২। অম্বরীষ! নবং বস্ত্রং ফলমন্নরসাদিকম্।
কৃত্বা বিষ্ণূপভোগ্যং তৎ সদা সেব্যন্তু বৈষ্ণবৈঃ॥

ইতি শ্রীভক্তিসারসমুচ্চয়ে প্রসাদ মহিমানির্ণয়ং নাম ষষ্ঠং বিরচনম্॥৬॥

অস্যার্থঃ—সমর্পয়েদিতি দ্বিজন্মনে ইতি অত্র উপলক্ষণম্॥৩১॥

এই প্রকারে শ্লোকদ্বয়ে প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—যিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্ন যত্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন, (এখানে দ্বিজাতি ভোজন বলায় উপলক্ষণে বৈষ্ণবকেও বুঝিতে হইবে।) সেই মহাপ্রসাদের দাতা ও ভোক্তা উভয়েই বিষ্ণু সাযুজ্যের অধিকারী হন॥ ৩১॥

হে মহারাজ অম্বরীষ! নবীন বস্ত্র, ফল ও অন্নরস প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু তাহা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পণ করিয়াই বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা সেবন করিবে॥ ৩২॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে মহাপ্রসাদ মহিমা
নির্ণয় নাম ষষ্ঠ বিরচন॥ ৬॥

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

সপ্তমং বিরচনম্

অথ শ্রীকৃষ্ণবৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয়ম্

অথ তাবৎ পণ্ডিতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন বিমুখঃ কথং দৃশ্যতে ? যাবতা শাস্ত্র দৃষ্ট্যা তদুপদেশাদন্যে নিস্তরিষ্যন্তি তৎকথং তেষাং মতিব্যত্যয়ঃ উচ্যতে— মূর্খোদেহাদ্যহম্বুদ্ধিঃ, পণ্ডিতো যস্ত মোক্ষবিদিতিন্যায়াৎ য এব মোক্ষবিদ্ স চ পণ্ডিতশব্দেনোচ্যতে। স এব হরিকীর্ত্তনবিমুখঃ কদাপি ন ভবেৎ। যে তু পণ্ডিতম্মন্যাস্তেষামহঙ্কারবশান্মতিব্যত্যয়ঃ স্যাদেব। এবঞ্চ তেষাং ভক্তি-ব্যাঘাতো ভবতীত্যাহ—

১। পুত্রদারাদিসংসার পুংসাঞ্চ মূঢ়চেতসাম্।
বিদুষাং শাস্ত্রসংসারঃ সদ্‌যোগাভ্যাসবিঘ্নকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ—সদ্‌যোগো ভক্তিযোগঃ তস্যানুশীলনে বিঘ্নকারক ইত্যর্থঃ। এতাবতা পণ্ডিতোজনঃ পুত্রদারাদি-সংসার-শাস্ত্র-সংসারাভ্যামতিবদ্ধঃ ব্যবহরেৎ ॥১॥

সপ্তম বিরচন

শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয়।

অথ পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে বিমুখ কিপ্রকারে দৃষ্ট হয় ? পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় উপদেশে অন্য অবরজনও উদ্ধার লাভ করিবে। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিমুখরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখা যায় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যাহারা দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহং বুদ্ধি

নন্থ শাস্ত্রনিষ্ঠৈঃ কথং ন জ্ঞায়তে ইত্যত্রাহ—

২। যথা খরচন্দনভারবাহী ভারস্যবাহী নতু চন্দনস্য।
তথৈব মূর্খো বহুশাস্ত্রপাঠী শাস্ত্রস্যপাঠী নতু নিশ্চয়স্য ॥

অস্যার্থঃ—নিশ্চয়জ্ঞানাভাবাৎ কিমপি ন জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ ॥২॥

করে অর্থাৎ যাহারা ভোগায়তন শরীরকে আমি এইরূপ জ্ঞান করে, তাহারা মূর্খ। আর যিনি মুক্তির উপায় জানেন তিনি পণ্ডিত। এই নিয়মানুসারে মোক্ষবিৎ ব্যক্তি পণ্ডিত নামে অভিহিত। সেই মোক্ষবিৎ ব্যক্তি কখনও শ্রীহরি কীর্ত্তনে বিমুখ হইবেন না। কিন্তু যাহারা অহঙ্কার বশতঃ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটে। এ কারণ ভক্তি অঙ্গ যাজনে ব্যাঘাত হয়। ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন—বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের পুত্র কলত্রাদিই সংসার, অর্থাৎ অজ্ঞ জন স্ত্রী, পুত্রকে সংসার বলে। আর বিদ্বান গণের শাস্ত্র অভ্যাসই সংসার। অর্থাৎ বিজ্ঞজন শাস্ত্র অভ্যাসকে সংসার বলে। সুতরাং সদ্‌যোগাভ্যাস অর্থাৎ ভক্তি অনুশীলনের বিঘাতক। একারণ বিমূঢ়চেতা পণ্ডিত ব্যক্তি পুত্র কলত্রাদিযুক্ত সংসার এবং ভক্তিবিরোধী শাস্ত্র সংসারে দিবারাত্র এই দুয়ের অনুশীলনে অত্যাসক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বহির্মুখতা আচরণ করেন ॥ ১ ॥

যদিবল তাহারা শাস্ত্রনিষ্ঠ, তথাপিও কেন ইহা জানিতে পারে না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেমন গর্দ্দভ চন্দনের ভারকে বহন করে, সে কেবল ভারের বহন করে কিন্তু সৎগন্ধযুক্ত চন্দনের বহন করিতেছে তাহার এই বোধ নাই। সেই প্রকার

নন্থ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ সংসারবাসনাবদ্ধৈরশক্যত্বাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিকং ন ক্রিয়তে, ভবতু কথং কৃষ্ণবৈষ্ণবয়োর্দ্বেষঃ ক্রিয়তে ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম—

৩। শ্রিয়াবিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ১১।৫।৯

৪। রজসা ঘোর সংকল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ১১।৫।৭

বিমূঢ়চেতা মূর্খ পণ্ডিত ভক্তিবিরোধী বহুশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিলেও তাহাতে কেবল মাত্র অধ্যয়ণই হইয়া থাকে। কিন্তু "নরতনু ভজনের মূল" এই নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানের অভাব বশতঃ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥

আচ্ছা পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি সংসারে আসক্ত হওয়ায় অসামর্থ্যবশতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারে না স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করে কেন? শ্লোকদ্বয়ে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন- তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৎকুল, দান, রূপ, দেহবল এবং বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অহঙ্কার বশতঃ বিবেক বুদ্ধি বিহীন হইয়া জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় প্রিয় বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

এবং তাহারা রজোগুণের আধিক্য নিবন্ধন হিংসাবিষয়ে

কিঞ্চ তেষাং ব্যবহরণমাহ—

৫। কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ ১১।৫।৬

৬। বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতোস্ত্রিয়ো-
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্ন বিধান-দক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ ॥ ১১।৫।৮

অস্যার্থঃ—যয়া মাধ্ব্যা গিরা উৎসুকা হৃষ্টা ভবন্তি, তয়া ধনলোভাৎ পণ্ডিতম্মন্যৈ র্জনস্তূয়তে। কন্দর্প সুন্দর মুখচন্দ্র ভুজ কল্পবৃক্ষেত্যাদি ॥৫॥

সঙ্কল্পযুক্ত, কামুক, সর্পতুল্য হিংস্র স্বভাব, দাম্ভিক, অভিমানী এবং পাপাচারে মত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে বিদ্বেষ বা উপহাস করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তাহাদের ব্যবহারও বলিতেছেন—তাহারা যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনভিজ্ঞ, অবিনীত, মূর্খ এবং পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়, এবং আপাততঃ রমণীয় বেদবাক্যে সোল্লাস বশতঃ ধনলোভে বশীভূত হইয়া হে কন্দর্প প্রতিম সুন্দর মুখচন্দ্র, প্রণতজনের বরদানে ভুজদ্বয় কল্পবৃক্ষ তুল্য ইত্যাদি রূপে যজ্ঞকর্ম্ম ফলদাতা দেবতাগণের প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পুনরায় তাহারা কামিনী সেবায় রত হইয়া মৈথুন সুখযুক্ত গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর গৃহ বার্ত্তার আলোচনায় অন্নাদি দান রহিত ও দক্ষিণা বিহীন অবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং হিংসা দ্বেষ

নন্থ পশুমারণে দূষণং নাস্তি। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা" ইত্যাদি বচন প্রামাণ্যাদনেকতপোলব্ধদেহস্য সুখার্থং পশুমারণ যজ্ঞাদি বিধানং সূচিতং নেত্যাহ ত্রিভিঃ অতঃ সতাং ভূতহিংসানিষেধমপ্যাহ শ্রীমদ্ভাগবতে—

৭। দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ১০।১০।১০

অস্যার্থঃ - নরদেবসংজ্ঞিতমপি পশ্বাদিভিঃ ভক্ষিতং বিট্-সংজ্ঞিতং দগ্ধং ভস্মসংজ্ঞিতম্, অন্যথা কৃমিসংজ্ঞিতম্, তৎকৃতে তদর্থং ভূতধ্রুক্ স কিং স্বার্থো বেদ, যতো নিরয়ঃ ততঃ কিং স্বার্থং ভবতীতি পরমার্থঃ ॥৭॥

বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবলমাত্র নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ কামনায় পশুগণের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

আচ্ছা ছাগাদি পশুবধে তো কোন পাপ নাই, কেননা যজ্ঞের নিমিত্ত পশুগণের সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রমাণ বচনে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং অনেক জন্মের তপস্যালব্ধ এই দেহের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রে পশুবধের বিধান দিয়াছেন? এই আশঙ্কায় জীব হিংসা বিষয়ে সাধুগণের অভিমত সহ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকত্রয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন—জীবিত কালে এইদেহ নরদেব, ভূদেব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইলেও মৃত্যুর পর এই দেহ শৃগাল কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠায় পতিণত হয়, আর অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ভস্মে পরিণত হয়, অন্যথা কৃমি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সুতরাং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নশ্বর দেহেন্দ্রিয়ের সুখের নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণী বা পশু হত্যা করে, সেই ব্যক্তি নিজের স্বার্থ কিছু-মাত্র অবগত নহে। কেননা দেহান্তে তাহাকে অনেক যাতনা ভোগ

৮। দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব বা।
মাতুঃ পিতুর্বা ক্রেতুর্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥
৯। এবং সাধারণং দেহমব্যক্ত-প্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তিজন্তূনৃতেঽসতঃ॥ ১০।১০।১২

এবমবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞাদিছলেন কথং পরধনাদিকং গৃহ্যতে ইত্যত্রাহ প্রহ্লাদবাক্যেন—

১০। বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ।

করিতে হইবে। সুতরাং প্রাণী হিংসা করা কখনই উচিত নয়, তাহাতে কি স্বার্থই বা সিদ্ধি হইবে কেবল নরক ভোগই অর্জ্জিত হইল॥ ৭॥

আচ্ছা মনুষ্য মাত্রের শরীর কি অন্নদাতার? কি শুক্র নিষেককারী পিতার? কি গর্ভধারিণী জননীর? অথবা মাতামহের? অথবা মূল্যদ্বারা ক্রয়কারী ব্যক্তির? কিম্বা বলপূর্ব্বক গ্রহণকারী ব্যক্তির? অথবা দহনকারী অগ্নির? কিম্বা ভক্ষণকর্ত্তা কুক্কুরের? কি নিজের? ইহা কিছুই স্থির করা যায় না॥ ৮॥

এই প্রকার প্রকৃতি হইতে এই দেহের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই ইহার বিলয়, অতএব এন্দ্রজালি সম্পত্তির ন্যায় সাধারণ ভোগ্য এই নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেই দেহের সুখ সাধনে প্রাণীহিংসা দুর্জ্জন ব্যতীত কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি করিয়া থাকে?॥ ৯॥

এবং যজ্ঞাদির ছল করিয়া তাহারা অবিধি পূর্ব্বক পরধন

প্রেত্যেহবাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্তু-
দশান্তকামোহরতে কুটুম্বী ॥ ৭।৬।১৫

১১। বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং
পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয়ঃ-পারক্য-বিভিন্নভাব-
স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়॥ ৭।৬।১৬

কিঞ্চ ধর্ম্মাদিনাশেঽপি জ্ঞানং ন ভবতীত্যাহ—

১২। কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ু-
র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।

অস্যার্থ—বিদ্বানপি জানন্নপি স্বলোকায় আত্মপরমার্থায় স্বকীয়-পরকীয়য়োর্ন বিগতো ভিন্নভাবো যস্য স তথা বিমূঢ় ইব তমঃ সংসারং প্রপদ্যেত ॥১১॥

কি প্রকারে গ্রহণ করে? এই আশঙ্কায় শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বাক্যে উত্তর প্রদান করিতেছেন—অর্থাদিতে লোভের আতিশয্যে অপরের ধনাদি অপহরণ করিলে পরলোকে নরকযাতনাদি দণ্ডরূপ দোষ জানিয়াও কামনার প্রেরণায় সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অপরের বিত্তাদি হরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হে দানবাত্মজগণ! তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু কুটুম্বাদি ভরণের নিমিত্ত অত্যন্ত অসাবধান বশতঃ উক্ত কর্ম্ম সমূহের দোষ জানিয়াও ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া অতিশয় মূর্খের ন্যায় ইহা আমার ইহা অপরের ইত্যাকার ভিন্ন বুদ্ধিতে ঘোরতম নরক প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

সর্ব্বত্র তাপত্রয়-দুঃখিতাত্মা
নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্ব রামঃ ॥৭।৬।১৪

কিঞ্চ তেষাং দুঃখানুৎপত্তৌ সুখাবাপ্তিরেব জ্ঞায়তে ইত্যাহ—

১৩। অত্যন্তস্তিমিতাজ্ঞানাং ব্যায়ায়েন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥

অস্যার্থঃ—কুটুম্বপোষার্থং বিয়দ্ গচ্ছন্ নিজায়ুঃ যস্য স তথা অর্থান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্ বিহতান্ প্রমত্তঃ স ন বুধ্যতে ন জানাতি। সর্ব্বত্রাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকতাপত্রয়ৈঃ দুঃখিতোঽপি ন নির্ব্বিদ্যতে তস্য জ্ঞানোৎপত্তিঃ ন ভবতীতি। স্বকুটুম্বে রমতে নান্যত্রেতি স তথা ॥১২॥

পরন্তু তাহাদের ধর্ম্মাদির বিনাশ হইলেও জ্ঞানোদয় হয় না। এখানে তাহাই দেখাইতেছেন—সংসারে অত্যাসক্ত প্রমত্ত পুরুষের পারিবারিক কুটুম্ব পোষণে জীবনের সমস্ত পরমায়ু ব্যায়িত হওয়ায় তাহাদের ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় বিনাশ হইতে চলিয়াছে তথাপি তাহারা কিছুই জানিতে পারে না। তাহাদের এই আসক্তি একমাত্র নিজ কুটুম্বের প্রতি অন্যত্র নহে, তাহার ফলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তাপ ত্রয় নিরন্তর দগ্ধ করিলেও, তাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয় না ॥ ১২ ॥

এবং সংসারের দুঃখকেও তাহাদের সুখ বলিয়া বোধ হয়, এখানে তাহাই দেখাইতেছেন—অতীব অলস, অজ্ঞ, পরিশ্রমের দ্বারা সুখাভিলাষী এবং মিথ্যাজ্ঞানে আবৃত চক্ষু ব্যক্তিদের প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত রূপ প্রহারও রুচি অনুসারে সুখের ন্যায় অনুভূত হয় ॥ ১৩ ॥

১৪। গৃহেষু কুটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥ ৩।৩০।৯

কথমিত্যাহ—

১৫। আত্মজায়াত্মজাগারপশুদ্রবিণ-বন্ধুষু।
নিরূঢ়মূল হৃদয়মাত্মানং বহুমন্যতে ॥ ২।৪।২

এবমাসন্ননিধনাদিকং ন দৃশ্যতে ইত্যাহ—

১৬। দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ২।১।৪

অস্যার্থঃ—আত্মাদিষু বদ্ধমূলং হৃদয়ং যস্য স তথা ॥১৫॥

যে গৃহাশ্রমে বিত্তশাঠ্যাদি ধর্ম্ম বহুলরূপে বিদ্যমান্ যাহার প্রধান উপকরণই দুঃখ। সেই গৃহে গৃহী ব্যক্তিগণ আপনাকে সুখী মনে করিয়া অনলসভাবে দিবারাত্র নিরন্তর দুঃখ সমূহের প্রতীকারে যত্নবান্ হয়॥ ১৪ ॥

কেননা সেই ব্যক্তি আপনার দেহ, কলত্র, পুত্র, পশু এবং বন্ধু প্রভৃতিতে তাহার হৃদয় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায় আপনাকে অতিশয় সুখী বলিয়া মনে করে॥ ১৫ ॥

এবং স্বীয় আসন্ন মৃত্যুকেও সে দেখিতে পায় না, এবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন—এই প্রকারে দেহ, পুত্র পত্নী ইত্যাদি যাহাদিগকে নিজের সৈন্যরূপে দেখিতেছে, বস্তুতঃ ইহারা সকলেই মিথ্যা হইলেও কিন্তু গৃহাসক্ত ব্যক্তি দেহ প্রভৃতির বিনাশ দেখিয়াও তাহা জানিতে বা দেখিতে পায় না॥ ১৬॥

এবমাচরতঃ সর্ব্বং নশ্যতি ইত্যাহ—

১৭। এবং কুটুম্বাশাস্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি॥ ১১।৭।৭৭

অথ পণ্ডিতম্মন্যাঃ কৃষ্ণারাধনবিমুখাঃ সন্তু কিন্তু শাস্ত্রোপদেশাদন্যান্ নিস্তারয়িষ্যন্তি ইত্যত্রাহ—

১৮। কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
কথমন্যাংশ্চ গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরম্॥ ১।১৩।৪৬

নন্থ তৈঃ বৈষ্ণবাশ্রয়ণেন বিষ্ণুভক্তিঃ কথং ন সাধ্যতে ইত্যত্রাহ—

এই প্রকার আচরণকারি ব্যক্তির সমস্তই বিনাশ হইয়া যায়, তাহাই বলিতেছেন—কপোতের ন্যায় মৈথুনসুখরত দীন অজিতেন্দ্রিয় বহুপোষ্যযুক্ত গৃহাসক্ত ব্যক্তি এইরূপে পোষ্যগণের ভরণকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পরিশেষে পরিজনের সমভিব্যাহারে দুঃখ সাগরে নিপতিত হয়॥ ১৭॥

অতএব পণ্ডিতাভিমানি জন শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় বিমুখ হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে তো উদ্ধার করিতে পারিবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—এই পাঞ্চভৌতিক শরীর, গুণ ক্ষোভক কাল, ও জন্ম নিমিত্ত কর্ম্ম তথা উপাদান কারণ গুণ, এই তিনের সংযোগে দেহ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা এই তিনের অধীন। সুতরাং অজগর সর্প যাহাকে গলাধঃকরণ করিয়াছে সেই অজগর কবলিত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কিরূপে রক্ষা করিবে?॥ ১৮॥

১৯। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নিবদ্ধাঃ॥ ৭।৫।৩১

প্রকরণার্থমুপসংহরতি—

২০। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।

আচ্ছা তাহা হইলে সেই পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত কেন প্রযত্নবান্ হয় না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—বিষয়াসক্ত দুষ্টান্তঃকরণ পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তিগণ বিষয় সুখরূপ অনর্থকেই অর্থ বা প্রয়োজন বলিয়া মনে করে, একারণ তাহারা নিজের পরমার্থরূপা গতি শ্রীবিষ্ণুকে জানিতে পারে না। গুরু উপদেশেও জানিতে পারিবে না, যেহেতু যাহারা নিত্যই জাগতিক রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় সুখে প্রমত্ত এবং তাহাতেই সবিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান বিহীন এইরূপ গুরুর উপদেশে শিষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে জানিতে পারিবে? এক অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্য এক অন্ধ যেমন প্রকৃত পথ না জানিয়া উভয়ে গর্ত্তেই পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারাও শ্রীভগবদ্ প্রদত্ত বেদলক্ষণা কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণাদি বিভক্ত সুদীর্ঘ রজ্জু দ্বারায় বদ্ধ হইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৯॥

সম্প্রতি প্রকরণার্থের উপসংহার করতঃ বলিতেছেন—

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম ॥ ৭।৫।২০

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে কৃষ্ণবৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয়ং
নাম সপ্তমং বিরচনম্ ॥৭॥

অস্যার্থঃ—তস্মাদ্বিষয়সঙ্গদোষাৎ সর্ব্বে তং ন ভজন্তে ইতি ভাবঃ ॥২০॥

গৃহকেই যাহারা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে,তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ চরণে মতি গৃহাসক্ত গুরু উপদেশ হইতে আপনা হইতে অথবা পরস্পর আলাপাদি হইতে, কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কেননা গৃহাসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিরা অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় পুনঃ পুনঃ সংসাররূপ উচ্চঃ নীচ গতি প্রাপ্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমূহ বারম্বার আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তি লাভ না হওয়ায় তাহাদের চর্ব্বিত চর্ব্বণই হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয় আসক্তি দোষে সকলে শ্রীভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হয় না। বিষয়াসক্তিই শ্রীভগবৎ ভজনের প্রধান অন্তরায় ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে কৃষ্ণবৈষ্ণববিমুখ নির্ণয়
নাম সপ্তম বিরচন ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ

অষ্টমং বিরচনম্।

অথ বৈরাগ্য নির্ণয়ম্

অথ তাবৎ সর্ব্বধর্ম্মানাং সাধ্যত্বাৎ বৈরাগ্যস্য শ্রেষ্ঠতমত্বম্, তদ্বিনা ভগবদ্ভক্তিং সাধয়িতুং ন শক্যতে ইত্যতো দ্বয়োঃ সহকারিত্বপূর্ব্বক বৈরাগ্য নির্ণয়ং নাম বিরচনমারভতে তত্র দ্বয়োঃ সহকারিত্বমাহ—

১। বিরক্তিরহিতা ভক্তির্ভক্তিহীনা বিরক্ততা।
ন সিদ্ধ্যতি ন সিদ্ধ্যেত দ্বাভ্যাং দ্বে সাধয়েন্নরঃ॥

অষ্টম বিরচন

অথ বৈরাগ্য নির্ণয়।

অথ সর্ব্বধর্ম্মের সাধ্যরূপে নির্ণীত হওয়ায় বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইল। যেহেতু বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তি সাধন করিতে অসমর্থ বশতঃ ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্যের সহকারিত্ব পূর্ব্বক বৈরাগ্য নির্ণয় নামে অষ্টম বিরচন আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্যের সহকারিতার প্রমাণে বলিতেছেন—বৈরাগ্য শূন্য ভক্তি এবং ভক্তিশূন্য বৈরাগ্য, ইহাতে ভক্তি সিদ্ধ হয় না এবং বৈরাগ্যও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মনুষ্যগণের বৈরাগ্য ও ভক্তি উভয়ের সাহচর্য্যে ভক্তি ও বৈরাগ্য লাভে প্রযত্নবান্ হইতে হইবে॥ ১॥

অথ তাবদ্ বৈরাগ্যং কি নাম ? উচ্যতে মিথ্যা প্রপঞ্চেষু পুত্রদার-গৃহাদিরূপ সংসার বাসনা বিনাশপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকোপভোগেষু বুদ্ধ্যা দেহ-বাঙ্মনসাসক্তি নিবৃত্তিঃ বৈরাগ্যম্। ইহামুত্র চ ভোগাসক্তিনিবৃত্তিরিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। নন্থ কথমাসক্তিনিবৃত্তিঃ ? উচ্যতে যাবতা গৃহাদিত্যাগ-পূর্ব্বক তীর্থাদিবাসো বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতাং সত্যম্—

২ বনেঽপিদোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

অনন্তর বৈরাগ্য কাহাকে বলে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মিথ্যা প্রপঞ্চময় মর্ত্ত্যলোকে পুত্র, কলত্র ও গৃহাদিরূপ সংসার বাসনা বিনাশ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকের উপভোগ্য বিষয় সমূহে বুদ্ধি পূর্ব্বক কায়, বাক্ ও মনের আসক্তি নিবৃত্তি বৈরাগ্য নামে অভি-হিত। অর্থাৎ ইহ জগতের ও শাস্ত্রোক্ত পর জগতের স্বর্গাদি ভোগে আসক্তির নিবৃত্তিই বৈরাগ্য শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। আচ্ছা তাহা হইলে ভোগাদিতে আসক্তি কিরূপে বিনাশ হইবে ? আর যে কোন প্রকারে গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থাদিতে বাসকেই বৈরাগ্য বলা হউক ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তোমার কথা সত্যই কিন্তু এ বিষয়ে বিচার আছে, তবে বলি শোন। অরণ্যেও বিষয়ানুরাগী জনের বহুল দোষের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বনবাস করতঃ দোষাবলী সৃজন না করিয়া গৃহে যদি পঞ্চেন্দ্রিয় সংযত হয় তাহা হইলে সেই গৃহবাসকেও তপস্যা বলা হইবে। অতএব যদি

ইত্যালোচ্যাসক্তিনিবৃত্তিগ্রহণং সাধূক্তমিতি। অথ কথমনেকযজ্ঞ-তপোলব্ধানাং পুত্রদারগৃহাদীনাং সংসারবাসনা—ফলানাং মিথ্যাপ্রপঞ্চত্ব-মুক্ত্বাসক্তি নিবৃত্তিরুচ্যতে ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্—

৩। পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিপদ্যন্তে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ১১।১৭।৫৩

অস্যার্থঃ—অনুদেহং প্রতিদেহং কাকশূকরাদীনাং দেহং পুত্রদারদয়ো গচ্ছন্তি সর্ব্বজন্মনি পুত্রদারাদীনাং নিদ্রায়াং স্বপ্নবৎ প্রাপ্তিরন্তীত্যর্থঃ ॥৩।

কেহ সংযত চিত্তে গৃহে সর্ব্বদা ভক্তি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে সেই সংযতেন্দ্রিয় বিগত বিষয়ানুরাগি জনের গৃহও মুনির তপোবনে পরিণত হয়॥ ২॥

অতএব এই সকল বিষয়ের যথার্থ আলোচন করিয়াই চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে আসক্তির নিবৃত্তিই বৈরাগ্য, ইহাই একমাত্র সাধু সিদ্ধান্ত। অনন্তর যদিবল বহু যজ্ঞাদি ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত মানব জীবনের পরম সৌভাগ্য স্বরূপ পুত্র, কলত্র, গৃহ ও সম্পত্তিরূপ সংসার বাসনার ফল সমূহকে মিথ্যা প্রপঞ্চে স্বীকার করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবার বিধান ইহা কি প্রকারে সমীচীন হয়? এই আশঙ্কায় শ্লোক-দ্বয়ে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন—পুত্র ও কলত্রাদিরূপে প্রাপ্ত বন্ধু প্রভৃতির মিলন ইহা পথের পথিক গণের সমাগমের তুল্য অতি অল্প সময় জানিতে হইবে। কাক ও শূকরাদিরূপে জীবের যত প্রকার জন্ম বা দেহ লাভ হয়, সেই সমস্ত জন্মে জীব নিদ্রার স্বপ্নের ন্যায় পুত্র কলত্রাদিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার

৪। গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১১ ৯।১৫

কিঞ্চ আসক্তিযোগাদ্ মহাদুঃখী ভবেদিত্যাহ—

৫। মার্জ্জার ভক্ষিতে যাদৃক্ দুঃখং স্যাদ্ গৃহকুক্কুটে।
নৈতাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথ মূষিকে ॥

অস্যার্থঃ—তস্মাৎ পুত্রদারগৃহাদীনাং মিথ্যাপ্রপঞ্চত্বাচ্চ সর্ব্বথৈবাসক্তিঃ তেষু ন কার্য্যেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥৪॥

পর যেমন স্বপ্ন ও তৎদৃষ্ট পদার্থ বিনাশ পায়, তদ্রূপ জীবের দেহাবসানে স্বপ্নলব্ধ পুত্র, পত্নী রূপে প্রাপ্ত বন্ধুগণ স্বপ্নের ন্যায় বিনাশ হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহধারি জীবের গৃহাদি নির্ম্মাণ দুঃখকর ও নিষ্ফল। সর্পের কোন গৃহ নাই কিন্তু সে অপরের কৃত গর্ত্তাদিরূপ গৃহে প্রবেশ করিয়া সুখেই বৃদ্ধি লাভ করে। অতএব পুত্র কলত্র ও গৃহাদি মিথ্যা মায়াময় বলিয়া ইহাদের প্রতি সর্ব্বদা অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা উচিত ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৪ ॥

আরও বলিতেছেন—যে আসক্তি সংযোগের ফলে মানব মহাদুঃখী হইয়া থাকে—মার্জ্জার অর্থাৎ বিড়াল গৃহ পালিত কুক্কুটকে ভক্ষণ করিলে গৃহস্থের যে পরিমাণ দুঃখ হয়, কিন্তু সেই মার্জ্জার মমতাশূন্য চরুই পক্ষী ও মুষিককে ভক্ষণ করিলে গৃহস্থের সেই পরিমাণ দুঃখ হয় না। কেননা কলবিঙ্কে ও মুষিকের প্রতি গৃহস্থের কোন আসক্তি নাই, অতএব আসক্তিই যাবতীয় দুঃখের কারণ ॥৫॥

এবং তত্ত্যাগাৎ সুখী ভবেদিত্যাহ—

৬। সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য সসুখং সমবিন্দতঃ॥ ১১।৯।২

এবমাশাত্যাগাৎ সুখী ভবেদিত্যাহ—

৭। আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুস্বাপ পিঙ্গলা॥ ১১।৮।৪৪

অস্যার্থঃ—তস্মাৎ মূলচ্ছেদাচ্ছাখাপল্লবাদিবৎ আসক্তি নিবৃত্তেঃ মমতাদীনামভাব ইত্যর্থঃ ॥৭॥

এই প্রকার মমতা ত্যাগে সকলে সুখী হয়। ইহাই বলিতেছেন—কোন একদিন একদল কুরর পক্ষী মাংস না পাইয়া সেই সময় অপর একটি কুরর পক্ষীকে একখণ্ড মাংস লইতে দেখিয়া তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিল, তখন সেই কুরর পক্ষী গৃহীত মাংসখণ্ডকে ত্যাগ করিয়াই শান্তি লাভ করিয়াছিল॥ ৬॥

এই প্রকার আশার ত্যাগেই সকলে সুখী হইয়া থাকে—বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে জনৈকা বার বনিতা নব সঙ্গমে বহু প্রতীক্ষা করিয়াও স্বাভীষ্ট পূর্ণ না হওয়ায় পরিশেষে কান্ত সমাগম আশা পরিত্যাগ করতঃ বলিয়াছিল, আশাই মানবের পরম দুঃখ এবং নৈরাশ্যই পরম সুখের কারণ, এই প্রকার বিচার করতঃ কান্তের আগমন আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে যেমন পল্লবাদি শুষ্ক হইয়া যায় তদ্রূপ আসক্তির নিবৃত্তি হইলে মমতাদিও উচ্ছেদ হইবে॥৭॥

নন্থ এবম্ভূতানাং পুত্রদারগৃহাদীনাং সম্বন্ধে কথং নিস্তারো ভবিষ্যতীত্যাহ—

৮। কুটুম্ব্যপি ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেত কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

এবং শ্রীমদ্ভাগবতে—

৯। নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনঞ্চোদ্বিজয়েন্নতু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্নকেনচিৎ॥ ১১।১৮।৩১

১০। বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থঃ—কুটুম্ব্যপি ন প্রমাদ্যেৎ ভগবদারাধনে সাবধানো ভবেদিত্যর্থঃ॥৮॥
তস্মাদ্বিষয়াসক্তানাং কৃষ্ণারাধনমতিদূরে স্যাদিত্যর্থঃ॥১০॥

আচ্ছা তাহাহইলে এই প্রকার পুত্র, কলত্র ও গৃহাদির সম্বন্ধ হইতে মানব কিরূপে উদ্ধার হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—গৃহীব্যক্তি সতত সাবধানের সহিত শ্রীভগবৎ আরাধনায় নিরত থাকিবে। কখনও প্রপঞ্চময় মিথ্যা গৃহাদিতে অত্যাসক্ত হইবে না। যেহেতু বুদ্ধিমান্‌গণ অদৃষ্ট স্বর্গাদিকেও পরিদৃশ্যমান্ জগতোপম নশ্বররূপে দেখিয়া থাকেন॥ ৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে, ধীর ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কখনও উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবে না, এবং অন্য কাহাকেও উদ্বেগ দিবেন না। অপরের দুর্বাক্য সহ্য করিবে, তথাপি কাহারও প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অতএব ক্ষণভঙ্গুর দেহের নিমিত্ত কাহারও সহিত পশুর ন্যায় শত্রুতা করিবে না॥ ৯॥

নন্থ আসক্তিযুক্তানাং দূরে কৃষ্ণাবেশস্তিষ্ঠতু স্বধর্ম্মেনৈব নিস্তারো ভবিষ্যতি ইতি ব্রহ্মবাক্যেন—

১১। তহ্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা মুনয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৩ ৯।১০

অন্বয়ার্থঃ—স্বধর্ম্মাদিদ্বারা মুনয়ঃ অপি মননশীলা অপি কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-বিমুখাঃ সন্তঃ পুনঃ পুনঃ দুর্বাসনাযুক্তে সংসারে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥১১॥

পশ্চিম দিগ্‌গত কোন বস্তুকে প্রাপ্তির নিমিত্ত যদি কেহ পূর্ব্বদিকে গমন করে, সেই ব্যক্তি যেমন কোন দিনই তাহা পাইতে পারে না, তদ্রূপ রূপ, রস প্রভৃতি জড়ীয় ভোগ্য বিষয়ে যাহাদের মানস সম্বন্ধ সমধিকরূপে রচিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অভিনিবেশ অতিদূরে সরিয়া যায়। সুতরাং বিষয়াসক্ত মানবের শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা অতীব দূর জানিতে হইবে॥১০॥

যদিবল বিষয়াসক্ত মানবের শ্রীকৃষ্ণাবেশ অতীব অসম্ভব স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্ধার হইবে? এই আশঙ্কায় ব্রহ্মার বাক্যে প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন—বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় সমূহ দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লিষ্ট হয় এবং রাত্রকালে নিদ্রাবসরে বিষয় সুখও বিন্দুমাত্র হয় না। যেহেতু নিদ্রাজন্য যে সুখানুভব স্বপ্নদর্শনে তাহা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হওয়ায় তাহা আদৌ সম্ভব হয় না। কিন্তু দৈব তাহাদের প্রতি প্রতিকুল বশতঃ অর্থলাভের উদ্যমও ব্যাহত হয়। সুতরাং হরি-

যদ্যেবং কথং নিস্তারো ভবতীত্যত্রাহ—

১২। দিনং নক্তং প্রাতঃ পুনরপিদিনং নক্তমনু চ
প্রভাতব্যাবৃত্তিঃ পুনরুদরপূর্ত্তিঃ পুনরপি।
গলত্যেবং কালে গলতি পরমায়ুঃ প্রতিদিনং
মিলত্যেবং শ্রেয়ঃ শ্রয়তি যদি মর্ত্ত্যো যদুপতিম্ ॥

ভজন বিমুখজন সংসারী হইয়া নিত্য সংসারে অবস্থান করে। স্বধর্ম্ম মননশীল বহু মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিমুখ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ দুর্বাসনাযুক্ত সংসারে গতাগতি করিতেছেন ॥ ১১ ॥

আচ্ছা তাহারা যদি এই প্রকার নিত্য সংসারেই অবস্থান করে, তাহা হইলে উদ্ধার হইবে কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—দিন, তার পর রাত্র, রাত্রের পর প্রভাত, পুনরায় দিবস, পুনরায় রাত্র, রাত্রের অবসানে পুনরায় সেই প্রভাতের উদয়, এই প্রকার অলাত চক্রের ন্যায় দিবস রজনী প্রত্যাগমন করিতেছে, এবং সেই সেই দিবারাত্রে জীবের স্ব স্ব স্বভাব বশতঃ উদর ভরণ এবং তজ্জন্য ক্ষরণও অব্যাহত রূপে চলিতেছে. কিন্তু অখণ্ড বলবান্ কাল স্রোতের ন্যায় অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়া অগণিত জীবের পরিমিত পরমায়ুঃকে বলাৎকারে হরণ করিয়া চলিয়াছে, সেই কালস্রোতে প্রবাহমান্ কোন ভাগ্যবান্ জীব যদি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ চরণ কমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাহইলে সেই জীবই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গং বিনা কালো ব্যর্থ ইত্যাহ—

১৩। আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চযন্নসৌ

তস্যর্তে যৎক্ষণোনীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ২।৩।১৭

যদ্যেবং সর্ব্ববিষয়োপভোগাদিকং কৃত্বা পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং পঞ্চাশতো ব্রজেদিত্যাদিবচন-প্রামাণ্যাৎ প্রাজ্ঞৈঃ বয়স্তৃতীয়ং কৃষ্ণার্পণং কর্ত্তব্যমিত্যত্রাহ ষড়্ভিঃ প্রহ্লাদবাক্যেন—

১৪। কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।

দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ৭।৬।১

অস্যার্থঃ—তস্মাৎ সর্ব্বথৈব কৃষ্ণপ্রসঙ্গঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যতীত কাল ব্যর্থতায় পরিণত হয়, এই শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন— এই সূর্য্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিহীন মানবের পরমায়ুঃকে বৃথা হরণ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যতীত যাঁহাদের একটি ক্ষণও অতিবাহিত হয় না তাঁহাদের পরমায়ুঃ সূর্য্যদেব হরণ করেন না। অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে যে সময় অতিবাহিত হয় সেই সময়কে বাদ দিয়া অবশিষ্ট সময়ের আয়ুকে হরণ করেন। অতএব সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ একান্ত বিধেয় ॥ ১৩ ॥

আচ্ছা যদি এই প্রকার হয় তাহা হইলে প্রথমে সমস্ত বিষয়কে উত্তমরূপে উপভোগ করিয়া স্বীয় পত্নীর পুত্রের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমে বনে গমন করিবে ইত্যাদি বচন প্রমাণে বিজ্ঞ ব্যক্তি বয়সের তৃতীয় ভাগ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে ? শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের ছয়টি শ্লোকে ইহার সমাধান

এবং কথমিত্যত্রাহ—

১৫। পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ॥ ৭।৬।৬

বলিতেছেন—হে বয়স্যগণ! এই ভারত ভূমিতে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার কাল হইতে ধর্ম্মাচরণ করিবে। স্বীয় সুখের নিমিত্ত কোন প্রয়াস করিবে না। ধর্ম্মাচরণ বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরই আচরণ, তবে ইহা যেন স্বসুখ কাম্যকর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়। আর কৌমার কাল বলিবার তাৎপর্য্য যদি কৌমার কাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আর ভগবদ্ভজন হইল না, যেহেতু মনুষ্য দেহ ব্যতীত অন্যদেহে ভগবদ্ভজন হয় না। কারণ দেবাদি দেহে বিষয় ভোগের প্রতি তীব্র অভিনিবেশ থাকে, এবং পশু প্রভৃতি দেহে বিবেকের অভাববশতঃ সেই দেহেও হরিভজনের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সৌভাগ্য বশতঃ বহু সুকৃতির ফলে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় মনুষ্য দেহ লাভ করিলেও তাহার স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব এই মনুষ্যজন্মে কৌমার কালই সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ লাভের উপযুক্ত কাল॥ ১৪॥

কৌমার কালই শ্রীহরিভজনের কাল ইহা কেন বলিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পুরুষ মাত্রের পরমায়ুঃ শত বৎসর, কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর, যেহেতু ঐ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অতিশয় তমোগুণাক্রান্ত হইয়া রাত্রি কাল অনর্থক নিদ্রায় অতিবাহিত করে॥ ১৫॥

১৬। মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ॥ ৭।৬।৭

১৭। দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি॥ ৭।৬।৮

এবং জীবস্য কালাধীনত্বমাহ—

১৮। সঞ্চিত্বা কামবৈরঞ্চ কামানামভিতৃপ্তকম্।
বিন্দুবীবনং সমাসাদ্য মৃত্যোরালয়মৃচ্ছতি॥

১৯। মর্ত্ত্যঃ স্বকার্য্যং কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্যনবাকৃতম্॥

অস্যার্থঃ—তেন এতদুক্তং ভবতি কৌমার প্রভৃতি যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং ভাগবতধর্ম্মান্ আচরেদিত্যর্থঃ॥১৯॥

আর বাল্যকালে অজ্ঞান অবস্থায় ও কৈশোরে ক্রীড়াদিতে বিশবৎসর অতিবাহিত হয় এবং বৃদ্ধকালে জরা গ্রস্ত হইয়া অসমর্থভাবে জরাব্যাধি ভোগ করিতে করিতে বিশবৎসর অতীত হয়॥ ১৬॥

পুনরায় দুষ্পূরণীয় কাম ও বলবান্ মোহের বশীভূত হইয়া গৃহাদিতে অত্যাসক্ত বশতঃ অবিবেকী জনের অবশিষ্ট পরমায়ু এই প্রকারে বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়॥ ১৭॥

এইপ্রকার জীব সমূহ কালের অধীন ইহা বলিতেছেন—এইরূপে সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তি কামাদি দ্বারা বিন্দু মাত্রও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া কাম ও শত্রুকে সংগ্রহ করতঃ গৃহাশ্রমরূপ বিন্দুবীবন অবলম্বন করিয়া জন্ম মৃত্যু প্রবাহের অতিথি হয়॥ ১৮॥

এই প্রকার মনুষ্যগণ আপনার অপরাহ্ণ কালের কার্য্যকে

তত্র ব্যতিরেকে নিন্দামাহ—

২০। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
জ্ঞানঞ্চ তেষামধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অন্বয়ার্থঃ—শ্রীকৃষ্ণারাধনবিধৌ জ্ঞানবিশেষহীনা ইত্যর্থঃ ॥২০॥

পূর্ব্বাহ্নকালে নিষ্পন্ন করিবে। যেহেতু ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, ইহা এখনও হয় নাই মৃত্যুরূপী কাল ইহার অপেক্ষা করিবে না। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে কৌমার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবিত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য মাত্রই শ্রীভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ১৯॥

ব্যতিরেকমুখে ভাগবত ধর্ম্ম বিহীন জনকে নিন্দা করিতেছেন—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাতে পশু প্রভৃতি প্রাণীগণ ও মনুষ্যগণ তুল্য ধর্ম্মযুক্ত, অর্থাৎ আহারাদি বিষয়ে পশু ও মনুষ্যে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু পশুগণ হইতে মনুষ্যের শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা এই জ্ঞান সমধিক বিদ্যমান্। পশু যোনিতে এই জ্ঞানের অভাব। যেহেতু শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"পশ্বাদি জন্মনি চ বিবেকাভাবাৎ"। অর্থাৎ বিবেকের অভাব বশতঃ কেবল মাত্র ভোগের নিমিত্ত পশুযোনি। একারণ এই দেহ শ্রীহরি ভজনের অযোগ্য। পশু হইতে মনুষ্যের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা জ্ঞানে মানব পশু হইতে বিশেষরূপে গণ্য হইয়াছে, মানব সেই শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা বিহীন হইলে তাহারাও পশুগণের মধ্যে গণ্য হইবে॥ ২০॥

২১। দুশ্চেষ্টিতা অপ্যরবিন্দনাভং ক্বচিদ্ ভজন্তে জনবঞ্চনার্থম্।
তথাপি তে তস্য পদং লভন্তে প্রীত্যা ভজন্তঃ কিমু সাধুশীলাঃ॥
২২। সাংখ্যযোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে।
পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ॥
অথ চতুঃশ্লোকী, শ্রীভগবানুবাচ—
২৩। জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ২।৯।৩০

যাহারা সর্ব্বদা কদর্য্য কর্ম্মে নিরত এবং লোক প্রতারণার নিমিত্ত কখনও কখনও অরবিন্দ নাভ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে, কিন্তু তাহারাও শ্রীকৃষ্ণচরণ লাভে বঞ্চিত হয় না অর্থাৎ লাভ করিয়াছে, আর প্রীতি পূর্ব্বক ভজনকারী সেই সাধু স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কথা কি আর বলিব॥ ২১॥

জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ, এই পাঁচটি পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যা নামে অভিহিত। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পঞ্চপর্ব্ব বিদ্যা দ্বারা শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ২২॥

অথ শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোক শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে ব্রহ্মন্! আমার সম্বন্ধে পরম গোপনীয় যে তত্ত্ব জ্ঞান তাহা তোমাকে বলিতেছি তুমি গ্রহণ কর, ঐ জ্ঞান তোমার হৃদয়ে অনুভবও করাইয়া দিতেছি তুমি গ্রহণ কর। তাহাতে যে রহস্য আছে তাহাও বলিতেছি এবং সেই জ্ঞানের যে যে সহায় আছে তাহাও বলিতেছি তুমি গ্রহণ কর॥ ২৩॥

২৪। যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২।৯।৩১

২৫। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২।৯।৩২

২৬। ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥ ২।৯।৩৩

হে ব্রহ্মন্! আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, শ্যাম চতুর্ভুজাদি আমার যে সকল রূপ আছে এবং ভক্তবাৎসল্যাদি যে সকল গুণ আছে, তদনুযায়ী সে সমস্ত লীলা আছে, আমার অনুগ্রহে সে সকলের যথার্থ অনুভব তোমার সর্ব্ব প্রকারে হউক ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান তাহাও আমা হইতে পৃথক্ ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি আছি, আর এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি, প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও আমি জানিবে ॥ ২৫ ॥

পরমার্থ বস্তু আমা ভিন্ন অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেও যাহার প্রতীতি হয়, আবার আমার প্রতীতি হইলেও যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি হয় এবং আমার আশ্রয় ভিন্ন যাহার স্বতঃপ্রতীতি হয় না তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি আর যেমন অন্ধকার ॥ ২৬ ॥

২৭। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ ২।৯।৩৪

২৮। এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ২।৯।৩৫

২৯। এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ২।৯।৩৬

এবং কৃষ্ণপ্রসঙ্গব্যতিরেকেণ নিন্দনমাহ দ্বাভ্যাম

৩০। তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্।
যদ্দিনং হরিসংলাপরস-পীযুষ-বর্জ্জিতম্॥

যেরূপ মহাভূত সকল সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হইয়া থাকি॥ ২৭॥

বিধি নিষেধের দ্বারা যাহা সকল সময় সকল স্থানেই বিদ্যমান্ থাকে, আমার তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুদেবের নিকট সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন॥ ২৮॥

হে ব্রহ্মন্! আপনি একাগ্রচিত্তে আমার কথিত উপদেশাবলীর পরম ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ করিলে আপনি কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও তাহাতে কখনও বিমোহিত হইবেন না॥ ২৯॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিহীন কালের নিন্দা করিতেছেন—যে দিনে অপূর্ব্ব রসময় পরামৃত স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কথার প্রসঙ্গ না হয় অর্থাৎ মহতের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণকথা কর্ণে শ্রবণ না হয়,

৩১। প্রহরোঽপি প্রহারঃ স্যাৎ দণ্ডোভবতি দণ্ডবৎ।
ক্ষণং ক্ষীণং দিনং দৈন্যং যত্র ন স্মর্য্যতে হরিঃ॥

প্রকরণার্থমুপসংহরতি শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

৩২। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ইতি শ্রীমন্নরহরি-চরণারবিন্দ-প্রোল্লসিত শ্রীলোকানন্দাচার্য্য-
গ্রথিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে গ্রন্থে বৈরাগ্যনির্ণয়ং
নামাষ্টমং বিরচনম্॥৮॥

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।

অস্যার্থঃ—তস্মাদনুক্ষণং কৃষ্ণপ্রসঙ্গঃ কার্য্য ইতি বাক্যার্থঃ॥৩১॥

অস্যার্থঃ—অমানিনা নিরভিমানেন মানদেন সর্ব্বেষাং মাননাপুরঃসর ব্যবহারক্রিয়াবতৈব হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ॥৩২॥

সেই দিনকে আমি দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করি, তদ্ভিন্ন ঘনঘটা মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতকে দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করি না॥ ৩০ ॥

এবং যে স্থানের মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরি স্মরণ না হয়, সেই স্থানের প্রহরকে প্রহার বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং দণ্ডকে শাসন দণ্ড বলিয়া মনে হয়, এবং ক্ষণকে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম কালকে অতি নীরস বলিয়া মনে হয়, এবং দিবসকে দরিদ্র বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং অনুক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবদ্বাক্যে প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—তৃণ হইতে অতি নীচ বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও পরোপকারী এবং স্বয়ং নিরভিমানী হইয়া সর্ব্ব জীবে সম্মান প্রদান করিতে করিতে সর্ব্বদা

শ্রীহরি কীর্ত্তন করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে তৃণকে পদ দলিত করিলে তৃণ কিছু না বলিলেও পরক্ষণে মস্তক উঁচু করে, এইরূপ তৃণের ন্যায় শির উঁচু হইবে না ইহাই সুনীচ শব্দের ধ্বনি। এবং বৃক্ষকে ছেদন করিলে যেমন অম্লান বদনে সহন করে, আবার আতপাদিতে শুষ্ক হইলেও জলপিপাসু ব্যক্তির ন্যায় জলের প্রার্থনা করে না, পরন্তু ফল ফুল প্রভৃতি বিবিধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া যাচকের সকল আশাকে পূর্ণ করে। তদ্রূপ সকলের তাড়ন ভৎর্সন দুর্বাক্য সমস্তই সহন করতঃ তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবৎ চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। অপর স্বয়ং উত্তম হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে অভিমান শূন্য হইতে হইবে এবং সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া জীবমাত্রকেই সম্মান করিতে হইবে। এইরূপে সদা শ্রীহরিনাম গ্রহণে শ্রীরাধা মাধবের পাদপদ্মে অচিরেই প্রেমলাভ হইবে নিঃসন্দেহ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীনরহরি চরণারবিন্দ প্রোল্লসিত শ্রীলোকানন্দ আচার্য্য গ্রথিত
শ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থে বৈরাগ্য নির্ণয়
নামক অষ্টম বিরচন ॥ ৮ ॥

সম্পূর্ণ

শ্রীগুরুচরণং ধ্যাত্বা গৌরাঙ্গঞ্চ মহাপ্রভুম্।
কেনচিৎ হরিভক্তেন অস্য ভাষা সমাপিতা ॥